অনিতা দেশাই

ইন কাস্টডি

ভাষান্তর : সৈয়দ হালিম

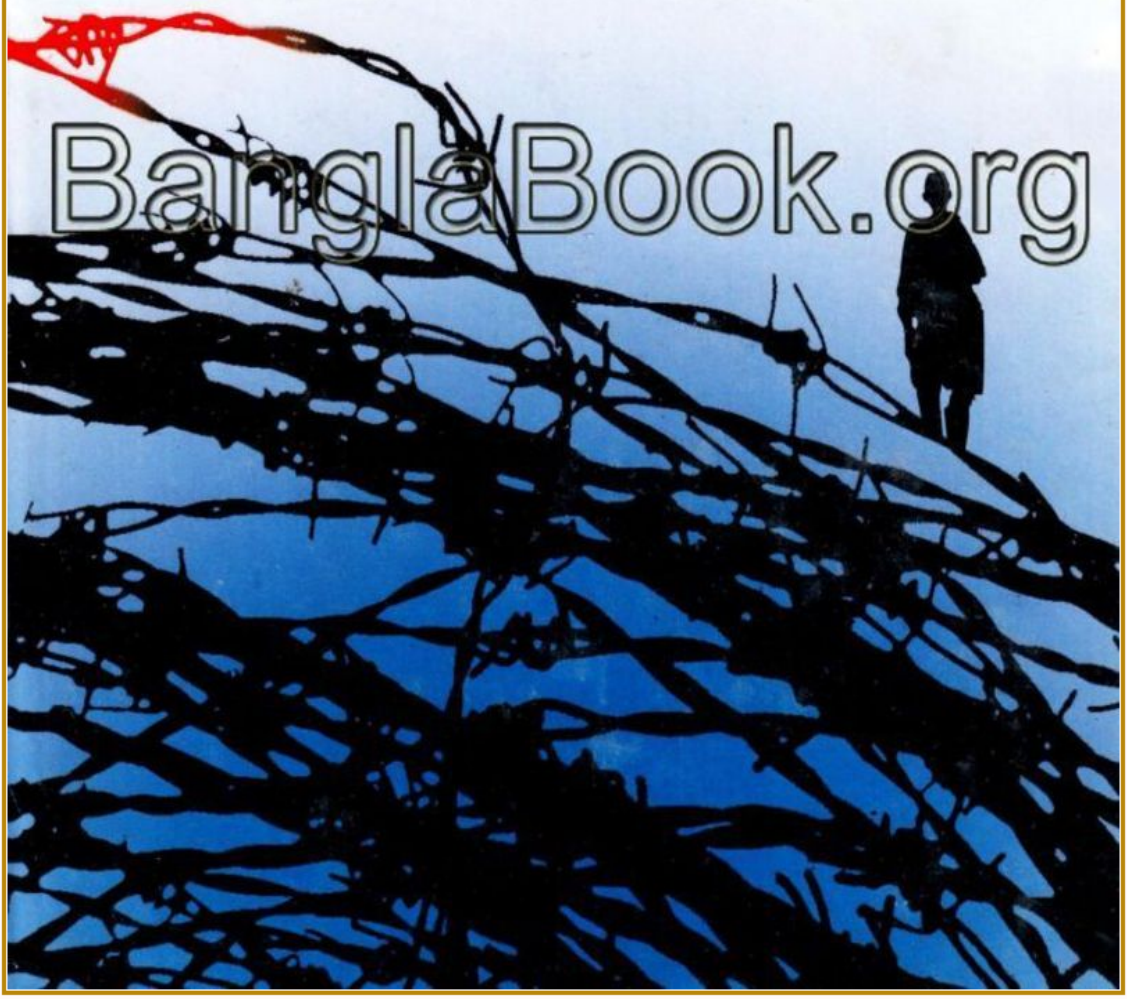

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অনিতা দেশাই

ইন কাস্টডি

ভাষান্তর

সৈয়দ হালিম

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

ঐতিহ্য

www.BanglaBook.org

লিমাকে—

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

ভারতে উর্দুভাষার দুরাবস্থার কথা দেবেন শর্মা ভালো করেই জানে তাই তার ইচ্ছা বর্তমানে জীবিত সবচে' বড় উর্দু সাহিত্যের কবি নূর শাহজানাবাদির উপর একটা প্রবন্ধ লেখা। তাকে সাহায্যের হাত বাড়ায় আওয়াজ পত্রিকার সম্পাদক, তার ছোটবেলার বন্ধু মুরাদ। তারপর নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে নূর শাহজানাবাদির সাক্ষাৎকার নেওয়া সম্ভব হলেও কাজটা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

লেখক অনিতা দেশাই-এর লেখা এই উপন্যাসটিতে ভারতের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সুন্দর একটা আমেজ পাওয়া যায়। বইটির তর্জমা না করে পুনর্কথনের চেষ্টা করেছি।

প্রকাশক আরিফুর রহমান নাইমকে তার উদ্যমি চরিত্রের জন্য সাধুবাদ জানাই।

সৈয়দ হালিম

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

এক

কলেজ ক্যান্টিন থেকে সিগারেট কিনে ঘাড় ফেরাতেই ছোটবেলার বন্ধু মুরাদের সাথে দেখা। দেবেন উচ্ছ্বাস ধরে রাখতে না পেরে বলে ওঠে, 'মুরাদ তুমি ?' তার আঙুলের ফাঁক থেকে সিগারেট পড়ে যায়। মুরাদ জোরে হেসে ওঠে। তার পান খাওয়া লাল দাঁত বেরিয়ে পড়ে। সেই সাথে কেঁপে উঠে পাতলা গোঁফ। দেবেনের দু' কাঁধ শক্ত করে ধরে মুরাদ।

'আমাকে কিছুক্ষণের জন্য ছাড়তে হবে ভাই, আমার একটা ক্লাস আছে।' মুরাদ তাকে এমন শক্ত করে ধরে যেন তাকে সে ছাড়তে রাজি নয়।

তাকে কাছে টেনে নিয়ে মুরাদ বলে, 'ছাড়ো তোমার ক্লাস। আমি দিল্লি থেকে এতো দূরে তোমার সাথে দেখা করতে এলাম আর তুমি আমাকে আধ ঘণ্টা সময় দিতে পারছো না।'

'আজ সোমবার। সোমবারে ক্লাস কামাই করা ঠিক নয়।'

মুরাদ রেগে বলে, 'ওহ্! বন্ধুত্ব তাহলে শুধু রোববারের জন্য, তাই না ?'

তারা কথা বলতে বলতে হাঁটতে থাকে। মাঠের একপাশে টিনের চালা দেওয়া ক্যান্টিন আর অন্যপাশে কলেজ—যেখানে দেবেন মাস্টারি করে। সে আশেপাশে তাকিয়ে দেখতে পায় তার বেশ কিছু ছাত্র তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের শিক্ষকের পুরাতন বন্ধুর সাথে মিলিত হবার আনন্দ তারাও উপভোগ করছে।

'আমাকে আর একটা মাত্র ক্লাস নিতে দাও। তারপর আমি ছুটি নিয়ে বাড়ির দিকে যেতে পারবো।'

মুরাদ জোরে চেঁচিয়ে বলে, 'বাড়ি! বাড়ি যাবো কেন ? আজ আমরা দু'জনে এখানকার সবচে' ভালো হোটেলে লাঞ্চ করবো। আমি কষ্ট করে দিল্লি থেকে তোমার সাথে দেখা করতে আসতে পারি আর তুমি আমাকে হোটেলে একবেলা খাওয়াতে পারো না ?'

নিজের সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে দেবেন বলে, 'অবশ্যই-অবশ্যই। তার আগে নাও একটা সিগারেট খাও। আমি দু'টো কিনেছিলাম।' সে তার শার্টের পকেটে রাখা অন্য সিগারেটের জন্য হাত ঢোকায় এবং সেটা মুরাদের হাতে তুলে দেয়।

www.BanglaBook.org

'এখনো দু'টো করে সিগারেট কেন ? তুমি পারও ভাই।' মুরাদ সিগারেটটা দু'আঙুলের ফাঁকে ধরে দেবেনের জন্য অপেক্ষা করে কখন সে ম্যাচ বের করে সেটা ধরিয়ে দেবে। খোলা মাঠে অনেক জোরে বাতাস বইবার জন্য ম্যাচ জ্বালানো সম্ভব হয়ে ওঠে না। তারা সামনের দিকে হাঁটতে থাকে। মুরাদ বলে, 'মিরপুরের মতো একটা শহরের কলেজে তুমি একজন লেকচারার; তারপরও এক প্যাকেট সিগারেট কেনার মতো যোগ্যতা রাখো না! আসলে তুমি যেখানকার, সেখানেই রয়ে গেছো। কলেজে পড়ার সময় যেমন ছিলে আজও তেমনই আছো। ব্যাপারটা কি বলো তো ?'

দেবেন জোর দিয়ে বলে ওঠে, 'না না, সে কথা না। আমার স্ত্রী আমাকে পুরো প্যাকেট কিনতে নিষেধ করেন। বলেন—একটা করে কিনতে গেলে বিরক্ত হয়ে কম সিগারেট খাওয়া হবে। আসলে সব মহিলাই সমান। তারা তাদের স্বামীকে মদ আর সিগারেট পান করা থেকে যতোদূর সম্ভব বিরত রাখতে চেষ্টা করেন।

'তাহলে এখনো তুমি মদ পান করো ? শুনে খুব ভালো লাগলো।'—বলে মুরাদ তার কাঁধে থাপ্পড় দিলো। 'তবে তো দেখা যাচ্ছে আমি লাঞ্চের সাথে এক গ্লাস মদও পাবো।'

তার কথায় দেবেন বেশ অস্বস্তিবোধ করলো। যদিও তারা খোলা মাঠ পার হয়ে মেইন বিল্ডিং-এর দিকে যাচ্ছিলো তবুও সে ডান দিকে, বাঁ দিকে তাকিয়ে দেখলো, কেউ তাদের কথা শুনছে কিনা। তার কলিগ, স্টাফ, এমন কি প্রিন্সিপালও আশেপাশে থাকতে পারেন। সে কাঁধ ঝাঁকিয়ে মুরাদের হাত সরাবার চেষ্টা করে বললো, 'আমাকে এবার যেতে দাও ভাই, ক্লাসটা নেয়া আমার জরুরি।'

মুরাদ চেঁচিয়ে বললো, 'তোমার এই ক্লাস কি পুরানো বন্ধুর সাথে দীর্ঘদিন পর দেখা হবার চেয়েও বেশি মূল্যবান ? আসলে আমার এখানে আসাটাই উচিত হয়নি। কি করতে যে আমি গাধার মতো বাস ধরে এই প্রচণ্ড গরমে এত গরম এলাকায় মরতে আসলাম কে জানে। যে বন্ধুর কাছে এসেছিলাম সে-ই তো দেখা যাচ্ছে আমাকে পাত্তা দিচ্ছে না।'

মুরাদের কথায় তার খারাপ লাগলো। এ ধরনের কথা শুনে হওয়াটা ওর জন্য অন্যায় নয়; তবুও দেবেন তাকে কিছুক্ষণের জন্য হলেও উপেক্ষা করতে বাধ্য। কারণ আর কিছুই না—কর্তব্য। তাই সে মুরাদকে বলে, 'ভাই মুরাদ, তুমি কিছুক্ষণ ক্যান্টিনে বসে চা খেতে খেতে আমার জন্য অপেক্ষা কর। আমি ক্লাসটা শেষ করেই চলে আসবো।'—বলেই সে ভিড় দিয়ে বেশ কিছু ছাত্রকে পাশ কাটিয়ে উপরে উঠে গেলো।

সে সোজা তার ক্লাসরুমে ঢুকে ব্ল্যাকবোর্ডের পাশে দাঁড়িয়ে নিজেকে বাঁচালো। তার বিপদ উদ্ধার হয়েছে। সে ছাত্রদের দিকে পেছন ফিরে বোর্ডে কিছু

www.BanglaBook.org

লেখার কথা চিন্তা করলো। আবার ভাবলো, না লিখে বরং পড়াক। কোন কিছুই সে ঠিকমতো করতে পারলো না। মুরাদকে দেখার পর থেকে তার অস্বস্তি আর মনমরা লাগছে। এর তেমন কোন কারণ নেই। তারা দু'জন অনেকদিনের চেনা। স্কুলে তারা একই ক্লাসে পড়াশোনা করেছে। মুরাদ বড়লোক বাবার বখে যাওয়া ছেলে। সে রোজ অনেক টাকা নিয়ে স্কুলে আসতো। দেবেনকে সে সহজেই এই টাকার বিনিময়ে কিনে ফেলতে পারতো কিন্তু একজন বন্ধু হিসেবেই সে তাকে নিয়ে সিনেমা দেখতো, খাওয়াতো, সিগারেট দিতো। আজ সে যখন তার সাথে দেখা করতে এখানে এসেছে তখন সে তাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারছে না।

দেবেন ভাবে, তার এভাবে খবর না দিয়ে হুট করে কলেজ-আওয়ারে আসাটা উচিত হয়নি। একে তো তার ক্লাস নেয়াতে বাধা পড়ায় সে মনোযোগ দিয়ে ক্লাস নিতে পারছে না আবার যেহেতু ওকে নিয়ে বাইরে খেতে হবে, তার ফলে তার স্ত্রীও মনোক্ষুণ্ন হবেন। হোটেলে খাবার জন্য প্রচুর টাকাও খরচ করতে হবে। সে পকেটে হাত ঢোকায়, টাকা কতটা আছে বোঝার জন্য। কিছুদিন আগে বাসে পকেটমার হয়ে যাবার পর বেশি টাকা সে সাথে রাখে না। বাস ভাড়া, কয়েকটা সিগারেট কেনার টাকা বাদ দিলে অল্প কিছু টাকাই উদ্বৃত্ত থাকে। এখন আবার মাসের শেষ। আজই সকালে সরলাকে কেনাকাটার জন্য কিছু টাকাও দিতে হয়েছে তাকে। সে কিভাবে মুরাদকে আপ্যায়ন করবে সেটা ভেবে তার মাথা খারাপ হয়ে যায়। তার উপর আবার বড় বড় বোলচাল, 'সেই আগের মতো দু'টো সিগারেটের মানুষ রয়ে গেলে!' যত্তোসব!

লাঞ্চের টাকাটা মুরাদেরই দেয়া উচিত। সে তার কাশ্মিরি শাল ডিলার ধনী বাবার ছেলে। বাবার বাড়িতে থাকে বলে তার ভাড়া দিতে হয় না। তার বাবাই তাকে একটা পত্রিকা কিনে দিয়েছেন। সে বলে—এই পত্রিকা চালিয়ে সে বেশ ভালোই আছে। দেবেন তাকে বইয়ের সমালোচনা লিখে দিয়েছে; তার পরিবর্তে সে তাকে কোন টাকা দেয়নি। তার উপর দেবেনের কবিতাও সামনের সংখ্যায় বেরোবে। টাকাটা দিতে সে হয়তো ভুলে গেছিলো, এখন সেটা দিতে এসেছে হতে পারে।

দেবেনের মনে হলো, কি সব আজে-বাজে লিখে ভরে ফেলেছে ব্ল্যাকবোর্ড। সে ডাস্টার দিয়ে সে-সব মুছে ফেলে। পেছন ফিরে দেখে ক্লাসের ছেলেরা সমানে যে যার সাথে গল্পে মত্ত। তার মনে হলো, টাকা পাবার চিন্তা করাটা তার মোটেই উচিত হয়নি। যতোসব ছেলেমানুষি চিন্তা! এখন তার অনেক বয়স হয়েছে। জীবনে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে সে। কল্পনায় বিচরণ করা তার মানায় না।

'গাছের ডালের শেষ পাতাটি
ঝরে পড়লো শীতের দাপটে।'

www.BanglaBook.org

কবিতার লাইন দু'টো সে বিড়বিড় করে আওড়ালো। স্কুলে পড়ার সময় কবিতা আবৃত্তি করার দারুণ শখ ছিলো তার। তার স্কুল শিক্ষক বাবার কাছ থেকে সে এই অভ্যাসটি বংশানুক্রমে পেয়েছে।

ক্লাসের প্রথম দু'সারির ছাত্ররা তার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে আছে কিছু শোনার জন্য। সে তার ঘাড় ফিরিয়ে তাদের দিকে তাকায়। তারপর তাকায় খোলা দরজাগুলোর দিকে—সে পথে আছে স্বাধীনতা আর মুক্তির আনন্দ। বেশ ক'বছর সে ক্লাসে কিছু পড়ায় না। নিজের সাথে নিজে কথা বলে অথবা বাইরে দাঁড়ানো অদৃশ্য কোন লোকের সাথে কথা বলে ক্লাসের সময়টা কাটিয়ে দেয়। এটা করার পেছনে প্রধান কারণ ঃ তার দেয়া লেকচার হৃদয়গ্রাহী না হওয়ায় প্রতিদিন ছাত্ররা ক্লাস ছেড়ে বাইরে চলে যায়। সে তার শক্তি দিয়ে তাদের ক্লাসের মধ্যে ধরে রাখতে অক্ষম।

এবার সে তার লেকচার শুরু করে, 'গত ক্লাসে আমি তোমাদের সুমিত্রা নন্দন পান্তের কবিতা যতোদূর সম্ভব পড়তে বলেছিলাম।' গলা চড়িয়ে কথাগুলো বললো; কেননা বাইরে দাঁড়ানো কিছু অদৃশ্য ছাত্রও যেন সেটা শুনতে পায়। এবার তার গলাটা ভেঙে যায়। বলে, 'আমি আশা করি তোমরা সেগুলো পড়েছো।' এই কথাটা শেষ হবার পরই ক্লাস শেষ হয়ে যায়।

মদের গেলাসটা টেবিলে নামিয়ে দেবেন বললো, 'হাসবে না। এটা রাজধানী শহর নয়। ছোট একটা গ্রাম।'

মুরাদ ঠাট্টা করে বললো, 'আমরা তাহলে একটা গ্রাম্য মেলায় একত্রিত হয়েছি, তাইতো ? আমাকে সাবধান হতে হবে যাতে এরপর আর তোমার এই গ্রামে আসতে না হয়।'

দেবেন তাকে বাধা দিয়ে বলে, 'এই গাজরটা খেয়ে দেখো। খুবই মজা। আমাদের এখানে অন্ততপক্ষে টাটকা শাকসব্জি পেতে পারো।'

'কাঁচা গাজর! এসব গরু আর শুয়োরের খাবার।'—বলে সে বাধ্য হয়ে একটা গাজর মুখে দিয়ে জোরে শব্দ করে চিবোতে শুরু করে।

ভাগ্য ভালো যে, বাজারের ছোট রেস্টুরেন্টটা দুপুরে খেতে আসা লোকে ঠাঁসা ছিলো। তাছাড়া টিনের তৈরি বাসন-পেয়ালার শব্দের ফলে মুরাদের খাবার নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যভরা উক্তি আর খাবার চিবানোর শব্দ কেউ শুনতে পায়নি, তাই রক্ষা। কথাটা ঠিক যে, এটা খাবারের জন্য তেমন সুবিধাজনক রেস্টুরেন্ট নয়। বাসস্ট্যান্ড কাছে হওয়ায় বাস ড্রাইভার আর প্যাসেঞ্জাররা এখানে সস্তায় তাড়াহুড়ো করে কিছু খেয়ে নেয় কোনো মতে। এটা অবশ্যই দিল্লির নামকরা রেস্টুরেন্টগুলোর মতো নয়। আর সে কোয়ালিটি বা গেলর্ডের মতো বড় রেস্টুরেন্টে দু'জনের

www.BanglaBook.org

লাঞ্চের টাকাও দিতে পারবে না। রেস্টুরেন্ট দু'টো শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত আর খুব ব্যয়বহুল। তাছাড়া মুরাদের এটা জানাও দরকার যে, সে খুব একটা স্বাচ্ছন্দে নেই। তার টাকা পয়সার বেশ টানাটানি যাচ্ছে। আর তাই বাধ্য হয়ে পুরি আর আলুর দম দিয়েই দুপুরের খাবার চালিয়ে দিতে হচ্ছে।

তার দারিদ্র্যের এই প্রতিচ্ছবি দিয়ে সে মুরাদকে বোঝাতে চায় যে, লেকচারারদের কত অল্প মাইনায় চাকরি করতে হয়। আর আশ্চর্যের কথা যে, মুরাদ সেটা বুঝতে পেরে সমাজ ব্যবস্থাকে তিরস্কার করে বলেছে, 'এ দেশে কোন বুদ্ধিজীবী কি করে ভালো কিছু জাতিকে দেবে যখন জাতি তাদের সামান্য ভালোভাবে জীবন ধারণের কোন ব্যবস্থা করতে পারে না। পেটে খিদে নিয়ে কি ভালো কোন শিল্পের জন্ম দেওয়া সম্ভব ?'

দেবেন বার বার মাথা ঝাঁকিয়ে বন্ধুর এই বিবেচনাবোধকে স্বাগত জানিয়েছে। একজন স্বার্থপর বন্ধু এতো সহজে এ ধরনের সংবেদনশীল ব্যাপার উপলব্ধি করতে পারবে সেটা বেশ আশ্চর্যের ব্যাপার। গামলায় রাখা শেষ তরকারিটুকু নিতে নিতে মুরাদ তার উপলব্ধিটুকু ব্যক্ত করেছে।

'বন্ধু আমার, এখনতো তাহলে তুমি আমাদের মতো ছা-পোষা লেকচারারদের অবস্থা বুঝতে পারছো, আশাকরি। এভাবে বেঁচে থাকা খুবই কষ্টকর। আমি অন্য কোনো উপায়ে যদি জীবিকা অর্জন করতে পারতাম তাহলে এই লাইন ছেড়ে দিতাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তেমন কিছু হাতের কাছে পাচ্ছি না।'

কথাগুলো শেষ করার পর দেবেনের মাথায় একটা বুদ্ধি আসলো এবং সে সাহস করে একটা কথা বলে ফেললো, 'এরপরও ধরো, আমরা মোটামুটি বাঁচতে পারতাম যদি আমাদের লেখালেখি বা সমালোচনা ইত্যাদির সম্মানীটুকু নিয়মিত পেতাম।' কথাটা দেবেনের কোনদিনও বলা হতো না যদি না হোটেলের বিল দেবার পর আগামী সারা সপ্তাহের জন্য তার পকেট শূন্য হয়ে পড়তো।

এখন কিন্তু মুরাদ কথাটা ঠিকমতো শুনলো না। সে আঙুল দিয়ে মুখের ভেতর আটকে থাকা খাদ্যকণা বের করতে ব্যস্ত থাকলো, পরে সেটা বের করে থালার পাশে রাখলো। সে কি দেবেনের কথাগুলো আদৌ শুনতে পেরেছে ? এবার সে এমন করে দেবেনের দিকে তাকালো যেন দেবেন পরির ভেতর ইচ্ছে করে কাঁকর রেখে তাকে জব্দ করেছে।

সে বললো, 'আর একটু হলে সোনা দিয়ে বাঁধানো দাঁতটা ভেঙে যেতো।' তারপরই সে বলা শুরু করে, 'মানুষ মনে করে পত্রিকা বের করা খুব সোজা। এতে কি পরিমাণ খরচ হয় সেটা বেশিরভাগ লোকই জানে না। প্রত্যেক মাসেই কোন না কোন অসুবিধা লেগেই থাকে—প্রেস ম্যাটার ছাপাতে রাজি হয় না, কারণ আগের বিল দেওয়া হয়নি। আবার ওদিকে পরিবেশকরা আগের মাসের বিলের টাকা দিতে অপারগতার কথা ব্যক্ত করে। এর পরেও রয়েছে টেলিফোন

www.BanglaBook.org

বিল, ডাক খরচ ইত্যাদি বিভিন্ন খরচপত্র। এর কতটুকুই বা তুমি জানতে পারো ?' সে কথাগুলোর মাধ্যমে দেবেনকে একধরনের চ্যালেঞ্জ করে। 'তারপরও রয়েছে দুশ্চিন্তা—দুশ্চিন্তা আর দুশ্চিন্তা। পত্রিকার পাঠক কোথায় ? কে গ্রাহক হবে পত্রিকার ? এখন কি কেউ উর্দু পড়ে ?'

'কিন্তু বন্ধু, তবুও তোমার পত্রিকাটিকে যে করেই হোক বাঁচিয়ে রাখতে হবে। অন্ততপক্ষে তাদের জন্য যারা এখনো উর্দু পড়তে ভালোবাসে।'—বললো দেবেন।

মুরাদ গলা খ্যাকারি দিয়ে বললো, 'সে চেষ্টাই আমি করছি। এখন আমি উর্দু কবিতার উপর একটা বিশেষ সংখ্যা বের করার চেষ্টা করছি। কাউকে না কাউকে উর্দু সাহিত্যের স্বর্ণোজ্জ্বল ঐতিহ্যের রক্ষা করতেই হবে। যদি আমরা এটা না করি তা হলে হিন্দির মতো নিরামিষভোজী ভাষা উর্দুকে গ্রাস করে ফেলবে।'—কথাগুলো সে দেবেনের দিকে এমনভাবে ছুঁড়ে মারলো যেটা তাকে খুবই সংকুচিত আর দোষী মনে করতে বাধ্য করলো; কেননা দেবেন হিন্দি সাহিত্যে পড়াশোনা করার ফলেই আজ এখানকার কলেজে প্রভাষকের চাকরি পেয়েছে। সে আরো বললো, 'বারিশ ভাষা একটা, যে ভাষায় নাকি চাষিরা কথা বলে। ভাষাটার উৎপত্তি হয়েছে গাজর আর আলুর ভেতর থেকে।' খালি প্লেটটা সরিয়ে সে বললো, 'হিন্দি আজ তাই কাঁচা আনাজের মতোই হুহু করে ছড়িয়ে পড়ছে। ওদিকে উর্দুর দিকটা ভেবে দেখো—ওটা ছিলো রাজ দরবারের ভাষা। এখন এটা শহরের আনাচে-কানাচে বস্তিগুলোতে কিছু কিছু ব্যবহার হয়ে থাকে। কোন ভালো পরিবেশে এ ভাষা ব্যবহৃত হবার সুযোগ নেই। না আছেন কোন বাদশা বা নবাব—যাঁরা একে রক্ষা করবেন। আছে কে ? না আমি—একজন গরীব মানুষ, যে একটা পত্রিকার মাধ্যমে এ ভাষাটাকে বাঁচিয়ে রাখার প্রাণান্ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এবার ভেবে দেখ, কি অসাধ্য সাধনের চেষ্টা আমি করছি!'—কথাগুলো শেষ করে সে দেবেনের দিকে এক আগুনঝরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো আর সেই সাথে ম্যাচের কাঠির একটা টুকরো মুখ থেকে ছুঁড়ে মারলো তার দিকে।

দেবেন বললো, 'আমি সবই বুঝি দোস্ত। আমার ইচ্ছাও করে তোমার কাজে তোমাকে সাহায্য করতে। কিন্তু আমি চাকরিটা ছাড়তে পারি না, কেননা এখন আর আমি একা নই, আমি বিবাহিত। তাছাড়া সরলা এখন মা হতে চলেছে, সেটা কি তুমি জানো ... ?'

'আমি কি করে জানবো,'—বললো মুরাদ। 'আমি কি তার মা হতে চলার জন্য দায়ী ?' সে ক্রুরের হাসি হাসলো।

দেবেন তার কথায় কান না দিয়ে তার প্রতি তার সহানুভূতি ব্যক্ত করতে থাকলো। 'উর্দুতে লিখে আমি একার পেট-ই চালাতে পারবো না। সরলা আর বাচ্চা তো অনেক দুরের কথা। এখন উর্দুতে লেখাটাকে শখ হিসেবে রাখতে হচ্ছে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মুরাদ ঠাট্টা করে বলে, 'শুধুই শখ ? শখের বশে কি তুমি একটা ভাষাকে টিকিয়ে রাখতে পারবে বলে মনে কর ? এর চেয়ে কি বড় কিছু করার নেই তোমার ? ধরো আমার মতো, আমি যেমন আমার সারাজীবনের সাধনার মতো করে এটাকে ধরে রেখেছি।'

দেবেন দু'হাত উপরে তুলে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে হার স্বীকার করে নেয় মুরাদের কাছে।

মুরাদ এবার চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'বলো তাহলে, আমার এই বিশেষ সংখ্যার জন্য বিশেষ কি লেখা পাঠাচ্ছো ?'

দেবেন তার দু'হাঁটুর উপর হাত রেখে চিন্তা করতে থাকে—কোন ধরনের লেখা লিখবে ? দেবেনের জন্ম ছোট একটা শহরে। সেখানে প্রথম যে ভাষায় সে কথা বলেছে সেটা উর্দু। আর এই উর্দুই হচ্ছে তার প্রথম ভালোবাসা। সেই ভাষার পৃষ্ঠপোষকতার জন্য তাকে কিছু একটা লিখতে হবে। লেখাটা আবার চাচ্ছে এক সম্পাদক। উর্দু ভাষার নামকরা একটা পত্রিকার সম্পাদক। কথাটা অবশ্য মুরাদই তাকে বলেছে আর সেও সেটা বিশ্বাস করেছে।

'তুমি আমার কবিতা ছাপাবে ? আমি যদি তোমাকে সেগুলো পাঠাই। কয়েকটা কবিতা রয়েছে আমার।'

'তোমার কবিতা কে পড়বে ?' মুরাদ বলে। 'এমনই আমার কাছে প্রচুর কবিতা জমা হয়ে আছে। তার উপর যখনই বিশেষ কবিতা সংখ্যার বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে সঙ্গে সঙ্গে ভুরি ভুরি কবিতা আসতে শুরু করবে—কবিতা-কবিতা আর কবিতা। সবাই কবিতা লেখার জন্য পাগল।'—কথাটা শেষ করে সে দু'হাতে নিজের চুল ছেঁড়ার ভান করে। 'হাজার হাজার সব কবিতা থেকে শুধু শ্রেষ্ঠ কিছু কবিতা বাছতে হবে আমাকে। যেমন—কিরাক, ফাইজ, রাফি, নূর...।'

'নূর ? তিনি কি তোমাকে তাঁর কবিতা পাঠিয়েছেন ?'

মুরাদ শ্রাগ করে বলে, 'বেচারি! তিনি খুব বৃদ্ধ আর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁকে জানিয়েছি আমি শুধু নতুন লেখা ছাপাতে চাই। অনেক আগের প্রকাশিত কোন লেখা নতুন করে ছাপার ইচ্ছে আমার নেই। তিনি নতুন কিছু লেখেননি। তাঁর জীবন প্রায় শেষ।'

দেবেন জোর দিয়ে বলে, 'কিন্তু নূরের কোন লেখা ছাড়া পত্রিকা বের করলে তা সম্পূর্ণ হবে না। নতুন পুরাতন কোন ব্যাপার নয়। তাঁর লেখা অবশ্যই তোমাকে ছাপাতে হবে।'

'নূরকে অবশ্যই আমরা রাখবো। তিনি জ্যোতিষ্কের মতো থাকবেন আমাদের বিশেষ সংখ্যায়। চারদিকে আলো ছড়াবেন। তাঁর লেখা কোথায় না ছড়িয়ে আছে বলো ? ইরান, ইরাক, মালয়েশিয়া, রাশিয়া, সুইডেন। তুমি কি জানো, আমরা তাঁর নাম নোবেল প্রাইজ কমিটির কাছে এ বছর আবারও পাঠিয়েছি '?

www.BanglaBook.org

দেবেন ঘাড় নাড়ে। প্রতি বছরই তাঁর নাম পাঠানো হয়ে থাকে। সে নিজেও বিশ্বাস করে একদিন স্টকহোম থেকে সাড়া আসবে। তখন ভারতের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে হৈ চৈ পড়ে যাবে। সে এখনই একটা কাঁপন অনুভব করে তার পায়ে। মুরাদাবাদের দু'টোর বাস যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে হর্ন দিতে থাকে। 'তাহলে তুমি পুরোনো কিছু লেখাও ছাপাচ্ছো ? যেমন—বিস্ময়কর গোলাপ কিম্বা শীতকাল ?' বলেই কবিতাগুলোর কয়েক ছত্র সে আবৃত্তি করতে শুরু করে। এসব কবিতাগুলোতে রয়েছে অসাধারণ ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ, যা সে অন্য কারও লেখায় পায়নি।

মুরাদ তার আবৃত্তি বন্ধ করিয়ে দিয়ে কানের কাছে মুখ এনে বললো, 'না দেবেন, আমি পুরোনো পচা কোন লেখা আমার পত্রিকায় ছাপাবো না। আমাকে ভালো লেখা জোগাড় করতে যদি দু'-তিন-চার মাসও অপেক্ষা করতে হয়—করবো। তবুও আমার পছন্দের লেখা আগে যোগাড় করবো তারপর ছাপবো। আমি নূরের উপর একটা লেখা ছাপতে চাই। তিনি এখন মৃত্যুপথযাত্রী। আমি দেশবাসীকে বোঝাতে চাই—তিনি কত বড় ধরনের জ্যোতিষ্ক ছিলেন আর কিভাবে অন্ধকারে আলো ছড়িয়ে গেছেন। আমি চাই এই লেখাটা তুমি তৈরি কর।'

'আমি!' বলেই দেবেন এমন একটা চিন্তায় বিভোর হয়ে পড়ে যে, আশ-পাশের কোলাহল, খালি বাসন, এমনকি মুরাদের মুখ থেকে বেরোনো দুর্গন্ধ যা তার মুখের উপর পড়ছে—সব কিছু ভুলে যায়। এখন সে যা দেখতে পাচ্ছে সেটা একটা জ্যোতিষ্ক। কিছুটা ঝিমিয়ে পড়া হলেও কি হবে অন্ধকারে পাখির গতিতে আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে।

মুরাদ বলে, 'তুমি গিয়ে নূরের সাথে দেখা কর। তাঁর লেখার সাথে তোমার বেশ ভালো পরিচয় আছে। তাছাড়া আমি যতদুর জানি, তুমি ওনাকে নিয়ে একটা বইও লিখেছিলে—তাই না ?'

'হ্যাঁ, একটা প্রতিবেদন লিখেছিলাম একবার। তুমি কি সেটা ছাপাতে চাও ?' দেবেন রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করে তাকে। সে জানে আকাশে ধূমকেতু দেখা দিলে নানান অবাস্তব ঘটনা ঘটতে থাকে। সে ভাবে—আসলে নূর কোন ধূমকেতু নন। মুরাদ হচ্ছে ধূমকেতু। যে দিল্লি থেকে এসেছে তাকে আলোর সন্ধান দিতে। আসলে সে যে কোন কিছুই বিশ্বাস করার জন্য প্রস্তুত।

মুরাদ বলে, 'না, আমি সেটা ছাপাবো না। আমি ওসব ছেপে পথে বসতে চাই না। আমি পত্রিকা বের করতে চাই। আর সেটাই আমি বোঝাতে চাচ্ছি, বোকা কোথাকার! চুপ করে শোন। বিষয়টা খুবই কঠিন। আমি চাই, তুমি চাঁদনিচকে তার বাড়িতে যাও—'

'কিন্তু তিনি তো কোন দর্শনার্থী পছন্দ করেন না বলে জানি।'—দেবেন উত্তর দিলো। ধূমকেতু কিন্তু একটা ভীতিপ্রদ বিষয়। তার সেটা মনে হলো। আরও মনে

www.BanglaBook.org

হলো এটা অশুভ বার্তা বহন করছে—সৌভাগ্যের নয়। কেন তার এটা মনে হলো বুঝতে পারে না। তবে সে বেশ ভীত হয়ে পড়লো।

'এখন বলো, তুমি কি আমার জন্য প্রতিবেদনটা তৈরি করে দেবে, নাকি না?' বললো মুরাদ।

'আমি অবশ্যই করবো, দোস্ত।' তাকে বেশ উত্তেজিত মনে হলো। বার বার ঘাড় নাড়লো। নিজের দু'হাতের নখ দেখলো। প্রতিটি নখের মাথায় কালো ময়লা জমেছে।

'তাহলে যা বললাম, সেটা কর। তাঁকে খুঁজে বের কর। তার কাছে যাও আর তাঁর সাক্ষৎকার গ্রহণ কর। উর্দু নিয়ে তাঁর সাথে আলোচনা কর। নতুন কোন লেখা আছে কিনা জিজ্ঞেস কর। অবশ্যই কিছু থাকবে। আমি সেটা চাই। বিশেষ সংখ্যার জন্য আমার নতুন লেখা দরকার, বুঝতে পেরেছো?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দুই

বাসটা মিরপুর ছেড়ে রওয়ানা হলো। দেবেনের মনে হলো—মানুষ কত সহজে ফাঁদে পা দিয়ে বিপদের জালে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। সারা পৃথিবী তার জন্য উন্মুক্ত থাকলেও নিজেকে সে ওই ফাঁদ থেকে রক্ষা করতে পারে না।

মিরপুর এলাকাটার যদিও তেমন কোন ঐতিহাসিক পরিচয় নেই; তবুও জায়গাটা যে আছে, সেটাই তো একটা ইতিহাস। এর ভাঙাচোরা রাস্তা দিয়ে বাস চলতে থাকে হেলে দুলে। এই রাস্তাঘাট প্রতিবছরই একবার পাথর আর পিচ দিয়ে মেরামত করা হয়ে থাকে কিন্তু বর্ষা আসলেই রাস্তা নষ্ট হয়ে যায়। যদিও এ বর্ষা কাল তেমন কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না এলাকাবাসীর মনে। কারণ মিরপুরের বেশিরভাগ মানুষ ব্যবসা করে। চাষাবাদ এখানে খুব একটা হয় না। আর সেই জন্য মাটি আর স্বদেশ নিয়ে এখানে মাতামাতিটা তেমন নয়।

ইতিহাস তার চিহ্ন দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখলেও মিরপুরে তেমন কোন চিহ্ন নেই। তেমন কোন নিদর্শন থাকলেও মনে হয় কোন আমল দেওয়া হতো না। কারণ ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের পর এক নবাব নাকি ইংরেজদের রোষানল থেকে বাঁচার জন্য এই মিরপুরে এসে ঘাঁটি গেড়েছিলেন। তিনি এখানে গোলাপী মারবেল পাথর দিকে ছোট একটা মসজিদ বানিয়েছিলেন। বিপদে থাকা সত্ত্বেও মহান আল্লাহকে মনে করার জন্য তাঁর এই কীর্তি এলাকাবাসী শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে তো না-ই বরং এটা এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। এর চারপাশে গড়ে উঠেছে বস্তি, দোকান, ব্যানার-সাইনবোর্ড তৈরির দোকান ইত্যাদি তো সেখানে আছেই তারপরেও অযত্নে থাকায় মসজিদের চারপাশে গাছপালা উঠে প্রায় ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছে সেটি। এখনও এখানে এলাকার মুসলমানরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে, আজান দেয়। তবে কেউ এর ঐতিহাসিক মর্যাদা বা গুণাবলী নিয়ে চিন্তা করে না, বা কে এই মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, কেন করেছিলেন—সেটাও নতুন প্রজন্মের কেউ জানে বলে মনে হয় না।

ঠিক এরকমভাবে মিরপুরে অনেক মন্দিরও দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু কাউকে জিজ্ঞেস করলে বলতে পারবে না এগুলো কে তৈরি করেছিলেন বা কেন তৈরি করা

www.BanglaBook.org

হয়েছিলো। এখানে গোলাপী-সাদা রং মেশানো একটা বড় মন্দির রয়েছে। এর ভেতরে নতুনভাবে রং দেওয়া মূর্তি আছে একটা। এমন্দিরটি বেশ পরিপাটি আর উজ্জ্বল আলো দিয়ে সাজানো। এই মন্দিরটি দেখে কেউ যদি কাউকে জিজ্ঞেস করে, কখন এটা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ? তবে হয়তো উত্তর পাওয়া যাবে—পাঁচ শ' বছর আগে। কিন্তু এটা বিশ্বাসযোগ্য ব্যাপার হতে পারে না। আবার যদি কেউ এটা চিন্তা করে যে, এই জায়গাটাতে আরাধনার ব্যবস্থা ছিলো। তাহলে বিশ্বাস না করেও উপায় নেই। মসজিদের মতো মন্দিরটারও একই অবস্থা হয়—ফাটল ধরে, চারদিকে গাছ-পালা গজায়, পলস্তরা ভেঙে পড়ে। আবার সেগুলো সারানো হয়। সবকিছুর পরও এর আসল যে পটা সেটা অটুট থাকে। আশ-পাশের পূজারীদের থাকার ঘরগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। বিশাল বটগাছটা দেখলে তো অবিশ্বাস করার জো নেই যে, মন্দিরটি সেলেও পুরাতন। সবকিছু ঠিক আছে, সময়টাও বিশ্বাস করার মতো কিন্তু তবুও কেউ এই মন্দিরের ঐতিহাসিক বর্ণনা দিতে পারে না। আসল ব্যাপারটা হলো—এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। কোন কিছুর ঐতিহাসিক পরিচয় যে খুব প্রয়োজন সেটা তারা মনে করে না।

শহরটার পাশে কোন নদী নেই। একটা জলাধার আছে, যেখানে গিয়ে মানুষ গোসল করে আর ব্যবহারের জন্য সেখান থেকে পানি আনে। কিন্তু কোন পানি দেখা যায় না। বড় বড় পাথরের চাঁই দিয়ে এর খটা আটকানো—আর গভীর থাকার জন্য পানি দেখতে পাওয়া যায় না। এলাকাটাকে মোটামুটি মরুভূমির মতোই মনে হয়। কিছুদিন আগে কৃষি কলেজে পানি সরবরাহের জন্য একটা খাল কাটা হয়েছিলো কিন্তু সেই খালটাও কারো চোখে পড়ে না; কারণ সেটা বিভিন্ন বাড়ির দেয়ালের পেছনের দিকটায় পড়েছে। শহরের কিছু লোক এই খাল সম্বন্ধে জানেন। এই শহরের মানুষের জীবনযাত্রা বাজারকেন্দ্রিক। রোজ সকাল-সন্ধ্যায় বেশিরভাগ লোক বাজারে মিলিত হয়। দেখাসাক্ষাৎ, কথাবার্তা হয় সেখানেই।

স্বাভাবিকভাবেই মসজিদের আশেপাশে গড়ে উঠেছে মুসলমানদের বসবাস। তাছাড়া সমস্তটাতে থাকে হিন্দুরা কিন্তু সহজে এটা কারও বোঝার উপায় নেই; কেননা মসজিদের আশেপাশে শুয়োর ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় আবার মন্দিরের পাশে গরু জবাই দেওয়া হয়। বছরে একদিন এখানকার পুলিশ খুব সজাগ থাকে তখন তাদের দায়িত্ব অনেকগুণ বেড়ে যায়। দিনটা হলো মহররমের। সেদিন মুসলমানরা তাজিয়া নিয়ে শহর প্রদক্ষিণ করে। পুলিশ হাতে ডাণ্ডা নিয়ে ব্যস্ত থাকে যাতে তাজিয়া মিছিল মন্দিরের পাশ দিয়ে না যেতে পারে। তারা আরও একটা জিনিসের দিকে খেয়াল রাখে সেটা হলো : ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া গরু। যাতে করে কেউ সেগুলো জবাই করে খেতে না পারে। এই বিশেষ দিনটিতে হিন্দুরা আবার হোলি খেলে। তারা একজন অপরের গায়ে পিচকারি দিয়ে

www.BanglaBook.org

বিভিন্ন রং ঢালে। আবির ছড়ায়। পুলিশদের লক্ষ্য রাখতে হয় এ ধরনের রং খেলারত কেউ যেন মিছিলের পাশে না আসতে পারে। এতো সাবধানতার পরও দু'দল প্রায়ই মুখোমুখি হয়ে পড়ে। আর এই মুখোমুখি হওয়া মানেই ছুরি চলা, লাঠি পেটা হওয়া, রক্ত ঝরা। উত্তেজনা চরমে পৌঁছায়। পরের দিন হিন্দি-উর্দু পত্রিকাগুলোতে নানা খবর ছাপানো হয়। ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে লেখা হয় বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকীয়তে। এসব কিছুই পরের দিন সন্ধ্যে পার হবার সাথে সাথে কোথায় তলিয়ে যায়। মানুষ তখন জীবিকা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। হিন্দুরা তাদের নিজস্ব এলাকায় শুয়োর জবাই করে আর মুসলমানরাও গরুর বদলে মোষ জবাই করে নিজেদের এলাকায়। ভাবে, গরু জবাই করা মানে নিজেদের মৃত্যু নিজেরাই ডেকে আনা। শহরে কিছু খ্রিস্টান বাস করে। তারা শুয়োর আর মোষ দু'ধরনের মাংসই খায়। শহরের শেষ প্রান্তে নিম গাছের ছায়ায় তাদের ছোট একটা গির্জা আছে আর সেই সাথে আছে একটা গোরস্থান। প্রতি রোববার সেখানে তারা প্রার্থনার জন্য জমায়েত হয়।

এই শহরের আসল কেন্দ্র তাহলে কোনটা? বাজার না পার্ক? যেখানে পাকা বেঞ্চ দিয়ে ঘেরা পানিশূন্য ফোয়ারা রয়েছে একটা। শহরটাতে কোন নদী বা পাহাড় না থাকায় কেমন যেন বেখাপ্পা মনে হয়। সারা মিরপুর শহরটা পানিশূন্যতায় ভুগছে বলে মনে হয়। ভাঙাচোরা দেয়ালের গায়ে কোন লতাপাতা দেখা পাওয়ার জো নেই। সেখানে আছে ভাঙা টিন আর কাগজের ঠোঙা।

তেমন কোন গাছপালা না থাকলেও বেশ কিছু নিমগাছ আছে আর আছে অনেকগুলো বাংলো। সাব-ডিভিশন অফিস, পুলিশের অফিস, গণপূর্ত অফিস ও কলেজ আছে একটা যাতে দেবেন নিজেই চাকরি করে। আর আছে কয়েকটা স্কুল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বিখ্যাত ব্যক্তিদের নামে উৎসর্গিত; যেমন—লালা রামলাল, মহাত্মাগান্ধী, স্বামী দয়ানন্দ, এ্যানি বেসান্ত। এ্যানি বেসান্ত ছাড়া এসব বিখ্যাত লোকদের কেউ-ই কোনদিন মিরপুরে আসেননি। মিরপুর জায়গাটি একটু আড়ালে পড়লেও পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। দেবেন অন্ততঃ সেটা মনে করে। এখানে আছে একটা রেলওয়ে স্টেশন আর বাসস্ট্যান্ড। লোক আসে যায়। কেউ হয়তো এসব যানবাহন থেকে নেমে একটু জিরিয়ে নেয় আবার কেউ জানালা দিয়ে শুধু তাকিয়ে দেখে। দিল্লি যাবার এটাই পথ। তাই লোকের সমাগম হয় এখানে। খাবার তেমন কিছু না থাকলেও এখানকার লাড্ডু বেশ বিখ্যাত। আসলে মিরপুর শহরটা একটা চলার উপর শহর, যেখানে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলছে আসা-যাওয়া।

মিরপুর এলাকায় একটি কাঠিন্য আছে আর সেই সাথে আছে একটা রুক্ষতা—এ দু'টো মিলে কেমন যেন একটা ফাঁদ পেতে রেখেছে। কিন্তু তারপরও

www.BanglaBook.org

এলাকাটাকে সহজেই পিছু ফেলে রাখা কোন কষ্টকর ব্যাপার নয়—এটা দেবেনের একটা ব্যক্তিগত চিন্তা।

বাসে চড়ে বসার পরপরই সেটা একটু নচে চড়ে ছেড়ে দিলো। কাঁচা তরকারির বাজার পার হয়ে সেটা রেলওয়ে ক্রসিং-এ উঠলো। বেশ কয়েকটা ঝাঁকি খেলো লাইন পার হতে গিয়ে। তারপর সোজা চলতে শুরু করলো। রাস্তায় বেশ কয়েকটা আঁখ ঠাসা গরুর গাড়ি আর অনেকগুলো সাইকেল পার হলো আর সাইড দিলো বাসটি। বেশিরভাগ সাইকেল আরোহী দুধের পাত্র বহন করছে। তার মধ্যে আবার বেশ ক'জন সেই সাথে কেরিয়ারে বসিয়ে বহন করছে তাদের বৃদ্ধা মাকে। গাড়ি এবার লালা রামলাল কলেজের হলুদ রং দেওয়া দেয়ালের পাশে দিয়ে চলতে লাগলো। এর পরপরই সেটা পার হলো স্বামী দয়ানন্দ কৃষি ও পশু কলেজ। কলেজে মনে হলো কোন মানুষ থাকে না। তবে আশ্চর্য সুন্দর সবুজ ও বিশাল শস্য ক্ষেত্র দেখা গেলো। কলেজের কাঁটাতারের বেড়ায় বাগানবিলাস ফুলের লতায় ভর্তি। বেশ কিছু কুঁড়ে ঘরের বাইরে স্তূপ হয়ে আছে গোবর আর ঘরগুলোতে রয়েছে গৃহপালিত পশু। এই কলেজ পেরুবার পরপরই শুরু হলো গ্রাম।

মিরপুর থেকে দিল্লির দূরত্ব বেশি না থাকার কারণে এ দুই শহরের মাঝখানের গ্রামগুলোতে ধূ-ধূ মাঠ বা ফসলের ক্ষেত চোখে পড়ে না। রাজধানীর পাশের গ্রাম বলে দু'দিকে গড়ে উঠেছে শ'য়ে শ'য়ে কারখানা, আঁখ মাড়াইয়ের কল, মটরগাড়ি সারানোর গ্যারেজ, ইটের ভাটি ইত্যাদি নানা কলকারখানা। চারদিকে কালো ধোঁয়া। আর যে দোকানটি কিছুক্ষণ পর পর চোখে পড়বে সেটা চায়ের দোকান। হাইওয়েতে কিছুদূর পরপর আছে বাস স্টপেজ আর সেই সব স্টপেজে আছে চায়ের দোকান।

দেবেনের চোখে গ্রামের সৌন্দর্য তেমনভাবে আটকে নেই। শুধু তার মনে আছে কলেজে পড়ার সময় তারা কয়েক বন্ধু পিকনিক করার জন্য একবার একটা গ্রামে গেছিলো। তারা বেশ কয়েক বন্ধু মিলে সাইকেল নিয়ে গেছিলো গ্রামে। সেখানে তারা চাষীদের কাছ থেকে আঁখ কিনে একটা ভাঙা বাড়ির দাওয়ায় বসে আঁখ চিবিয়েছিলো আর নতুন মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির গান গেয়েছিলো। এখন আর সেই গ্রামের দৃশ্য দেখা যায় না যেগুলো কবিতায় তারা পড়েছে।

ডিগ্রীপ্রাপ্ত হবার পর দেবেন বিয়ে করে এবং এই মিরপুরে কলেজে চাকরি নিয়ে চলে আসে। এখন এই মিরপুর থেকে দিল্লি তার মনে হয় দুর্গম এক মরুভূমির পথ। সেখানে তার বন্ধু-বান্ধবের যে সুন্দর একটা পরিবেশ ছিলো এখন

www.BanglaBook.org

আর নেই—নেই সেই টান আর সুযোগ। ছাত্রবস্থার সেই পরিবেশ দেখলে মনে হয় সেটা হয়ে গেছে পরিত্যক্ত এলাকা। সেখানে গেলে দম বন্ধ হয়ে আসে। মনে হয় যেন জেলখানার ভেতরে বন্দি হয়ে আছে।

বাসের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বিভিন্ন সব চিন্তার মধ্যে এতক্ষণ ডুবে ছিলো দেবেন। এখন ভেতর দিকে তাকিয়ে তার সবুজ রংয়ের নাইলন শার্টের দিকে নজর পড়লো। শার্টটা তার স্ত্রী হালদওয়ানি থেকে তার জন্য নিয়ে এসেছে। গতবার সে তার বাবার বাড়ি বেড়াতে গেছিলো। তার বাবা-মা তাদের জামাই বাবাজির জন্য এটা উপহার দিয়েছেন—যেন জামাই খুশি হয় আর তাদের মেয়েকে সুখে-শান্তিতে রাখে। তারা কিভেবে এমন বিদঘুটে রং-এর শার্ট তার জন্য পছন্দ করলেন সেটা সে বুঝতে পারে না। তার উপর বোতামগুলোর শার্টের সাথে কোন মিল নেই। সাইজে তার শরীরের প্রায় দেড়গুণ বড়। এমন সস্তা ধরনের শার্ট জামাইয়ের জন্য পছন্দ করা তাঁদের মোটেই উচিত হয়নি। তাঁরা কি তাঁদের জামাইকে এরচে' বেশি উপযুক্ত মনে করেননি ? সরলা শার্টটিকে জুতোর বাক্সে ভরে রেখেছিলো। আজ সকালে সে তাকে শার্টটা বের করে দিতে বলে। দিল্লি যাবার পথে এটা পরে যেতে চায় সে।

সরলা শার্টটা বিছানার উপর রাখলে, সে সেটা গায়ে চাপিয়ে বোতাম লাগাতে শুরু করে, আর জানালা দিয়ে বাইরের নিম গাছের দিকে তাকিয়ে ভাবে, আজ সে সত্যিই দিল্লির পথে রওয়ানা হচ্ছে। সেখানে সে তার প্রিয় কবির সাথে দেখা করবে। তাঁর সাথে কথা বলবে। তার জীবনে এটা বিশাল একটা সুযোগ।

তার পাশে বসা পাগড়ি পরা লোকটি উত্তেজনায় তার বার বার কেঁপে ওঠা পা লক্ষ্য করলো। হাতের ঠোঙা বাড়িয়ে তাকে চিনাবাদাম খেতে অনুরোধ করলো এবং সেই সাথে জিজ্ঞেস করলো, 'দিল্লি যাচ্ছেন ?'

দেবেন বাদাম নিতে অস্বীকার করলেও দিল্লি যাবার কথা স্বীকার করলো; কারণ বাসটা যাবে দিল্লিতেই আর সেখানে যাত্রিদের নামিয়ে নতুন যাত্রি নিয়ে ফিরে আসবে মিরপুর।

'আমিও সেখানে যাচ্ছি।'—গর্বের সাথে বললো পাশের লোকটি। সে তার পা দু'টো একটু ফাঁক করে বসে বললো, 'আজ আমার ভাগ্নের প্রথম জন্মদিন। তার মা বললো—আসো। তোমার অবশ্যই আসা উচিত। এটা প্রথম জন্মদিন। আমি তাই আজ আমার দোকান বন্ধ রেখে রওয়ানা দিয়েছি। একদিনের লাভ ভেস্তে গেলো। ভেবে দেখুন, আমরা কি ধরনের মানুষ।' কথাটা বলেই সে তার বুক পকেটে হাত দিয়ে বললো, 'যখনই মগজ আর মনের মধ্যে পছন্দের কথা ওঠে তখন আমরা মনকে বেশি দাম দেই। আসলে আমাদের মগজ অনেক কম।' সে কড়কড় করে বাদামের খোসা ভাঙলো দাঁত দিয়ে। ভেতর থেকে বাদাম বের করলো।

www.BanglaBook.org

লোকটা তার ব্যবসার পুরো বিবরণ দেওয়া শুরু করেছিলো কিন্তু ড্রাইভার হঠাৎ ব্রেক করে গাড়ি থামালো। একটা কুকুর চাকার তলায় পড়ে গেছে। কুকুরটা দৌড় দিয়ে রাস্তা পার হতে গেছিলো। কুকুরের মালিক ড্রাইভারকে বকাবকি করছে আর কাঁদছে।

দেবেন এই ঘটনা দেখে আবারো জোরে কেঁপে উঠলো। তার সেই নাইলনের শার্টটা খসখস করে উঠলো। মনে হলো সরলা যেন তার সাথে ঠাট্টা করছে। তার ভয়, ঘৃণা আর মরিয়া হয়ে ওঠা, ব্যথা পাওয়ার অনুভূতি—সব কিছু মিলেমিশে একাকার হয়ে বিরক্তিতে পরিণত হলো। দিল্লিতে ভ্রমণের এই দুঃখজনক অনুভূতিটা তাকে বেশ পীড়া দিলো। একজন বিশাল ব্যক্তিত্বের সাথে সে দেখা করতে যাচ্ছে কিন্তু তার মনটা বিভিন্ন কারণে কেন যেন তেতো হয়ে গেলো।

সে তার বর্তমান পরিস্থিতির সাথে মানসিক ভারসাম্য রক্ষা করতে পারলো না। সবকিছু মিলেমিশে কেমন যেন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। কুকুরের মৃত্যু, বাসের ধাক্কা খেয়ে থেমে যাওয়া, বাদাম চেবানো সহযাত্রী, সরলার দেওয়া ছোট বাক্স ভরা দুপুরের খাবার (যেটা সে খবর কাগজ দিয়ে মুড়ে রেখেছে), পকেটের অল্প টাকা—এসব কিছুই কেমন যেন হীনমন্যতা আর অনাস্থার সৃষ্টি করেছে তার মনের ভেতর। কিভাবে এই অনুভূতি মন থেকে ঝেড়ে ফেলা যায়। সে এখন যে কাজে যাচ্ছে তার জন্য মন থাকা উচিৎ একদম পরিষ্কার আর নির্মল। বিখ্যাত ব্যক্তির সাথে কথা বলবে সে। এরকম একটা সুযোগ যেটা মানুষের জীবনে বার বার আসে না—সেটাকে কি এই মানসিক অবস্থা নিয়ে মুখোমুখি হওয়া সম্ভব?

সে গাড়ির জানালা দিয়ে মাথা বের করে দেখে—কুকুরটা কি থেঁতলানো রক্তমাখা অবস্থায় পড়ে আছে নাকি মরে গেছে। পাশের খালপাড়ে বেশ কিছু কাক দেখতে পায়। তারা একটু ওড়ে আবার মাটিতে নেমে আসে। তাদের পাখার সঞ্চালন দেখে মনে হয় যেন বিরক্ত হয়ে থাকা ভ্রু ওঠা-নামা করছে।

'মনে হয় কুকুরটা মারা গেছে।' সে গুণগুণ করে বললো। কুকুরটাকে না দেখতে পাওয়ার জন্য এটা একটা অতৃপ্তির বর্হিঃপ্রকাশ।

'মারা গেলে বুঝতে হবে কুকুরটার কপাল ভালো।'—পাশে বসা লোকটি গলা খাকারি দিয়ে বললো। এটা দুঃখপ্রকাশও হতে পারে আবার তৃপ্তিপ্রকাশও হতে পারে। তার ভাব প্রকাশের ভঙ্গি দেখে সেটা বোঝার কোন উপায় নেই। 'জন্ম আর মৃত্যুর মাঝে যেটা প্রকট সেটা হলো কষ্ট।'—বেশ ফুর্তির সাথে বললো সে। আগে সে তার যেসব কথা দেবেনকে বলেছে তার সাথে এই কথার কোন মিল নেই। 'ভগবান যখন কাউকে ডাক দেন বুঝতে হবে এটা একটা আশীর্বাদ।'—বলেই চললো সে।

www.BanglaBook.org

লোকটার কথার আর চিন্তার বৈপরীত্য দেবেনের নিজের চিন্তার মধ্যে ছেদ টানে। সে হঠাৎ করে নূরের কবিতার কয়েকটা ছত্র জোরে আবৃত্তি করতে থাকে। কোন মানুষের মাথায় যখন প্রথম একটা পাকা চুল উঠে সেটাকে তিনি কবর থেকে বেরিয়ে আসা একটা ফুলের সাথে তুলনা করেছেন। কয়েকটা লাইন মনে হবার পর সে বলতে থাকে—

জীবনটা একটা শবযাত্রা চলতে থাকে
কবরের দিকে
লাশের উপর ফুলের সাথে জড়িয়ে থাকে
ভালোবাসা—

কবিতা আবৃত্তির পর কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটে। তারপর বাসটা যখন ঝাঁকুনি দিয়ে একটা গরুগাড়ি আর একটা ট্রাক পার হয় তখন পাশে বসা দু'জন নিজেদের আবার ঠিকমতো অবস্থানে ফিরিয়ে আনে। মাঝখানে চেপে থাকা কবিতাকে সরিয়ে দেয়।

'আহা, কি সুন্দর কবিতা!—বলে ওঠে পাগড়ি পরা লোকটা। ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে যেন মুখে একটা ঘুসি খেয়েছে। 'আপনি কি কবি ?'—সম্মানের সাথে প্রশ্ন করে। চোখে তার উত্তর শোনার আগ্রহ। তার একটা চোখ টেরা থাকায় চাহনি দেখে মনে হয় সে এমন কিছু জানে যেটা দেবেন্ জানে না। তার সেই তাকানোর ধরনটাই দেবেনকে কেমন যেন বিপদে ফেলে দেয়।

সে বলে ওঠে, 'না-না, আমি কবি নই। একজন সাধারণ শিক্ষক মাত্র।' লোকটা কথাটা শোনার সাথে সাথে কাঁধ ঝাঁকিয়ে আবার সোজা হয়ে বসে।

আমার পরিচয় জানার পরপরই লোকটা কেমন যেনো অস্বস্তিবোধ করতে শুরু করলো। আমার সরু উরুর সাথে এঁটে থাকা তার ভারি পাছাটা সে সরিয়ে নিলো। আমার দিকে আর তাকিয়ে দেখলো না, কথাও বললো না, ধাক্কাও দিলো না। বরং সে বাসের অন্যদিকে বসা লোকটার দিকে মনোযোগ দিলো। লোকটার দু'পায়ের ফাঁকে আটকে আছে একটা দুধের বালতি। মাথায় ময়লা পাগড়ি। দু'চোখে পিছুটি ভরা। সে ওই লোকটার সাথে আলাপ শুরু করলো। আলাপের বিষয়—মূল্যবৃদ্ধি, খুন-খারাবি বেড়ে যাওয়া আর গত আমুমের ফসল।

বাতিল হয়ে যাওয়া দেবেনের বাইরের দিকে তাকিয়ে খোলা মাঠ, ভাঙা তারের বেড়া, দূরে মাঠে কিছু গরু-ছাগল আর খোলা আকাশ দেখা ছাড়া আর করার কিছু রইলো না। সে মাথা নিচু করে অন্য চিন্তায় মনোনিবেশ করলো। ভাবলো, মুরাদ হয়তো তাকে যে সব কথা বলেছে তার কোনটাই মন থেকে বলেনি। এভাবে আগেও সে তাকে অনেকবার অনেকভাবে হেয় আর অপদস্ত

www.BanglaBook.org

করেছে। আসলে সে হয়তো কবির সাথে তার সাক্ষাতের কোন ব্যবস্থাই করে রাখেনি। ওখানে পৌছালে হয়তো কবির সাথে তার দেখাও হবে না।

সে আরও ভাবতে থাকে—নিজে একজন সাধারণ মানুষ হয়ে কেন সে একজন নামকরা দেশবরেণ্য কবির সাথে দেখা করে তার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার ধৃষ্টতা দেখালো ? কবির প্রতি তার যে শ্রদ্ধাবোধ আর ভালোবাসা সেটা তো সে তাঁর লেখা কবিতা আবৃত্তি করে অন্যকে শুনিয়ে প্রকাশ করতে পারতো। কে জানে কি এক পাগলামো তাকে এই পথে টেনে এনে কবির মুখোমুখি করতে চায়, তাতে কি বিপদেই না পড়তে হবে তাকে!

দিল্লিতে বাস পৌছানোর পর দেবেন আন্তঃপ্রদেশ বাস টারমিনাল থেকে বের হয়ে শহরে আসতে সাহস পাচ্ছিলো না। তাই সে সারা টারমিনাল পায়চারি করতে লাগলো। কাশ্মির গেটে মুরাদের অফিস খুঁজে বের করতে খুব একটা সময় লাগার কথা নয়। অফিস খুঁজে বের করলেই দিনের কার্যক্রম শুরু হয়ে যাবে কিন্তু এর পরিণতি কি হতে পারে, দেবেন সেটা জানে। সে এমন একটা কাজ করতে চেয়ে মুরাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে যেটা করার সাহস বা অভিজ্ঞতা কোনটাই তার নেই। তার মনে হয় সে আর মুরাদ এমন এক মানিকজোড়া, যারা জীবনে কোন উৎকর্ষ সাধন করতে পারেনি এবং জীবনযুদ্ধে জয়ী হবার সম্ভাবনাও তাদের খুব কম। নূর সাহেবের কাছে তারা যখন আযাচিতভাবে পৌছাবে তখন তিনি তাদের মনে করবেন ভাঁড়। তাদের মনগড়া প্রশ্নের জবাব দেবার তো প্রশ্নই ওঠে না তাঁর।

সাক্ষাৎকারের কথা মনে পড়াতে সে তার পকেটে হাত দিয়ে দেখলো তার আগে থেকে তৈরি করে রাখা প্রশ্নের কাগজটা আছে কিনা। মুরাদের সাথে দেখা হবার পর থেকে। এই প্রশ্নপত্রটি তৈরি করতে তার কয়েক রাত জাগতে হয়েছে। ভয় পাবার কোন কারণ নেই। কাগজগুলো ঠিক জায়গামতোই আছে। সে নিজেও একজন বিদ্বান লোক আর কবিতাপ্রেমী, এতটুকু বল তার বুকে আছে।

সে কাগজের ফাঁকে রাখা সিগারেট থেকে একটা সিগারেট আঙুল দিয়ে বের করে। তারপর সেটা জ্বালাবার জন্য একটা চায়ের দোকানের দিকে এগিয়ে যায়। সাধারণদের সিগারেট ধরানোর জন্য একটা মোটা দড়িতে আগুন লাগিয়ে দোকানের কোণে ঝুলিয়ে রাখা আছে।

দেবেন দড়িটার কাছে দাঁড়াতেই দোকানদার তাকে দেখে ফেলে—'সাহেব, বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন কেন ? ভেতরে এসে বসুন। এতবড় একটা সফরের পর এককাপ চা খাওয়া খুব দরকার আপনার।' সে দোকানদারের কথামতো মন্ত্রচালিত হয়ে দোকানের ভেতর প্রবেশ করে। আসলে ফালতু খরচ করার কোন ইচ্ছাই তার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছিলো না; তবুও বাসের তৈরি বেঞ্চে বসে প্রচুর চিনি আর দুধ দেওয়া এক কাপ চা তাকে খেতে হয়। চা খাবার ফাঁকে সে বেড়ার তৈরি চায়ের দোকানে বিভিন্ন সিনেমার পোস্টার তাকিয়ে দেখে। ভাবে দিল্লি আসার ব্যাপারেও তার কোন ইচ্ছা ছিলো না কিন্তু এই দোকানদারটার মতো মুরাদকেও সে না করতে পারেনি বলে এখানে এসেছে। সে নিজেও কিছু একটা করতে চাইছিলো। একটা কিছু না করলে সে যে বেঁচে আছে সেটা প্রমাণিত হচ্ছিলোনা। তার বিভিন্ন ধরনের অপ্রতুলতার মাঝেও বড় কিছু একটা করার সুযোগ সে পেয়েছে। কে এই সুযোগটা করে দিয়েছে তার জন্য—মুরাদ। সেই পানের পিকের রংয়ে রাঙানো দাঁতওয়ালা। তার মনে হলো সে যেন ভগবানের হাত নিজের চোখে দেখতে পেরেছে। ভগবান তাঁর হাত দিয়ে দোকানের ছাদের টিন পরিষ্কার করছেন। আর চা-দোকানীর দুধ নাড়ার বড় চামটা দিয়ে ছাদে বাড়ি দিচ্ছেন।

যখন তার চা খাওয়া শেষ করলো তখন সে দেখতে পেলো গ্লাসের নিচে একটা মরা মাছি পড়ে আছে।

দোকানির দিকে রুক্ষভাবে তাকালো—এই দৃষ্টি দিয়ে সে দোকানিকে বোঝাতে চাইলো নোংরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কথা। এই চাহনিতে তার নিজের টাইফয়েড বা কলেরা হবার ভয়ও প্রকাশ পেতে পারে। তার মনে হলো সে তার দু' আঙুলের ফাঁকে ধরে রাখা গ্লাসের ভেতর অশুভ সংকেত দেখতে পাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছে শিং বাগিয়ে দৌড়ে আসা ষাঁড়, মরা কুকুর, মরা মাছির সাথে তার নিজের মৃত্যু। মরা মাছিটা যেন তারই দিকে তাকিয়ে আছে।

গ্লাসটা টেবিলের উপর রেখে চুপচাপ দোকান থেকে বেরিয়ে এলো সে। ওদিকে দোকানি সবেমাত্র আসা বাসের প্যাসেঞ্জারদের গলা চড়িয়ে ডাকতে শুরু করেছে। 'ভাইরা, আপনারা এদিকে আসুন। এখানে পাবেন খাঁটি তেলে ভাজা পাকোড়া, খাঁটি দুধের মিষ্টি আর বেশি করে দুধ-চিনি মেশানো চা।'

মুরাদ নিজেই তার অফিসের কাঠের সিঁড়ি দিয়ে শব্দ করে নেমে দেবেনের পাশে এসে দাঁড়ালো। দেবেন তখনো সেই চত্বরে দাঁড়িয়ে একটা লন্ড্রির সাইনবোর্ড দেখছিলো। একটু ঘাড় ফেরালেই দেখতে পেতো—কে. কে. শাহে এন্ড সন্স—মুদ্রাকার ও প্রকাশক। স্থাপিত ১৯৩৫। অন্য সব সাইনবোর্ডগুলোও মনে হয় একই সময়কার কথা বলছে। সবগুলোই বেশ পুরোনো আর রংচটা।

মুরাদ যেভাবে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সেটা দেখে বোঝা যায়—হয় সে তার অফিস বারান্দায় দাঁড়িয়ে তার জন্য অপেক্ষা করছিলো অথবা কাউকে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলো, সে কখন আসে দেখে তাকে বলার জন্য। কিন্তু এই শহরে অন্য কেউ তো তাকে চেনে না। ডিগ্রী পাশ করার পরপরই সে এ শহর ছেড়ে

www.BanglaBook.org

চলে গেছে। আর আজ আবার যখন এসেছে তখন তার জীবন থেকে বসন্ত বিদায় নিয়েছে। সে এখন প্রৌঢ়।

অফিসের মেইন গেটের দু'দিকে হাত রেখে গোটা দরজাটাই আটকে রেখেছে মুরাদ। সে দৌড়ে নামার ফলে হাঁফাচ্ছে। তবে কি মুরাদ তাকে তার অফিসটা দেখাতে চায় না ? সেকি তার পত্রিকার অবস্থা তাকে বুঝতে দিতে চাচ্ছে না ? সেকি ভেবেছে তার অফিসের অবস্থা দেখে আমি বুঝে ফেলবো তার পক্ষে কোন বিদ্বান লোককে দিয়ে বিখ্যাত কবির সাক্ষাৎকার নেয়ার মতো কাজ করা সম্ভব কি-না ?

ব্যাপারটা দেবেনের যাঁচাই করা দরকার। সে তাকে পরীক্ষা করার জন্য বললো, 'তুমি এতো তাড়াহুড়ো করছো কেন ?'

মুরাদ জোর দিয়ে বললো, 'তাড়াহুড়োর অবশ্যই দরকার আছে। আমি কি তোমাকে বলিনি কবির সাথে দেখা করার সময় ঠিক বেলা তিনটে ? এখনই আমাদের দুপুরের খাওয়া শেষ করতে হবে।'

দেবেন বললো, 'আমি দুপুরের খাওয়া সেরে ফেলেছি।' দেবেন কয়েকদিন আগের মতো আর একবার মুরাদের হাতে হেনস্তা হতে চায় না।

'তাহলে চলো, চা খাওয়া যাক।' মুরাদ বললো।

'আমি চাও খেয়ে এসেছি। চলো বরং নূর সাহেবের সাথে দেখা করি গিয়ে।'

মুরাদ কাঁধ ঝাঁকালো। তার ডান চোখে কিছু একটা পড়েছে মনে হয়। সে পকেট থেকে নোংরা একটা রুমাল বের করে সেটা দিয়ে চোখ থেকে সেটা বের করার চেষ্টা করতে লাগলো।

কাশ্মির গেটে এই সময়টা দুপুরের খাবার জন্য লোকের বেশ ভিড়। মুরাদ নিঃশব্দে সেই ভিড় ঠেলে হাঁটলে দেবেনও তার পিছু পিছু হাঁটতে লাগলো। কিছুক্ষণ হাঁটার পর মুরাদ একটা ইলেকট্রিশিয়ানের দোকানের পাশে দাঁড়ালো। সেখানে সে একটা ল্যাম্প সারাতে দিয়েছিল, সেটার কি অবস্থা তার খবর নিতে। দেবেন ফুটপাতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। মুরাদ লোকটার সাথে বিরক্তির সাথে কথা বলছিলো। লোকটাও তাকে তেমন পাত্তা দিচ্ছিলো না; কারণ তার খাবারের সময় কথা বলতে ভালো লাগছিলো না মনে হয়।

'কারিগরের হাতে একবার কোন জিনিস মেরামত করতে দিয়েছো তো সেটা আর সহজে ফিরে পাবার জো নেই।'—গজগজ করতে লাগলো মুরাদ। আর সেই লোকটাও তার দিকে তাকিয়ে থেকেই তার সহকারীকে এক গ্লাস বোরহানি দিতে বললো।

'নূর সাহেবের বাড়িটা কোন দিকে ? আমাদের কিন্তু দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

মুরাদ বললো, 'দেরি কিসের ? ওই বুড়ো ব্যাটার কি কোন সময়জ্ঞান আছে নাকি ? অপেক্ষা করতে দাও ব্যাটাকে।' এমনভাবে কথাগুলো সে বললো যেন

www.BanglaBook.org

মনে হয় সে মনে মনে কোন বাহারি রং-এর কাঁচের খেলনা নিয়ে খেলছে। একেক দিকে ঘোরালে এক-এক রকম রং আর ধরন হয় সেই কাঁচের। তার ক্ষণে ক্ষণে মত পরিবর্তনের এই অভ্যেসের সাথে স্কুল জীবন থেকেই দেবেনের পরিচয় আছে; তাই চুপ করে সবকিছু সহ্য করা ছাড়া তার করার কিছু নেই।

দেবেন বললো, 'ভদ্রলোককে অপেক্ষার মধ্যে রাখা আমাদের উচিত হবে না। তিনি নিশ্চয় এখন আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। তিনটার সময় আমাদের সেখানে যাবার কথা। জায়গাটা কি এখান থেকে অনেক দূর?'

মুরাদ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো, 'কে জানে? এটুকু জানি যে, তিনি চাঁদনি চক বাজারের কাছে কোথায় যেন থাকেন। এটা কোন সরকারি বাড়ি নয় সেটাও জানি।'—বলে সে আবার তার সেই চোখটাকে হাত দিয়ে কচলাতে লাগলো।

দেবেন ব্যস্ত হয়ে বললো, 'তাহলে আমরা সেখানে যাবো কিভাবে? আমি তো মনে করেছিলাম তুমি তাঁর ঠিকানা জানো।' সে প্রায়ই একটা দুঃস্বপ্ন দেখে। দুঃস্বপ্নটা সে কোন অজানা অচেনা জায়গায় পাড়ি জমিয়েছে। রাস্তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। ওগুলো না হয় স্বপ্ন কিন্তু এখন তো এই একই ব্যাপার জেগে থাকা অবস্থায় দেখতে হচ্ছে। তার পা আটকে আসতে থাকে।

ঠিক সেই সময় এক সাধুবাবা তার ভিক্ষার থালাটা দেবেনের মুখের কাছে ধরে দাঁড়ালো। সাধুর সারা গায়ে ছাই মাখা, চুলে গাঁদা ফুলের মালা জড়ানো আর গলায় একটা অজগর সাপ পেঁচানো। সারা শরীরে কোন কাপড় নেই। লোকটা তার থালায় পয়সাগুলো ঝাঁকিয়ে শব্দ করলো। মনে হয় যেন কোন কালা লোককে কিছু বোঝাতে চাচ্ছে। দেবেন বাধ্য হয়ে পকেট থেকে একটা আধুলি তার থালায় দিলো। আসলে সে লোকটার হাত থেকে বাঁচার জন্য এই কাজটা করলো। তার ভয়—সাপটা না নড়ে উঠে তাকে ছোবল মারে।

সাধু সরে যেতেই দেবেন মুরাদের দিকে দৌড় দিলো। সে তখন বেশ দূরে চলে গেছে।

মুরাদ তাকে ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস করলো, 'সাপটাকে ভয় পেয়েছো, না? আর ভয় পেয়ে লোকটাকে পয়সা দিলে? তুমি আসলেই একটা বোকা! জানো না, এসব সাপের দাঁত ভেঙে দেওয়া থাকে আর এরা কোন ক্ষতি করে না?'

'অজগর সাপের যে বিষ নেই, সেটা বাচ্চারাও জানে।'—দেবেন বেশ সাহসের সাথে কথাটা বললো। 'আমি ওই সাধুবাবার হাত থেকে বাঁচার জন্য পয়সা দিয়েছি কিন্তু তুমি হঠাৎ এতো জোরে হাঁটা শুরু করতে গেলে কেন? তুমিই না বললে নূর সাহেব সময়ের তোয়াক্কা করেন না।'

'কিন্তু আমাকে তো অফিসে ফিরতে হবে। তোমার ধারণা আমার কোন কাজ নেই, সারাদিন আমি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই, তাই না? তাছাড়া কারো ঠিকানা খুঁজে বেড়ানো আমার কাজ নয়।'

www.BanglaBook.org

দেবেন এবার একটু বিরক্ত হয়ে বললো, 'দেখ মুরাদ, তুমি বলেছিলে যে, নূর সাহেবের কাছে আমাকে নিয়ে যাবে। আর সেজন্য আমাকে দিল্লি আসতে বলেছিলে। আমি এসেছি। আমার ছুটির দিন নষ্ট করে বেশ কিছু টাকা খরচ করে আমাকে এখানে আসতে হয়েছে। আর তুমি এখন বলছো ঠিকানা খুঁজে বের করা তোমার কাজ না।'

'তোমাকে কি বাধা দিচ্ছি? যাও। তুমি তো আর কচি খোকা নও যে, একলা যেতে পারবে না। তুমি কি কবিকে ভয় পাও? তিনি কি অজগর সাপ?' মুরাদ ঠাট্টা করে হাসতে লাগলো। 'যাও কথা বলো তাঁর সাথে। সাক্ষাৎকার নাও। কিছু লেখ তার উপর। আমাকে দেখাও, আমি সেটা আমার পত্রিকায় ছাপাবো। তাই বলে আমি আমার লেখককে ছোট বাচ্চার মতো শুশ্রূষা করবো, সেটা তো ঠিক না?'

রাগে গজগজ করতে করতে দেবেন বললো, 'বেশ, তাঁর ঠিকানাটা আমাকে দাও। আমি একাই যাচ্ছি তার কাছে।'

'চেঁচিও না।' দেবেনের হাত ধরে মুরাদ দাঁত বের করে হেসে বললো, 'এটা গ্রাম না যে, আলুক্ষেতের একপাশে দাঁড়িয়ে অন্যপাশের লোকের সাথে কথা বলতে চেঁচাতে হবে। তুমি এখন শহরে আছো। শহরের লোকদের মতো ব্যবহার করলে খুশি হবো। আমার পত্রিকার কাজ করতে চাইলে তোমাকে সেভাবেই চলতে হবে। এখন চলো, আমার অফিসে যাই। সেখানে বসে তোমার জন্য একটা পরিচিতি-পত্র তৈরি করি, যাতে তাঁর সাথে আলাপ করতে তোমার কোন কষ্ট না হয়। তারপর আমার অফিসের ছেলেটাকে তোমার সাথে দেবো, সে-ই তোমাকে রাস্তা চিনিয়ে নিয়ে যাবে। তাহলে হবে তো প্রভু আমার?' দেবেন তার সেই হাসির অর্থ বুঝতে পারলো না। ওটা কি শয়তানি, নাকি তামাশা—সেটা বোঝার সাধ্য তার নেই। তাই চুপ থাকা ছাড়া তার করারও কিছু রইলো না।

মুরাদের এই রূপ সে ছোটবেলা থেকেই দেখে এসেছে। হয়তো দেখা গেলো মুরাদ একদিন হাতে ক্রিকেট ব্যাট আর বল নিয়ে তার বাড়িতে এসে হাজির—খেলতে যেতে হবে। সে কোন সময় খেলা তেমন পছন্দ করতো না কিন্তু ব্যাট বল দেখে খেলার ইচ্ছা জাগতো। তাই ঘরে গিয়ে পায়জামা পাল্টে হাফপ্যান্ট পরতে হয়তো একটু সময় লেগেছে—ব্যাস, সাহেব মন পাল্টে ফেললো। বলে দিলো—যেহেতু সে দেরি করে ফেলেছে তাই এখন আর তার খেলতে ইচ্ছে হচ্ছে না। কথাটা শুনে দেবেনের মন খারাপ হয়ে গেলো। সে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলো। যখন সে কিছুতেই বুঝতে রাজি হলো না তখন দেবেন মন খারাপ করে বাড়ি ফিরে যেতে উদ্যত হলেই আবার দাঁত বের করে হেসে খেলতে রাজি হয়ে গেলো। তাই দেবেনের 'ঠিক আছে' বলা ছাড়া কোন উপায় তখনও ছিলো না—আজও নেই। সে বললো, 'চলো ঠিক আছে।'

www.BanglaBook.org

ওর সাথে গেলে অন্তত তার অফিসটা দেখা যাবে আর বোঝা যাবে সে যে তার অফিসের বর্ণনা দিয়েছে তার কতোটা বাস্তব আর কতোটা কল্পনাপ্রসূত। তাই সে মুরাদকে অনুসরণ করে তার পেছনে চলতে লাগলো। এক এক করে পিছু ফেলতে লাগলো সাইকেল সারানোর দোকান, লটারির টিকিট বিক্রির দোকান ইত্যাদি। নানান পুরুষ আর মহিলা ব্যস্ত হয়ে যার যার কাজে চলেছে। আসলে মিরপুর আর দিল্লির মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। যেটুকু আছে সেটা হলো ওখানে মানুষ কম আর এখানে বেশি এই যা। লোক বেশি থাকার জন্য এখানে ব্যস্ততা আর কোলাহলও বেশি।

এভাবে কিছুক্ষণ হাঁটার পর আবার সেই লন্ড্রির পাশে কে. কে. শাহে এন্ড সন্স এর কাছে এসে পৌছালো। তারা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলো। উপরের ঘরটা ছাপাখানার বিভিন্ন দ্রব্যে ভরা। তাছাড়া ঘরটা অন্ধকার। তবে এ ঘরের এক পাশে মুরাদের একটা টেবিল ও একটা চেয়ার রাখা আছে। অফিসের অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও আছে সেখানে। আর আছে তার কথামতো সেই অফিসবয়। যে একপাশে বসে কিছু কাপ প্লেট পরিষ্কার করছে সাবান আর পানি দিয়ে। তার অফিসের বেশ কিছু জিনিসপত্র আর পত্রিকা বারান্দায় স্তূপ করে রাখা আছে। বারান্দাটা বাঁশের বেড়া দিয়ে আটকানো।

দেবেন হ্যাঁ করে তার এই অফিসের হাল হকিকত দেখতে লাগলো। এরকম কিছু একটা দেখতে হবে সেটা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। এ রকমের অফিস দেখে কারও খুশি হবারও কথা নয়। কিন্তু বাস্তবে এরকম একটা অফিস নিয়েই মুরাদ তার পত্রিকার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

মুরাদ বড় জুলফিওয়ালা বুড়ো একটা লোকের কাঁধে থাপ্পড় দিয়ে দাঁড় করালো। লোকটা একটা নিউজপ্রিন্টের বান্ডিল হাতে রুমের ভেতর ঢুকতে যাচ্ছিলো। আমার সাথে তার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললো, 'আমার বাড়িওয়ালা। আমার পৃষ্ঠপোষক। আমার পরামর্শদাতা। মি. ভি. কে. শাহে—কে. কে. শাহের ছেলে। দিল্লির শ্রেষ্ঠ উর্দু ছাপাখানার প্রতিষ্ঠাতা। যখন তাঁকে বললাম, আমি একটা উঁচু মানের উর্দু পত্রিকা প্রকাশ করতে চাই তখন তিনি আমাকে তাঁর প্রেসে বসার জন্য জায়গা করে দিয়েছিলেন। তিনি খুবই খুশি হয়েছিলেন তাই না ভি. কে. সাহেব?'

বুড়ো লোকটা মৃদু হাসলেন। তার চশমা ঠিকমতো চোখে লাগাবার জন্য কালি মাখা আঙুল দিয়ে নাকের উপর সেটা বসালেন। বললেন, 'কথাটা সেভাবে আমার মনে পড়ছে না, মুরাদ ভাই। সম্ভবত আপনিই...।' গুণগুণ করলেন তিনি।

মুরাদ তাকে থামিয়ে দিয়ে বললো, 'তিনি অবশ্য এখনো আমাকে একটা ফ্যান আর একটা বাল্ব জ্বালাবার জন্য ইলেকট্রিক লাইন দেননি। তাছাড়া দিন দিন বড় বড় অর্ডার পাবার আর উন্নতি করার জন্য এখন আমাকে ঠেলতে ঠেলতে ব্যালকনিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

www.BanglaBook.org

এবার বাড়িওয়ালা ভদ্রলোক তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'এটা ইউ. পি সরকারের টেক্সট বই, মুরাদ ভাই। অনেক বড় অর্ডার। নতুন বছর শুরু হবার আগেই এ কাজ শেষ করতে হবে। বইগুলো সরবরাহ করা হয়ে গেলেই আপনি আবার বেশি জায়গা পাবেন।'

মুরাদ তাঁর কাঁধে শেষ একটা ঝাঁকি দিয়ে বললো, 'গত ছ'মাস ধরে আপনি আমাকে এই একই কথা বলে আসছেন। এসো দেবেন, দেখি তোমার জন্য কি করা যায়। এসব লেখক আর কবিরা এ সম্পাদকদের কোনদিনই আরামে থাকতে দেবে না। কাউকে না কাউকে তাদের দেখাশোনা করতেই হবে।'

তার টেবিলের পাশে রাখা একটা কাঠের টুলে দেবেন বসলো। মুরাদ কাগজ কলম বের করে মহাব্যস্ততার সাথে লিখতে আরম্ভ করলো। তার এসব কীর্তিকলাপ দেখে দেবেনের নিজের উপর খুব রাগ হলো। কেন সে তার কথা এতোটা গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে পকেটের টাকা খরচ করে ছুটির দিন নষ্ট করে বাস ধরে মরতে আসলো দিল্লিতে। এখন তাকে তার সবচে' প্রিয় কবি এবং ভারতের জীবিত মহাপুরুষ নূর সাহেবের কাছে বোকা আর হেয় হতে হবে? মুরাদের মতো একজন ফালতু লোকের পরিচয়ে তাকে পরিচিত হতে হবে তাঁর কাছে? তার জীবনের এটা একটা চরম অপমানের ঘটনা।

মুরাদ তখনও বড় একটা কাগজে চিঠি লিখে চলেছে। সে বুঝতে পারছে দেবেন তার সব কিছু লক্ষ্য করছে। এবার সে সেই চিঠিটা খামে ভরে দেবেনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, এতোক্ষণ সে যা কিছু করেছে তার সবই ঠাট্টা। তারপর সে তাকে তার সেই অফিস বয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো।

দেবেন এবার তার সেই ছোট টিফিন বাক্স নিয়ে পড়লো বিপদে। ওটা নিয়ে তো আর নূর সাহেবের কাছে যাওয়া যায় না। তাই সে দাঁড়িয়ে একটু কাঁচুমাচু করে মুরাদকে বললো, 'আমি এই বাক্সটা তোমার এখানে রেখে যেতে চাই। কাজ শেষ করে এসে নিয়ে যাবো।' মুরাদের টেবিলে সেটা রেখে সে ছেলেটার সাথে রওয়ানা দিলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তিন

চাঁদনি চক বাজারটা শুধু শব্দ বা রং বৈচিত্রের জন্য দেবেনের মনে থাকবে তা-না—একটা দুঃস্বপ্নের মতোও মনে থাকবে সেটা চিরদিন। মনে হয় যেন একটা গোলক ধাঁধায় পড়ে সে ঘুরছে। বের হবার কোন উপায় নেই। যে দিকে যাচ্ছে একই রকম রং চটে যাওয়া ভাঙা দেয়াল, অফিস বিল্ডিং, উপচে পড়া দোকান ঘর। রাস্তা চিনিয়ে দেবার জন্য যাকে আমার সাথে পাঠানো হয়েছে সেটাকে বাচ্চা মনে না হয়ে মনে হচ্ছে অনিষ্টকারী শয়তানের বাচ্চা একটা। যাকে অনুসরণ করতে গিয়ে বাজারের মধ্যে চরকির মতো ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে তাকে। দেবেনের যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে।

ছোঁড়ার শয়তানির ধরণ দেখলে মাথায় রক্ত উঠে যায়। একটা ঘিনঘিনে নোংরা ভ্যাপসা শরবতের দোকানের কাছে দাঁড়িয়ে সে দেবেনকে এক গ্লাস লাল নীল রং করা শরবত খেয়ে নিতে উপদেশ দিলো।

দেবেন জোরে মাথা নাড়িয়ে না করার পর তারা শাড়ির মার্কেটে প্রবেশ করলো। এখানে জাপানি সিল্ক শাড়ির পসরা সাজানো। বিভিন্ন ধরনের ফুল, মাকড়শা আর অনেকটা পানের মতো করে ফুলগুলোকে পেঁচিয়ে সুন্দর করে সাজানো রং-বেরংয়ের শাড়ি। রং আর ছাপা দেখলে যে কোন মানুষ সহজে আকৃষ্ট হতে পারে। বাইরে টাঙানো শাড়িগুলো কম দামের। অপেক্ষাকৃত বেশি দামের শাড়ি ভাঁজ করে র‍্যাকে রাখা হয়েছে।

শাড়ির বাজার যেখানে শেষ সেখানে শুরু হয়েছে খাবারের দোকান। এখন এসব দোকানে খদ্দের নেই বললেই চলে কিন্তু মাছির ছড়াছড়ি। প্রাণপণে মাথা ডুবিয়ে রস পান করে চলেছে মিষ্টি থেকে।

হাঁটতে হাঁটতে তারা এবার প্রবেশ করলো আয়ুর্বেদি আর ইউনানি মার্কেটে। দেয়ালগুলো থেকে কেমন যেন উৎকট গন্ধ বের হচ্ছে। কাগজে মোড়া বিভিন্ন লতা-পাতা দিয়ে তৈরি ওষুধ নিয়ে বসে আছে কিছু গ্রাম্য চিকিৎসক। তাদের পাশেই আবার বসেছে টিয়া-ময়না আর খামের ভেতর রাখা ভাগ্য-লেখা-কাগজসহ গ্রাম্য জ্যোতির্বিজ্ঞানী। পেছনে টাঙিয়ে রেখেছে বিরাট একটা হাতের

www.BanglaBook.org

ছবি। তার পাশেই গেঞ্জি, জাঙ্গিয়া, রুমাল, তোয়ালে নিয়ে বসেছে আরো কয়েকজন। আছে গ্লাস, প্লেট, জগের স্তূপ নিয়ে বসে থাকা দোকানি। তার পরপরই দেখা যাচ্ছে সোনা আর রুপোর জুয়েলারি।

দেবেনের মেজাজ খারাপ হতে লাগলো। সে বোধহয় এসব দোকানপাট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পেরিয়ে কোনদিনই কবির কাছে পৌঁছাতে পারবেনা। এবার সে হাত বাড়িয়ে ছেলেটিকে ধরে বললো, 'মনে হচ্ছে আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছি। এ রাস্তাটা ভুল। এভাবে হেঁটে কোন লাভ নেই। চলো আমরা ফিরে যাই।' সে এতোটা বিরক্ত হয়েছে যে, রিক্সার বেল তার কানে যায়নি। আরেকটু হলে সে উর্ধ্বশ্বাসে স্টেশনের দিকে ছোটা মাল বোঝাই রিক্সার নিচে পড়তো। রিক্সাচালক এঁকে বেঁকে অনেক কসরৎ করায় সে বেঁচে গেছে কিন্তু একটা চাকা তার পায়ের উপর দিয়ে চলে গেছে। রিক্সার মালামাল সারা রাস্তায় ছড়িয়ে পড়েছে।

হঠাৎ ঘটে যাওয়া ঘটনায় দেবেন এতোটা ঘাবড়ে গেছে যে, তার জন্য রিক্সাওয়ালার যে ক্ষতিটা হলো সেটা তখুনি বুঝতে পারলো না। বুঝলো যখন রিক্সাওয়ালা তাকে চেঁচিয়ে গালাগাল করতে লাগলো। তার সাথের ছেলেটা রাস্তা থেকে মালামাল কুড়াতে রিক্সাওয়ালাকে সাহায্য করতে থাকলো। সে নিজে যখন ঝুঁকে সাহায্য করতে গেলো তখন রিক্সাওয়ালার কনুই এসে লাগলো তার চোয়ালে। দারুণ ব্যাথা পেয়ে চোখে অন্ধকার দেখলো সে। সময় নষ্ট না করে ছেলেটা আবার চলতে শুরু করলো। এবার তারা একটা অন্ধকার গলিতে ঢুকে পড়লো। অন্ধগলির মতো সেটা। দু'দিকে বড় নর্দমা। মনে হলো এটা এই এলাকার সার্ভিস প্যাসেজ হিসেবে ব্যবহার হয়। উঁচু সবুজ রং করা দেয়ালের ওপাশে মনে হয় একটা আয়ুর্বেদিক হাসপাতাল রয়েছে, দেখলে মনে হয় জেলখানা। তার দম বন্ধ হয়ে আসে।

দেবেন লাফ দিয়ে দ্রুত রাস্তার শেষ মাথায় পৌঁছতে চেষ্টা করে। যতদূর সম্ভব নাক বন্ধ করে নিঃশ্বাস আটকে রাখে। ছেলেটা এবার দেবেনের হাত ধরে টেনে বলে, 'এখানে একটা ভালো চায়ের দোকান আছে—অন্তত এক কাপ চা খেয়ে নেন সাহেব।'

দেবেন তাকে চুপ করিয়ে দিয়ে বলে, 'না, না, চা খাবার সময় নেই। আমাকে নূর সাহেবের বাড়িতে তিনটার মধ্যে পৌঁছাতে হবে। তুমি কি তাঁর বাড়ি চেনো নাকি?'

'অনেক দূরে।'—বলে ছেলেটা চায়ের দোকানের পাশে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইলো। দোকানটার সামনে বিস্কুট আর বনরুটির প্যাকেট ঝুলছে আর ঝাঁকাতে ভরা রয়েছে ডিম। এসব কিছু ছেলেটিকে দারুণভাবে প্রলোভিত করছে। 'ভালো হবে আপনি যদি এখানে এক কাপ চা খেয়ে কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে নেন।'

www.BanglaBook.org

দেবেন দাঁত খিঁচিয়ে ছেলেটার মুখের উপর মুখ নামিয়ে বললো, 'চা আর বিশ্রাম—কোনটারই দরকার নেই আমার।'

ছেলেটা ঘাঁড় ঝাঁকালো কিন্তু তার চেহারার কোন পরিবর্তন হলো না। সে লাফ দিয়ে একটা নর্দমা পার হলো। সবুজ উঁচু সেই দেয়ালে ঘেরা হাসপাতালের উল্টো দিকে গিয়ে দাঁড়ালে সে। একটা ষাঁড় সেখানে মনের সুখে কাগজের ঠোঙা থেকে আনাজের খোসা বের করে চিবোচ্ছে আর রাস্তায় ছড়াচ্ছে। ছেলেটা রাস্তার যে দিকটায় দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে বেশ কয়েকটা কাঠের দরজা রয়েছে একটার পর একটা। সবগুলোই শক্ত করে ভেতর থেকে আটকানো। ছেলেটা একটা দরজায় হাত দিয়ে বাড়ি দিলো। বেশ কয়েকবার বাড়ি দেবার পর অনেকটা সময় পার হলে দরজাটা খুললো।

দেবেন বুঝতে পারলো এটা তার পরিচিত সেই দুঃস্বপ্ন নয়। যদি তাই হতো তা হলে দরজাটা বন্ধই থাকতো।

দরজাটা কে খুললো, কিম্বা কে সেটার পেছনে দাঁড়ানো সেটা বোঝার আগেই দেবেন দোতলা থেকে ভেসে আসা উঁচু স্বরে কর্কশ গলার আওয়াজ পেলো, 'কে ? কে এই ভর দুপুরে একজন বৃদ্ধ লোকের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে এসেছে ? তার কোন বিচার বুদ্ধি নেই ? গাধা নাকি ?'

এই গলা শুনে দেবেনের আনন্দ উচ্ছ্বাসে বুক কাঁপতে লাগলো। সে বুঝতে পেরেছে এ গলা কার। ইনি আর কেউ নন—তার আরাধনার সেই মূর্ত প্রতীক কবি। সে আর থাকতে না পেরে বললো, 'স্যার আমি। আমি স্যার।'

সব শব্দ বন্ধ হয়ে গেলো। একটা ভৌতিক নিস্তব্ধতা বিরাজ করলো কিছুক্ষণ। কয়েকটা পায়রা বাকুম বাকুম শব্দ করে পাখা ঝাপটালো। মনে হলো কাউকে সাবধান করে দিচ্ছে।

দরজার ওপার থেকে বিতৃষ্ণা ভরা কর্কশ নারী-কণ্ঠ চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'ভদ্রলোককে ভেতরে আসতে বলবো ?'

উপর থেকে গলা শোনা গেলো, 'আনো ওনাকে।' এসে এবার ভেতরের উঠোনে প্রবেশ করলো। একপাশে পানির কল থেকে ফোঁটা ফোটা পানি পড়ছে। পাশে একটা ভাঙা সাইকেল দাঁড় করানো আছে। ঠিক তার পাশেই একটা বেড়াল শুয়ে ঘুমোচ্ছে।

'আমি মনে হয় গাধার স্বপ্ন দেখছিলাম।' উপর থেকে কবির গজগজানি কানে আসছিলো দেবেনের। 'আমি গাধা দ্বারা পরিবেষ্টিত। গাধারাই আমাকে পিছু করবে, আমাকে খুঁজে পাবে, আমাকে বোঝাবে আর আমাকে পাকড়াও করবে। যাতে আমি তাদের দলে নিজেকে সামিল করি। লোকটাকে উপরে নিয়ে এসো।'

www.BanglaBook.org

দেবেন আবারও কেমন যেন একটা অনুভূতি উপলব্ধি করলো। তার শরীর যেন গরম হয়ে উঠলো। সারা শরীর উত্তেজনায় টান-টান হয়ে উঠলো। এখন সে যাঁর মুখোমুখি হবে তিনি তাঁর স্বপ্নপুরুষ। সে ঘরের ভেতর পা ফেলেই কেমন যেনো কেঁপে উঠলো। তারপরই তার মনে হলো যে ছেলেটি তাকে এখানে নিয়ে এসেছে তাকে ছেড়ে দেওয়া উচিত। তার পুরস্কার পাওয়াটাও খুব দরকার। সে ছেলেটির হাতে পয়সা দিলো। তার হাতে ভাঁজ করা খবরের কাগজ দিয়ে, তার পিঠে আদরের বাড়ি দিয়ে হাসি মুখে পেছন ঘুরে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলো।

কবির উপর থেকে তাকে ডাকাটা—তার কাছে মনে হলো যেন ভগবান মেঘ থেকে মুখ বার করে উপরে যেতে বলছেন। আর একজন পরি তাকে পথ চিনিয়ে পুরাতন নোংরা কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উপরে নিয়ে যাচ্ছে। আজ তার আনন্দের কোন সীমা পরিসীমা নেই। আজকে তার এই সৌভাগ্যের জন্য কাকে সে ভাগিদার করবে—এটা কি সরলা, যাকে বিয়ে করার জন্য সে আজ এখানে পৌছাতে পেরেছে। নাকি তার কলেজের হেড অব দ্যা ডিপার্টমেন্ট—যিনি তাকে চাকরি দিয়েছেন আর তার উন্নতি অবনতি সব কিছু তাঁর হাতে। নাকি মুরাদ, তার ছোট বেলার বন্ধু—যে আজ দিল্লিতে থেকে একটা সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক থাকায় এটা সম্ভব হয়েছে।

তার মনে হলো, আজ সে একটা আলোর রাজ্যে প্রবেশ করছে। এমন এক ব্যক্তিত্বের আজ সে মুখোমুখি হবে যার কবিতা সে প্রাণ দিয়ে ভালোবেসে মুখস্ত করেছে। সে তাঁর সব কবিতা পড়ে নিজের চলার পথ বেছে নিয়েছে। তার সারা সত্তা জুড়ে আছেন তার এই আরাধ্য কবি।

আজ সে তার ভগবানের সাথে দেখা করতে চলেছে। যদিও তার চারদিকে দেবদূতরা হালে লুইয়া, হালে লুইয়া বলে গান গাইছেনা। পায়রাগুলো বাকবাকুম, বাকবাকুম করে তাকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। বৃদ্ধ লোকটি তখনও জোরে জোরে বলে যাচ্ছেন, 'গাধা-সবাই গাধা।' এটাই দেবেনের জন্য নিমন্ত্রণের চেয়ে অনেক অনেক বড়।

আধো আলো, আধো আঁধার ঘেরা ঘরটাতে একটা ডিভানে কবি শুয়ে আছেন। দেখলে মনে হবে যেন একটা বড় কেলে বালিশ শোয়ানো আছে। আলো-আঁধারি ঘেরা ঘরটার সব ক'টি দরজায় বাঁশের তৈরি চিক দিয়ে সূর্যের আলোকে আড়াল করা হয়েছে। কিন্তু সেই সাথে ঘরটার দেয়ালে আঁটা সবুজ টাইল সেটাকে আরো অন্ধকার করে তুলেছে। ঘরটাতে তেমন কোন আসবাব নেই। কাঠের খোদাই কাজ করা একটা আরাম চেয়ার আছে। একটা পুরোনো দিনের টেবিলে রাখা আছে ধূলো জমে থাকা কিছু বই। একটা বুক শেলফ আছে

www.BanglaBook.org

যেটা ঘোরানো যায়। তাতে আরো বেশ কিছু বই রয়েছে। মাটিতে বিছানো কার্পেটের উপর সাদা চাদর পাতা। সেই চাদরের উপর কয়েকটা ফুলদানিতে ফুল সাজানো আছে। সবকিছু মিলিয়ে পুরো ঘরটাতে কেমন যেনো গুমোট ভাব।

এ ধরনের অন্ধকার গুমোট পরিবেশে কবি সাদা পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে শুয়ে থাকায় একটা বৈপরীত্যের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর সাদা দাড়ি সারা বুক জুড়ে ছড়িয়ে আছে। তার উপর আছে তাঁর সাদা আঙুল। মনে হয় যেন সাদা পাথর। সারা শরীর স্থির হয়ে আছে বিছানায়। 'কে আপনাকে অনুমতি দিয়েছে আমাকে বিরক্ত করার ?'—কবি গুণগুণ করে জিজ্ঞেস করলেন।

দেবেন কাচুমাচু করে বললো, 'স্যার, আমি।' সে পকেট থেকে মুরাদের চিঠিটা বের করে বললো, 'আমার কাছে একটা চিঠি আছে, স্যার।'

'এটাকে পরে দিলে চলতো না ?'—কথাটা বলতে বলতে তাঁর গলাটা কেমন যেনো হাল্কা হয়ে গেলো। আসলে মানুষের বয়স হয়ে গেলে জেগে থাকা আর ঘুমানোর পার্থক্যটা কমে যায়। এই জেগে আছে তো এই আবার ঘুমে অচেতন।

'আমি স্যার, একদিনের জন্য দিল্লি এসেছি। আজই আবার মিরপুরে আমার কলেজে ফিরে যেতে হবে আমাকে। সাথে আমি যে চিঠিটা এনেছি সেটা আওয়াজের সম্পাদক মুরাদ বেগ পাঠিয়েছেন।'

'অন্ধকারে এ চিঠি আমার পক্ষে পড়া সম্ভব নয়। তাছাড়া চশমা কোথায় রেখেছি তাও ভুলে গেছি। ওটা আপনি আমাকে পড়ে শোনান। এটা একটা শাস্তি মনে করুন। দুপুরে অসময়ে আমার ঘুম ভাঙাবার শাস্তি।'

দেবেন যতদূর সম্ভব চিঠি খোলার সময় কাগজের কম শব্দ করার চেষ্টা করে চিঠিটা খুলে পড়া শুরু করলো। তার সুললিত কণ্ঠ দিয়ে মুরাদের লেখা তোষামোদ পূর্ণ চিঠি পড়াটা ঘরের ভেতরে একটা আবহ সৃষ্টি করলেও বিভিন্ন বিশেষণে কবিকে অভিষিক্ত করা চিঠিটা পড়তে তার বেশ লজ্জা লাগলো। মুরাদ চিঠিটা এভাবে না লিখলেও পারতো। একটা দেবতুল্য কবিকে এভাবে তোষামোদ চিঠি না দিয়ে ভদ্রভাবে আবেদন করলেই কাজ হয় বেশি।

চিঠিটা পড়া শেষ হবার সাথে সাথে তিনি বিরক্তিভরা কণ্ঠে বললেন, 'এ চিঠিটা তবে সেই জোকারের লেখা ? তার উচিত মুখে রং মেখে নকল নাক লাগিয়ে কোন সার্কাস দলে যোগ দেয়া। আপনিও কি সেই সার্কাসে যোগ দিতে চান নাকি ?'

বেশ জোর দিয়ে বলে উঠলাম, 'না, না, স্যার, আমি মাঝে মাঝে মানে ও আমাকে মাঝে মধ্যে ওর পত্রিকায় লেখা পাঠাতে অনুরোধ করলে আমি লেখা পাঠাই। এবারে ও আমাকে দায়িত্ব দিয়েছে আপনার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার

www.BanglaBook.org

জন্য। আমি মনে করি এটি আমার জীবনের একটি বিরাট সুযোগ পাওয়া। আপনার মতো একজন ব্যক্তিত্বের সাথে কথা বলার সুযোগ ক'জন পায়! তাছাড়া তার উর্দু পত্রিকাটাও এই বিশেষ সংখ্যার গুণে প্রচার পাবে বলে আমার ধারণা।' ভাবলাম কবিকে নিয়ে আমি যে আলোচনাটা লিখেছি সেটা কি তাকে জানাবো? আবার ভাবলাম কবি যদি আমার এই বিস্তারিত আলোচনাটা তোষামোদ ভেবে বিরক্ত হন। আমি বেশ দোটানায় পড়লাম।

কবির ঘরটা আশ্চর্য রকমের নিস্তব্ধ। দেবেন কবির শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। তারচে' বেশি যে শব্দ তার কানে আসছে সেটা বাইরের কবুতরের ডাক।

অনেকক্ষণ চুপ থাকার পর তিনি কথা শুরু করলেন; বললেন, 'উর্দু কবিতা? যেখানে উর্দু বলে কোন ভাষাই নেই সেখানে উর্দু কবিতা আসবে কি ভাবে? এই ভাষাটার মৃত্যু হয়েছে। বৃটিশ কর্তৃক মুঘলদের পরাজয় উর্দুর গলা টিপে ধরছে। আবার হিন্দিওয়ালারা যখন বৃটিশদের পরাজিত করলো তখন তারা প্রথম যে কাজটি করলো সেটি হলো উর্দুকে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে ফেলা। এখন উর্দুর লাশ কবরে ঢোকার জন্য অপেক্ষা করছে।'—বলে তিনি তাঁর আঙুল দিয়ে বুকের উপর টোকা মারতে লাগলেন।

উত্তেজনায় দেবেনের উপরের ঠোঁট কাঁপতে শুরু করলো। সে জোর দিয়ে বললো, 'না স্যার, দয়া করে ওভাবে বলবেন না। আমরা কখনো সেটা হতে দেবো না। আর সে জন্যই মুরাদ উর্দু পত্রিকা ছাপিয়ে চলেছে। তাছাড়া মুরাদ যে প্রেসে তার পত্রিকা ছাপায় সেই প্রেস উর্দু বই ছাপার বিরাট একটা অর্ডার পেয়েছে। আমি যে কলেজে চাকরি করছি সেটা দিল্লির বাইরে ছোট্ট একটা কলেজ কিন্তু সেখানেও উর্দু বিভাগ আছে।'

কবি দেবেনের চেহারার উপর দিয়ে তাঁর ঠাণ্ডা দৃষ্টি বুলিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি সেখানে উর্দু পড়ান?'

দেবেন নিজেকে সংকুচিত করে বেশ লজ্জা জড়ানো কণ্ঠে বললো, 'না, স্যার, আমি সেখানে হিন্দি পড়াই। আমি নিজে হিন্দিতে পড়াশোনা করেছি। কারণ...।'

দেবেনের মনে হলো কবি তার কথা শুনছেন না। তাঁর মুখ দিয়ে এক ধরনের শব্দ বের হচ্ছে যেটা শুনে বোঝার উপায় নেই তিনি কাঁদছেন না হাসছেন। এবার তিনি গলায় ঘড়ঘড় শব্দ তুলে বললেন, দেখুন, এ কথাটা আমি আপনাকে আগেই বলেছি। আসলে কংগ্রেসওয়ালারা হিন্দিকে উর্দুর মাথায় চাপিয়ে বসিয়েছে। আর আপনারা এই কাজটির হয় গোলামী করছেন কিম্বা সেবা করছেন—কিন্তু সেটা বোঝার ক্ষমতা আপনাদের নেই। এই কাজটি তারা কেন করেছেন? করেছেন এই জন্য যে, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে যে উর্দুটুকু রয়ে গেছে সেটাকে তারা শেষ করে ফেলতে চায়। আর আজ আপনি এসেছেন একটা উর্দু পত্রিকার জন্য আমার

www.BanglaBook.org

সাক্ষাৎকার নিতে। যদি উর্দুর জন্য আপনার মায়াই থাকবে তাহলে উর্দু না পড়িয়ে হিন্দি পড়াচ্ছেন কেন ?' কথাটা শেষ করার সাথে সাথে তিনি কাশতে শুরু করলেন।

'আমি স্যার ছোটবেলায় লক্ষ্ণৌ-এ উর্দু শিখেছি। আমার আব্বা ছিলেন একজন স্কুল শিক্ষক, পণ্ডিত এবং উর্দু কবিতাপ্রেমী। তিনিই আমাকে উর্দু শিখিয়েছেন। কিন্তু তিনি হঠাৎ মারা যান। আমার মা তখন আমাকে নিয়ে দিল্লিতে তাঁর আত্মীয়ের কাছে আসেন। আমাকে পাশের একটা হিন্দি স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেয়া হয়। সেখান থেকেই আমার হিন্দি শেখা শুরু।' একটু ঢোক গিলে আবার শুরু করে। 'আমি হিন্দিতে ডিগ্রী নিয়ে মিরপুরে লালা রামলাল কলেজে অস্থায়ী প্রভাষকের চাকরি করছি। এটা আমার জীবিকা। আমি একজন বিবাহিত। আমার পরিবার আছে। আমার ছোটবেলার সেই উর্দু পাঠ কিন্তু এখনও সুন্দরভাবে মনে আছে। মনে আছে আব্বা কিভাবে আমাকে পড়াতেন, কিভাবে কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতেন। জীবিকার জন্য যদি আয়ের প্রয়োজন না হতো তাহলে হয়তো আমি ...।' তার ইচ্ছা করলো উর্দু সম্বন্ধে তার মনের আবেগ সে কবিকে দেখায়। সে দেখায়—কি লিখে এনেছে এবং তার বইয়েতে কি লিখেছে সে।

দেবেনের জীবিকার যুক্তি শুনে তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, 'জীবিকা নিয়ে বাড়াবাড়ি করার কোন মানে হয় না। জীবিকা যদি প্রধান ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় তাহলে মুদির দোকান দিয়ে বসলেই তো সেখান থেকে জীবিকা উপার্জন সবচে' সহজ হবে।'

তাঁর কথা শুনে দেবেন কাঁধ ঝাঁকি দিয়ে বলে, 'আমি খুবই সাধারণ একজন শিক্ষক স্যার এবং ছাত্র পড়িয়ে জীবিকা উপার্জন করা ছাড়া আমার উপায় নেই। উর্দু কবিতা, উর্দু এসব আমার মনের খোরাক। আমি এর সেবা করে যাবো। এই সেবা করার মাধ্যমে উর্দুর প্রতি আমার ভালোবাসা আর মমত্ববোধ প্রকাশ করার চেষ্টা করবো। আপনি যেভাবে উর্দুর সেবা করে চলেছেন, আমি সেটা পারবো না।'

'আপনি আসলে কাউকেই সেবা করতে পারবেন না। উর্দু তো অনেক দূরের কথা।'—কবির গলা বেশ সতেজ মনে হলো। হয়তো এখন তাঁর ঘুম কেটে গেছে। এবার তিনি বেশ জোর দিয়ে বললেন, 'ওখান থেকে টুলটা আমার পাশে এনে সেটাতে বসুন। আসলে এখানে আপনাকে পাঠানো হয়েছে আমাকে উর্দুর দুর্দশা কতটা প্রকট সেটা দেখানোর জন্য। বেশ, তাহলে সেটা দেখান আমাকে। আমি তার শেষ দুর্দশাটা দেখতে চাই।' তিনি প্রতিটি শব্দ ভেঙে ভেঙে উচ্চারণ করলেন, 'আমি সব রকমের দুরাবস্থা দেখার জন্য প্রস্তুত। আমি জানি কষ্ট পেলে

www.BanglaBook.org

আমার পাপ মোচন হবে। আমার পাপ সীমাহীন অজস্র পাপ।'—বলে তিনি কাঠের সেই বিছানার উপর পাশ ফিরলেন।

কবির মুখেই তাঁর লেখা কবিতার এ কয়টা ছত্র 'আমার কষ্ট পাবার মধ্যেই পাপ স্খলিত হবে।' শুনে দেবেনের দারুণ লাগলো। এ ক'টা ছত্র সে তার বাবার মুখে শুনেছে দাওয়ার বসে তার ছেলেবেলায়। নূরের লেখা এই কবিতাটা তার খুবই প্রিয় কবিতার একটি। তাই সে কবিতাটি বার বার আবৃত্তি করতে লাগলো। তার মনে হলো, সে এই কবিতাটিকে ঘুড়ির মাধ্যমে আকাশে পৌঁছে দিচ্ছে। লাটাই থেকে সুতা ছাড়ছে, যতো দূরে কবিতাটি পৌঁছে দেয়া যায়।

'আমার পাপ আর অসহ্য বেদনা
এসবই আমার ভাগ্যের লিখন
ভাগ্যই আমার আরোগ্যের বটিকা
তৈরি করেছে রক্ত দিয়ে ...।'

দেবেনের গলা আরো জোরালো, আরো পরিষ্কার হয়ে আসে। এই কবিতা আবৃত্তি করার মধ্য দিয়ে সে তার শৈশবে ফিরে যায়। সে তার কল্পনার চোখে তার বাবাকে দেখতে পায়। এমন কি সে তার বাবার পকেট, ছেঁড়া বোতামহীন কোটের গন্ধসুদ্ধ উপলব্ধি করতে পারে। কবিকে পাশে পাওয়ায় তার উত্তেজনা তাকে আরও মেধাবী করে তোলে। বড় বড় কবিতাগুলোও সে একটানা মুখস্ত আবৃত্তি করতে থাকে—

আমার শরীর আর কিছুই নয়
কালি কলম যেনো—
জীবন থেকে উৎসারিত রক্তে না ডোবালে
তার মূল্য নেই কোন।

কবি দেবেনের আবৃত্তি শুনতে শুনতে ভাবে আপ্লুত হয়ে পড়লেন। তার নিজেরও এখন তার কবিতাগুলো মনে নেই। তাই নির্বাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে মনে মনে তার সাথে তাঁরই লেখা কবিতাগুলো আবৃত্তি করতে লাগলেন। কখনও বা জোরে আবৃত্তি করে উঠলেন। দেবেন কিছুক্ষণের জন্য থামলে তিনি গলায় ঘড়ঘড় শব্দ তুলে বললেন, 'আপনার উচ্চারণ অত্যন্ত স্পষ্ট, সুন্দর এবং পরিষ্কার। আরও কোন কবিতা কি মনে আছে আপনার?'

দেবেন একের পর এক কবিতা আবৃত্তি করতে থাকে। কবি চুপ করে সে সব শুনতে থাকেন। দেবেন নিজের মধ্যে একজন স্নেহময়ী মাকে আবিষ্কার করে যে

www.BanglaBook.org

তার প্রিয় শিশুকে ঘুমপাড়ানি গান শুনিয়ে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তার পাশে খাটে শোয়া নূর-সাহেবকে দেখে মনে হয় সাদা কভারে ঢাকা একটা কোলবালিশ। শিশুর প্রতি মায়ের ভালোবাসা কতোটা গভীর হতে পারে এর আগে দেবেনের জানা ছিলো না। মাঝে মাঝে তার আবৃত্তি থামলেই কবুতরের বাক-বাকুম শব্দ কানে আসছিলো তার—মনে হচ্ছিলো তার আবৃত্তি করা কবিতাগুলোকে সেই শব্দ যেন স্নেহের পরশ মাখিয়ে দিচ্ছে।

এই স্বর্গীয় পরিবেশের হঠাৎ ছেদ পড়লো যখন কাজের ছেলেটা দরজার কাছের সতরঞ্জি সরিয়ে কবির জন্য চা নিয়ে এলো। কবি বিরক্ত হয়ে ছেলেটিকে ধমক দিয়ে অতিথির জন্য চা আনতে বললেন। কিন্তু আগের পরিবেশে ফিরে যাওয়া কোন মতেই সম্ভব হলো না। কেননা এই বাড়িরই অনেকে একে একে এই ঘরটিতে প্রবেশ করতে শুরু করলেন। হয়তো বিকেলে কবির জন্য চা আনাটা তাঁদের জন্য একটা সংকেত—যখন তাঁরা কবির ঘরে আসতে পারবেন।

ঘরটা কোলাহলে ভরে গেলো। দেবেন খাটে শুয়ে থাকা শরীরটার দিকে বোকার মতো তাকিয়ে রইলো। তার খুব দুঃখ হলো; কেননা সে সাক্ষাৎকারের ব্যাপারে কবির সাথে আলোচনা শুরু করতে পারেনি। এখন অন্যরা কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ব্যস্ত। ঠিক এই সময় কেউ একজন তার হাতে এককাপ চা ধরিয়ে দিলো। হঠাৎ চায়ের কাপ ধরিয়ে দেওয়াতে সেটা হাত ফসকে পড়ে যেতেই সে তার অন্য হাত দিয়ে সেটা জোরে চেপে ধরলো। তার মনটা বেশ খারাপ লাগছে। সে অপেক্ষা করছে কিভাবে আবার কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়।

কাজের ছেলেটা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে নূর সাহেবকে জিজ্ঞেস করলো—তার রাতের খাবার কি বাড়িতে তৈরি হবে নাকি বাজার থেকে আনতে হবে। তার এই কথা বলার ফাঁকে একটা ছোট বাচ্চা দেবেনের পাশে পয়সার জন্য ঘুরঘুর করতে লাগলো। সে তার হাতে একটা আধুলি দিলে সেটা মাটিতে ফেলে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলো। তার কান্না শুনে কয়েকজন তরুণী ছুটে এলো পয়সা কুড়িয়ে বাচ্চাটাকে নিতে। ঘরের ভেতর প্রচুর লোক সমাগম দেখে তারা তাদের ওড়না দিয়ে মাথা ঢাকলো। বাচ্চাটা কোনক্রমেই কবির হতে পারে না। হয়তো তার নাতি হতে পারে।

মেয়েরা চলে যাবার পর কয়েকজন বখে যাওয়া ছেলে নিচের ঘর থেকে কবির ঘরে এসে ঢুকলো। কিছুক্ষণ আগে তারা নিচে বসে জুয়া খেলছিলো। তারা এসে একজোটে বললো—তারা জুয়া খেলাতে হেরে গেছে এবং তাদের সে ক্ষতি দেবেনকে পূরণ করে দিতে হবে। তাদের এই ঔদ্ধত্বপূর্ণ আচরণ দেবেনকে বিস্মিত করলেও কবি মোটেই বিস্মিত হলেন না বা বিরক্তিও প্রকাশ করলেন না। বরং হাসতে হাসতে ওই ছেলেগুলোকে তাদের এই বদ অভ্যেস ত্যাগ করতে বললেন।

www.BanglaBook.org

ভয় দেখালেন এই বলে যে, তারা যদি সোজা পথে না আসে তাহলে তাঁর বাড়ি থেকে তাদের বের করে দেবেন; কারণ তাঁর এই মন্দিরের মতো বাড়িটা শুধুমাত্র বসবাসের জন্য।

তার এই কথার উত্তরে একজন যুবক বলে উঠলো, 'তা এটা মন্দির তো হবেই; কারণ নূরের মতো দেবতা যে এখানে বাস করছেন। ভুলে যাবেন না, আমরা অন্য এক ধরনের মন্দিরে বাস করি।'

তাদের এই আচরণ দেবেনের মাথায় আগুন জ্বালিয়ে দেয়। কবিকে দোষারোপ করার এই পরিষ্কার ভাষাকে ভুল বোঝার অবকাশ নেই। এ ধরনের কথা দেবেন আরও অনেক শুনেছে। কলেজের আশে-পাশে এমনকি তার নিজের ছাত্রদের মুখে। কিন্তু এ ধরনের বিখ্যাত একজন পবিত্র বৃদ্ধ কবির মুখের উপর এসব নোরাং কথা ছুঁড়ে দিতে সে আর কখনো দেখেনি। তাছাড়া যুবকগুলো মন্দির শব্দটি নিয়ে বার বার ঠাট্টা করায় তার খুবই খারাপ লাগলো।

দেবেন বুঝতে পারলো এভাবে বসে থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়। সে উঠে দাঁড়িয়ে চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হতেই কবি তাকে বাধা দিয়ে বললেন, 'আপনি যাবেন না। দাঁড়ান, আমাকে এই শয়তানদের হাত থেকে বাঁচান।'

দেবেন দৌড়ে কবির কাছে গিয়ে হাত বাড়িয়ে কবিকে উঠে বসতে সাহায্য করলো। কিন্তু তাঁকে সাহায্য করার পদ্ধতি জানা না থাকায় কাজের ছেলেটাকে ডাকতে হলো। সে তাঁকে ভালোভাবে বালিশে ঠেস দিয়ে বসালো।

ঠিকঠাক হয়ে বসার পর কবি বিরক্ত হয়ে বেশ কিছু কড়া কথা শোনালেন; বললেন, 'তোমরা যারা এখন আমাকে নিয়ে ঠাট্টা হেলা-ফেলা করছো তারা আমার বয়েসে পৌঁছালে আমার অবস্থা টের পাবে। আমার এই বালিশের তৈরি সিংহাসন আসলে কাঁটার সিংহাসন। এর মধ্যে লুকিয়ে আছে কষ্ট আর বেদনা।'— কথাগুলো বলার সময় তাঁর চোখ দিয়ে পানি বের হলো।

দেবেন কবির বিছানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে তাঁর স্যান্ডেল বাড়িয়ে দিলো। ইচ্ছে করে তার কষ্টের কথায় কান না দেবার ভান করলো। সে জানে, দুঃখ-কষ্টকে প্রশ্রয় দিলে সেটা আরও বেড়ে যায়।

কবি এবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কাজের ছেলের সাহায্য নিয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ান। তাকে সেখানে নিয়ে যাওয়ায় অনেকগুলো পায়রা একসাথে উড়ে যায়। তারা নানা ধরনের শব্দ করতে থাকে। একটা চক্কর মেরে আবার ফিরে আসে। কয়েকটা পায়রা কবির পায়ে বসে। দেবেন তাঁকে সাহায্য করতে গেলে তিনি বারণ করেন। কাজের ছেলেকে বলেন খাবার গম দিতে।

পায়রাগুলো উড়ে যাবার পর দেবেন নূর সাহেবের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'স্যার, আপনি কি ব্যথা পেয়েছেন?

www.BanglaBook.org

দেবেন ভেবেছিলো, পায়রার নখের খোঁচায় কবি হয়তো ব্যথা পেতে পারেন; তাই সে জিজ্ঞেস করলো—কবি ব্যথা পেয়েছেন কিনা। কবি কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে শুকনো মুখে বললেন, 'কে জানে হয়তো এই শান্তির প্রতীক পায়রাগুলোই আমার জীবনে একদিন ভয়ঙ্কর হুমকি হয়ে দেখা দেবে।'

তিনি কথাগুলো খুবই ধীরে আর আস্তে উচ্চারণ করলেন। দেবেন চুপচাপ দাঁড়িয়ে তাঁর কথা শুনতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর বললো, 'স্যার, মুরাদের পত্রিকার জন্য আপনি দয়া করে সাক্ষাৎকারটা দিন।'

নূর সাহেব তার কথার কোন জবাব না দিয়ে তাঁর জন্য তৈরি করে রাখা সোফায় গিয়ে বসলেন। দু'হাঁটুর মাঝখানে মাথা রেখে এমনভাবে উদাস দৃষ্টি মেলে তাকালেন যে, দেখলে মনে হবে তিনি কথাটার উত্তর দেবার জন্য গভীর চিন্তায় মগ্ন। কিন্তু তার উত্তর দেবার আগেই সাদা চুলে ফিতা দিয়ে বাঁধা একজন বৃদ্ধ বারান্দা পেরিয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন। তিনি কবিকে ধরে সোফায় শুইয়ে দিয়ে তাঁর শরীরে তেল মালিশ করতে শুরু করলেন। এটা রোজকার কাজ। দেবেনের কিছু করার থাকে না। সে একপাশে দাঁড়িয়ে মালিশ করা দেখতে থাকে।

পায়রাগুলো খাওয়া শেষ করে উড়ে গিয়ে নিজেদের খোপের উপর বসে। পা দিয়ে পালক চুলকায় আর চঞ্চু দিয়ে পালকের ফাঁকে শরীর চুলকাতে থাকে। তাদের এখন রাতের অন্ধকার নামার অপেক্ষা। অন্ধকার ঘনালেই যে যার খোপে ঢুকে রাত্রি যাপন করবে। একটি দিনের হবে অবসান।

নূর সাহেবকে মালিশরত সেই ভূতের মতো লোকটা একজন দক্ষ মালিশকারী। নূর সাহেব তাকে অনেক আগে থেকে চেনেন। তিনি অনেক বিখ্যাত কুস্তিগীরকে মালিশ করেছেন। তাদের সম্বন্ধে অনেক কিছুই তাঁর জানা। নূর সাহেব তাঁর এসব গল্প অনেক শুনেছেন—তারই কয়েকটা তিনি দেবেনকে শোনান। তাছাড়াও যমুনার পাড়ে আরও নানা ধরনের খেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে যেসব খেলায় ওঁর মতো মালিশকারীর প্রয়োজনীয়তা সীমাহীন। সে সব সম্বন্ধেও দেবেনকে অনেক কিছু শোনান তিনি।

ভূতের চেহারার মতো লোকটা বলেন, 'তাদের সবার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন ভীম সিং। কিন্তু তার দিন শেষ হয়ে গেছে। কুস্তিগীর বা খেলোয়াড় হিসেবে এখন আর তার তেমন নামডাক নেই।' কথাটা বলার সময় সে কবির পায়ের পাতা মালিশ করতে থাকেন—এটাই মালিশের শেষ পর্ব।

নূর সাহেব প্রতিবাদ করে বললেন, 'ভীম কখনো শেষ হয়ে যেতে পারে না। আমি তাকে দেখেছি। তার পেশী ছুঁয়ে দেখেছি। পাহাড়ের চূড়ার মতো উঁচু আর শক্ত।'

www.BanglaBook.org

'কিন্তু বোম্বের সিনেমা তাঁকে শেষ করে দিয়েছে।' এক প্রযোজক তাঁকে একজন চ্যাম্পিয়নের চরিত্রে অভিনয় করার জন্য অনুরোধ করে। আর তিনি বোকার মতো তাতে অভিনয় করার জন্য চুক্তি সই করেন। একদম আস্ত বোকা!—বলে চেঁচিয়ে ওঠেন ভূতের মতো লোকটা। তিনি নূর সাহেবের পায়ে তেল মালিশ করতে থাকেন আর বিড়বিড় করে বলতে থাকেন—'আস্ত বোকা—বোকার হদ্দ।'

ঠিক তখনই একজন কাজের লোক ঘরে ঢুকে নূর সাহেবকে পাঁজাকোলা করে বিছানা থেকে উঠিয়ে গোসল করাবার জন্য বাথরুমে নিয়ে যায়। কবির বাড়িটাকে একটা হাসপাতালের মতো মনে হয়। নার্স, ডাক্তার, এ্যাটেনডেন্টরা সেখানে যেভাবে বিভিন্ন কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে এখানেও সবাই বিশেষ বিশেষ কাজ নিয়ে ব্যস্ত, কারো প্রতি কারো ভ্রূক্ষেপ নেই। দেবেন মন খারাপ করে বারান্দায় রাখা একটা চেয়ারে বসে পড়ে।

অনেক লোক ঘরে বাইরে যাতায়াত করতে থাকে কিন্তু কেউ তার দিকে ফিরেও তাকায় না। জায়গাটাকে জনসাধারণের পার্কের মতো মনে হয় দেবেনের। তবে পার্কের পুরো পরিবেশ নেই এখানে। বাড়ির নিচেই আছে অসংখ্য দোকানপাট। সন্ধ্যে হবার সাথে সাথে সেসব দোকানগুলোতে আলো জ্বলে ওঠে। লোকজনের হৈ চৈ চেঁচামেচিতে চারদিক ভরে ওঠে।

দেবেন যেখানে বসেছিলো সেখানেই বসে থাকে। সন্ধ্যেবেলার এই পরিবেশ তার বিরক্তির উদ্রেক করে। নিজেকে গাল দিতে থাকে সে। কিন্তু তারপরও অপেক্ষা করে কবির সাথে শেষবারের মতো দেখা করে তাঁকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করায় যাতে তিনি সাক্ষাৎকার দিতে রাজি হন। সে তার সারাটা দিন এই কাজের জন্য ব্যয় করেছে, কৃতকার্য হবার শেষ চেষ্টা তাকে অবশ্যই করতে হবে। তা না হলে মুরাদও তাকে ঠাট্টা করতে ছাড়বে না। এমনিতেই ওর সম্পর্কে মুরাদের ধারণা খুব একটা ভালো না। কবি যদি তাঁর সাক্ষাৎকার দিতে রাজি নাও হন তবু যে দেবেনের দিনটা মাটি হবে তা না। কারণ সে কবির সাথে দেখা করতে পেরেছে আর পেরেছে কবিতা নিয়ে আলাপ করতে। সেটা কি কম কথা?

কিছুক্ষণ পর কবিকে আবার দেখা গেলো। এখন তাঁকে দেখতে আসলেই কবির মতো লাগছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। পরিপাটি বেশ। উপস্থিত ঘরভরা অতিথি কবিকে দেখে সরবে স্বাগত জানালো। দেবেনের কিন্তু ব্যাপারটা দেখে খুব একটা স্বাভাবিক বলে মনে হলো না। তাদের এই উল্লাসের মধ্যে তেমন কোন প্রাণের সাড়া নেই বরং আছে কিছুটা ব্যঙ্গ। এদের প্রায় সবাই কবির আত্মীয়-স্বজন এবং কাছের লোক। এরা জানে কবিকে কিভাবে ব্যস্ত রাখতে হয়। দেবেন বোকার মতো দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে লোকগুলো কিভাবে কবি আসায় তাঁকে স্বাগত

www.BanglaBook.org

জানিয়েই মদ ভরে রাখা গ্লাসগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সেগুলো নিয়ে একে অপরের দিকে টোস্ট করার ভঙ্গিতে দেখিয়ে পান করা শুরু করে আর সেই সাথে শুরু হয় কবিতা পাঠ, গান আর আলোচনা।

উপস্থিত এসব লোকগুলোর কাণ্ড-কারখানা দেখে দেবেন বুঝতে পারে এরা সত্যিকারের কোন কবি-সাহিত্যিক বা সমালোচক নন। আসলে এরা এই বাজারের বিভিন্ন ব্যবসায়ী। কিছু বেকার লোক আর কিছু বখাটে ছেলে-পিলে। কবিকে ঘিরে তাদের সারাদিনের জীবন অবর্তিত হচ্ছে। এদের মধ্যে কেউ হয়তো সিনেমার জন্য গান লেখে, কেউ বা জিঙ্গেল লেখে রেডিওর জন্য আবার কেউ হয়তো স্থানীয় থিয়েটারে ছোট-খাটো পার্ট করে। কিন্তু তাদের বোল-চাল আর অভিব্যক্তি দেখে কারও সেটা বোঝার উপায় নেই। দেবেন বুঝতে পেরেছে; কেননা সে তার কলেজ জীবন থেকে এ ধরনের মানুষ দেখতে অভ্যস্ত তাই। তবে তার কাছে আশ্চর্যের ব্যাপার যেটা, সেটা হলো-নূর সাহেবের মতো বিখ্যাত একজন কবিকে ঘিরে রয়েছে এ সমস্ত মানুষ—যা দেখে তার মনে হয়েছে একজন উন্মাদের কপালে সাদা মঙ্গল টিপ। টিপ হচ্ছেন কবি স্বয়ং আর তাঁর পরিবেশ হচ্ছে উন্মাদ। এ ধরনের পরিবেশে কবিকে বাস করতে হচ্ছে দেবেন তা কল্পনা করতে পারেনি। তার কল্পনার দৃষ্টিতে সে উপলব্ধি করতো কবি বিদ্বান, বয়স্কলোক দ্বারা পরিবেষ্টিত আছেন কিম্বা তাঁকে ঘিরে আছেন বিখ্যাত লেখক সাহিত্যিকেরা। তা না হলে তিনি নিভৃতে একাকী দিন যাপন করছেন। কিন্তু এসব আজেবাজে লোক তাঁকে ঘিরে কি করছে ? তিনিই বা তাদের সাথে কিভাবে সময় কাটাচ্ছেন ?

এই বৃদ্ধ লোকটি কি তাঁর এই পরিবেশকে মেনে নিতে পারছেন ? ঘরটার মধ্যে তিনি বালিশে ঠেস দিয়ে বসে আছেন। কাজের লোকের ইচ্ছায় সরবত পান করছেন, শব্দ করে গলা পরিষ্কার করার পর আবার বালিসে ঠেস দিয়ে বসে আছেন। কবিকে দেখে তার মনে হলো, তিনি বেশ অসুস্থ কিম্বা বেদনাকাতর। আর তা নয়তো প্রচণ্ড ক্লান্তি ঘিরে রেখেছে তাঁকে। কিছুক্ষণ পর ট্রেতে করে খাবার পরিবেশন করার জন্য কয়েকজন লোক ঘরটাতে প্রবেশ করলে নূর সাহেব একটু নড়ে বসলেন। তাঁর চোখ জ্বলে উঠলো—প্রতিটি খাবারের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলেন। তার খাবার ঢংটাও পছন্দ হলো না দেবেনের। তিনি প্লেটের উপর ঝুঁকে হাত ভরে খাবার নিয়ে মুখে ঢোকাতে লাগলেন। হাত বেয়ে অনেকটা খাবার তাঁর কোলে পড়তে লাগলো। যে ধরনের চর্বিযুক্ত খাবার তিনি খেতে শুরু করলেন সেটাও তাঁর এই বয়সের উপযুক্ত খাবার না। বিরিয়ানি, কোপ্তা, কাবাব, কোরমা আর ডাল—এসব কিছুই প্রচণ্ড রকমের তেল আর মশলাযুক্ত।

একটি ছোট ছেলে হাতে তোয়ালে আর পানি নিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকলেও দেবেন লক্ষ্য করলো কবির সেদিকে কোন খেয়াল নেই।

www.BanglaBook.org

এরই মধ্যে একজন দেবেনের দিকে একটি প্লেট বাড়িয়ে দিলে সে নিজে খাওয়ায় ব্যস্ত হয়ে পড়লো—তারও দারুণ খিদে পেয়েছে। সকালে বাসস্ট্যান্ডে এক কাপ চা খাওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত আর কিছু তার পেটে পড়েনি। দেবেন এসব খাবার সময় চিন্তা করলো—সে খাচ্ছে বটে কিন্তু তার নিয়মিত খাবারের সাথে এগুলোর কোন মিল নেই এবং এর পরিণতি সে কয়েক ঘণ্টা পরই টের পাবে।

নূর সাহেব মুখ ভর্তি খাবার নিয়ে হঠাৎ তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'জামা মসজিদের এই রান্না আপনার কেমন লাগছে ? রাজা আর কবি দু'জনেই এর তারিফ করে থাকেন। আপনার কলেজ ক্যান্টিনের কোন খাবারের সাথে কি এর কোন মিল পাওয়া যায় ?' তার প্রতি কবির ব্যবহারে দেবেন এতো অভিভূত হলো যে, সে কোন উত্তর না দিয়ে দ্রুততার সাথে খেতে লাগালো যাতে তার অভিব্যক্তি দিয়ে বোঝাতে পারে খাবার কতটা সে পছন্দ করেছে।

কবি দেবেনের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় উপস্থিত লোকদের গাত্রদাহ বাড়তে শুরু করে। তারা ভাবে, আমাদের মতো ভাঁড় আর চামচা থাকার পরও কবি এই আগন্তুককে কেন প্রাধান্য দিচ্ছেন। তাদের ধারণা, তাদের মতো কবি, সাহিত্যিক ও আবৃত্তিকার থাকতে কবির এই সাধারণ লোকের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া মানায় না। তারা কবির মন জয় করার জন্য একের পর এক কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতে থাকে। দেবেন তাকিয়ে দেখে কবি বালিশে ঠেস দিয়ে চোখ বুজে আধশোয়া অবস্থায় রয়েছেন। তার ধারণা লোকগুলো খামাখা কষ্ট করে আবৃত্তি করে চলেছে, কবি এই মুহূর্তে কিছুই শুনতে পাচ্ছেন না।

দেবেন ভাবে, এ ঘরটা যদি আলো ঝলমলে হয়ে ওঠে অথবা বাজারের হৈচৈ চিৎকারের সবটা যদি এই ঘরে প্রবেশ করে কিম্বা সিনেমার শেষ দৃশ্য যদি প্রবল শব্দে অভিনীত হতে থাকে বা যুদ্ধের সময়কার গোলাগুলির শব্দ চলতে থাকে, তা হলে হয়তো কবি কিছুটা উত্তাপ পেয়ে সাড়া দিতে পারেন। তাছাড়া তাঁকে এই মুহূর্তে সজীব করার আর কোন উপায় নেই।

দেবেন মন খারাপ করে তার চেয়ারে বসে ভাবতে থাকে, কখন কবি আবার সতেজ হয়ে তার দিকে খেয়াল করবেন। কবি যখন সত্যিই আবার জেগে উঠলেন তখন দেবেনের কবিতা নিয়েই তিনি কথা শুরু করলেন দেখে সে আশ্চর্য হলো।

কবি হঠাৎ বিরক্তভরা কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'সব তোতু বাচ্চার দল। এতোক্ষণ তোমরা যে সব কবিতা আবৃত্তি করে শোনালে সেগুলো শুনলে সহজেই বোঝা যায় এসব কবিতা বাচ্চাদের জন্য লেখা এবং এগুলো তোমাদের মায়ের লেখা। কিন্তু আমার কথা মনে রেখো, উর্দু কবিতাকে যদি একটা সম্মানজনক জায়গায় দাঁড় করাতে চাও তাহলে এসব কবিতা থেকে মিষ্টতা বাদ দিতে হবে আর সে জায়গায় আনতে হবে বাঘের হুঙ্কার। প্রতিটি এমন উর্দু শব্দ ব্যবহার করতে হবে যা থেকে

www.BanglaBook.org

বোমার শব্দ বের হয়। হিন্দিওয়ালারা উর্দুকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বন্দি করে তার মাধুর্য নিয়ে গবেষণা শুরু করেছে। তারা মনে করে এই ভাষাটিকে তারা সার্থকতার সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদে কবর দিতে কৃতকার্য হয়েছে। কিন্তু আমার তরুণ বন্ধুরা, আমি চাই তোমরা ভাষা প্রয়োগে কাঠিন্য এনে এই সব হিন্দিওয়ালাদের বুঝিয়ে দাও, উর্দুভাষায় প্রাণ আছে—আছে উদ্যম আর শক্তি। এই ভাষা মিষ্টতা দিয়ে যেমন মানুষকে মোহিত করতে পারে ঠিক তেমনি পারে শক্তি আর বেগময়তায় ফেটে পড়তে।'—এই কথাগুলো তিনি তাঁর চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তরুণ কবি আর আবৃত্তিকারদের উদ্দেশ্য করে বললেন।

তাঁর কথা শুনে উপস্থিত তরুণদের মধ্যে থেকে লাল চোখ আর হলুদ দাঁতওয়ালা এক তরুণ একটা বিকৃত উক্তি করলো। তার উক্তি শুনে বেশ কয়েকজন হেসে উঠলো কিন্তু তিনি না রেগে বললেন, 'তুমি যে কথাটা বললে সেটা দিয়েও ওদের নিবৃত করা যায়। আমি চাই যে কোন অবস্থান থেকে হোক ওদেরকে বোঝাতে হবে উর্দু মারা যায়নি, এখনও বেঁচে আছে।'—কথাটা শেষ করে তিনি তাঁর হাতের গ্লাসটা জোরে হাঁটুর উপর বসালেন। কিছুটা মদ সেটা থেকে ছলকে পড়লো।

একজন লম্বা লোক দাঁড়িয়ে বললো, 'আমি দুটো কথা বলতে চাই, নূর সাহেব। আমার মনে হয় উর্দু কবিতার দিন শেষ হয়ে গেছে আর তাই হিন্দিওয়ালাদের ব্যবহারের জবাব দিতে হলে আমাদের কবিতার ভাষা ছেড়ে সাংবাদিকতার ভাষায় কথা বলতে হবে। তাই আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, ওদের সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দিন উর্দু তার শক্তি দিয়ে যে কোন ভাষাকে মোকাবেলা করতে পারে।

'বাহ্ বাহ্! বেশ সুন্দর বলেছেন ভাই।' ঠাট্টাচ্ছলে আর এক তরুণ বলে উঠলো, 'আমরা কোন ভাষা নিয়ে হিন্দিওয়ালাদের আক্রমণ করবো জানতে পারি? আজ ত্রিশ বছর ধরে এই ভাষাকে উপেক্ষা করার ফলে এর নখের ধার কমে গেছে। দাঁত নড়ে গেছে শুধু অলীক অনুপ্রাস নিয়ে কি যুদ্ধ করা যায়? যদি আপনার সত্যিকারের অস্ত্র দরকার হয় তবে দয়া করে সীমানা পার হয়ে পাকিস্তানে চলে যান, সেখানে এসব প্রচুর পাওয়া যাবে। এখানে আমাদের বাঁচতে হলে হিজড়ার মতো হয়েই বাঁচতে হবে।

দেবেন নূর সাহেবের চেহারার দিকে তাকিয়ে তাঁর অভিব্যক্তি বোঝার চেষ্টা করলো। তিনি বিরক্তির সাথে মাথা দোলাতে লাগলেন এবং গলায় ঘড়-ঘড় শব্দ তুলে কাজের ছেলেটার উদ্দেশ্যে জোরে চেঁচিয়ে বললেন, 'আরও বিরিয়ানি আনো।' দেবেন বুঝতে পারলো এখনকার আলোচনার ধরনটা এই বৃদ্ধ কবি পছন্দ করছেন না। তিনি এটার ইতি টানতে চান।

www.BanglaBook.org

আরও বিরিয়ানি আসলো। এবার সেই সাথে আসলো দেশি মদ। কবি আরো কিছুটা বিরিয়ানি খাবার পর মদ খেয়ে আবার আলোচনা শুরু করলেন। বেশ জোরেশোরে আলোচনা শুরু হলো। আলোচনার ধরন দেখে মনে হলো এর শুরু আজ হয়নি, বেশ আগে থেকে শুরু হয়েছে। যারা এতে অংশগ্রহণ করছে তারা একজন আর একজনের কথার সূত্র ধরে অনায়াসে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। এই আলোচনার দু'টো প্রচ্ছন্ন দল আছে—একটা পাকিস্তানি দল একটা হিন্দুস্থানী দল। আর আছে শুদ্ধ ফার্সীপন্থী এবং ফার্সী হিন্দুস্থানী মিশ্রিতপন্থী। তারা নিজেদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক করছে। কখনও ঝগড়ায় লিপ্ত হচ্ছে আবার কখনও করছে মশকরা। তাদের প্রত্যেকের ব্যবহারের ধরন দেখে মনে হচ্ছে তারা তাদের জন্য নির্ধারিত অভিনয়ের অংশটা সম্পাদন করে চলেছে।

তাদের কথাবার্তায় তেমন কোন কড়া যুক্তি নেই। কারও কারও কথায় যুক্তি থাকলেও তেমন কঠিনভাবে সেটা প্রয়োগ করে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার মতো উদ্দীপনা নেই। তর্ক চালাতে হবে তাই চালিয়ে যাওয়া। নূর সাহেব এই তর্ক বিতর্ক শান্তভাবে বসে উপভোগ করে চলেছেন। কাঠি দিয়ে দাঁত খোচাচ্ছেন আর মাঝে মাঝে তাঁর খাটের নিচে রাখা পিকদানিতে থুথু ফেলছেন।

কবি এবার মাথা ওঠালেন। সবার দিকে তাকিয়ে জোরে মাথা দুলিয়ে বললেন, 'ভুল। ভুল। ত্রিশ বছর ধরেই তোমরা ভুল করে আসছো। ব্যাপারটা আসলে পাকিস্তান-হিন্দুস্থান, উর্দু-হিন্দির নয়; এমন কি এটা ইতিহাসেরও ব্যাপার নয়। যা কিছু করার—করেছে সময়। ব্যাপারটা আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি আর হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারছি।—বলে তিনি তাঁর বুকে হাত দিয়ে চেপে ধরলেন। ঘর ভর্তি লোক একেবারে চুপ হয়ে নূর সাহেবের কথা শুনতে লাগলো।

নূর সাহেব তার যুক্তিপূর্ণ কথা দিয়ে তাঁর চারপাশে উপস্থিত অর্বাচীন সমালোচকদের নিস্তব্ধ করে দেওয়ায় দেবেন বেশ পুলকিত হলো। খুশিতে তার হৃদকম্পন কিছুটা বেড়ে গেলো। কিন্তু এর ঠিক পরই নূর সাহেবের আর একটি কথায় দেবেনের বুক ধড়ফড়ানি পেলো আরও বেড়ে।

কবি এবার মুখ তুলে অন্ধকারে এক কোণে বসা তার দিকে সোজা তাকিয়ে বললেন, 'এই যে উনি এসেছেন আমার পক্ষে কথা বলার জন্য।' দেবেনকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, 'উনার গলায় আমার অভিব্যক্তি প্রকাশ পাবে। তোমরা সেটা শুনে আমাকে বলবে আমার কবিতায় আমি কি জীবনের কথা বলেছি নাকি জীবন বিচ্ছিন্নতার কথা বলেছি। হিন্দি সেক্ষেত্রে কি করেছে ? যারা

www.BanglaBook.org

হিন্দিকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তারা উর্দুর বোনা ফসল খেয়ে ক্ষেত উজাড় করেছে।'

নূর সাহেবের এসব কথা শুনে দেবেন হকচকিয়ে গেলো। তার চেহারায় আতংকের ছাপ পড়লো। উপস্থিত লোকদের মধ্যে যারা তার সেই আতংকিত রূপ দেখতে পেলো তারা হাসাহাসি করলো। আসলে কবি দেবেনের শিশুসুলভ উচ্ছ্বাসকে অন্যভাবে কাজে লাগাতে চান। এটা অন্যায়। দেবেন ভাবে, এখানে তার আসা উচিত হয়নি। বিশেষ করে এসব আলোচনা শোনা বা এতে অংশগ্রহণ করা তার মোটেই ঠিক না। সে একজন হিন্দু। তার উপর সে হিন্দির শিক্ষক। নূর সাহেবের প্রতি তার শ্রদ্ধাবোধে আচঁড় লাগে। ভাষা নিয়ে রাজনীতিতে সে নিজেকে মোটেই জড়াতে রাজি না। আর তাই সে মুখ দিয়ে একটা শব্দও উচ্চারণ না করে চুপচাপ বসে থাকে।

নূর সাহেব চোখ ছোট করে দেবেনের দিকে তাকিয়ে ঠাট্টাচ্ছলে বললেন, 'কি ব্যাপার, চুপ করে আছেন কেন ? কিছু বলুন। আপনি কি এই সামান্য আলোচনার পরই উর্দু ভাষা ভুলে গেলেন ? আমার কবিতা কি আপনার কাছে এখন অপরিচিত লাগতে শুরু করেছে ? আমাদের সাথে নিজেকে না জড়িয়ে লক্ষ্মীছেলের মতো বাড়ি ফিরে যান। সহজ-সরল হিন্দি ভাষায় প্রেম চাঁদের লেখা গল্প পড়ান, পান্থ আর নিরালার লেখা কবিতা পড়ান। সহজ সাবলীল ভাষায় গো-মাতা পূজা আর কৃষ্ণলীলার ব্যাখ্যা করে ছাত্র-ছাত্রীদের বোঝান। ওটাই আপনার বিষয়—তাই নয় কি অধ্যাপক সাহেব ?' কথাগুলো শেষ করে নূর সাহেব বেশ জোরে হাসতে লাগলেও উপস্থিত সবাই চুপ করে রইলেন। সবাই কৌতুহল নিয়ে দেবেনের দিকে তাকালেন। এই ঘরটিতে এতো নিস্তব্ধতা এর আগে দেবেন অনুভব করেনি।

'আমি কোন কবি নই। শুধুমাত্র একজন শিক্ষক।'—দেবেন ভয়ে ভয়ে বলে কিন্তু তার কথায় কেউ কান দেবার প্রয়োজনীয়তা মনে করে না।

এই অসহনীয় পরিবেশ থেকে তাকে রক্ষা করে সেই লম্বা লোকটি। সে দাঁড়িয়ে বলে, 'কবি শ্রী গোবিন্দের সাইকেলের উপর লেখা একটা কবিতা এবারের সাহিত্য একাডেমী পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছে, সম্ভবত আপনারা জানেন। এই কবিতাটি আবার এটলাস সাইকেল কোম্পানি তাদের বিজ্ঞাপনের কাজে নিয়ন সাইনে ব্যবহার করছে। আমাদের বাজারেও এ রকম কয়েকটা নিয়ন সাইন আছে। আমার কথা হচ্ছে বাজারে এক সে-এক ভালো উর্দু গল্প, উপন্যাস আর কবিতার বই থাকার পরও কি নির্বাচকদের চোখে সেগুলো পড়লো না ? ঘটনাটা আসলে তা নয়। আসলে এ দেশের সবাই মনে করেন ১৯৪৭ সালে উর্দুর মৃত্যু হয়েছে। এখন দু'চারটা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে উর্দু বিভাগে যা পড়ানো হয় সেটা উর্দু নয়—উর্দুর প্রেতাত্মা। অন্যদিকে হিন্দির জয়জয়কার চারদিকে। হিন্দিকে

www.BanglaBook.org

সজীব উজ্জ্বল করার জন্য যা যা করা দরকার, তারচে' বেশি করা হচ্ছে বৈ কম না।'—কথাটা শেষ করে সে উচ্চকণ্ঠে একটা কবিতা অবৃত্তি করে শোনালো—

চাঁদ, সূর্য, তারা, আকাশ
গ্রহ, আমি, নক্ষত্র, বাতাস
সব কিছু—আমিও সৃষ্টি আল্লার
তাই আমারও অধিকার আছে
তারকা হবার—

লোকটির আবৃত্তি শুনে সবাই যখন হাসতে ব্যস্ত ঠিক তখনই নূর সাহেব বিরক্তির সাথে লোকটির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি কি মনে করেন এখানে যারা বসে আছেন তাঁদের মধ্যে কেউ এরচে' ভালো কবিতা আবৃত্তি করতে পারে না ? আমি তো মনে করি দিল্লির বাজারে বাজারে এরচে' ভালো কবিতা পড়তে প্রতিদিন শোনা যায়। শোলে ছবির গানও এরচে' অনেক গুণ ভালো বলে আমি মনে করি। আমার চুন্নার গলায় সেই গান শুনলেই বুঝতে পারবেন।'—বলেই তিনি তাঁর পায়ের কাছে বসা কাজের ছেলেটিকে ধাক্কা দিয়ে বললেন, 'যাও, চুন্নাকে ডেকে আনো আমার কাছে।' কাজের ছেলেটি এতোক্ষণ বসে ঝিমোচ্ছিলো। ঝাঁকানি খেয়ে জেগে উঠে বললো—

'সে এখন ঘুমোচ্ছে।'

'সে কি করছে, সেটা আমার জানার দরকার নেই। বড় হয়ে সে কি করবে, সেটাই আমাকে দেখতে হবে। একজন কবির ছেলেকে বড় হয়ে গায়ক হতে হবে। যাও, ওর মাকে বলো তাকে ঘুম থেকে জাগাতে। তারপর তাকে এখানে নিয়ে এসো। আমি চাই সে আমার বন্ধুদের জন্য গান গেয়ে শোনাক। তার গান এসব আলতু-ফালতু কবিতা থেকে অনেক গুণ সুখ-শ্রাব্য।'—বলে কবি শূন্যে হাত নাড়াতে লাগলেন। তাঁকে দেখে খুবই অসহায় মনে হলো।

লম্বা লোকটি এবার দাঁড়িয়ে বললো, 'নূর সাহেব, আমি বুঝতে পারছি শ্রী গোবিন্দের কবিতা আবৃত্তি করার জন্য আপনি আমার উপর রাগ করেছেন। ঠিক আছে আমি আজ থেকে এসব কবিতা ত্যাগ করলাম।'—বলে লোকটা নিচে পড়ে থাকা একটা টিনের বাসনে লাথি মারলো। বাসনটা থেকে তেল চর্বি আর খাবার চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

আর একজন তার হাতের গ্লাস উঁচু করে বললো, 'ঠিক আছে, ভালো করেছেন। সব কিছু ভেঙে ফেলা উচিত।'—বলে সে তার হাতের গ্লাস মাটিতে ফেলে দিলে সেটা সশব্দে ভেঙে গেলো। আর একজন লোক উঠে দাঁড়িয়ে নূর

www.BanglaBook.org

সাহেবের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললো, 'আমি আপনার জন্য গান গাইবো, নূর সাহেব। আমার এই গানটা শুনুন। আজাদি পত্রিকার জন্য গানটা আমি লিখেছিলাম। এক শয়তান পরিচালক গানটা তার ছবিতে ঢুকিয়েছে। আমাকে সেজন্য একটা কানাকড়িও দেয়নি।' গান গাইবার পরিবর্তে লোকটা দু'হাতে চোখ মুছতে মুছতে কাঁদতে লাগলো। তার সাথীরা সবাই তার কান্না দেখে জোরে হেসে ওঠে তার পিঠ চাপড়ে বললো, 'পরিচালক টাকা দেয়নি তো কি হয়েছে ? আমরা তোমাকে পয়সা দেবো। এই তোমাদের কাছে কি আছে ওকে দাও।' একজন পকেট থেকে বিশ পয়সা বের করে ওর দিকে ছুঁড়ে বললো, 'কবি, এই নাও বিশ পয়সা। এবার তোমার গান শুরু কর।' সবাই এই কারবার দেখে হাসতে লাগলো।

দেবেন ঘরভরা লোকদের এই ঠাট্টা-বিদ্রুপের মধ্যে দেখলো, কবি হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে সোজা হাঁটতে শুরু করেছেন। এতো অসুস্থ লোকটি কিভাবে একাই হাঁটতে লাগলেন সেটা সে খুবই আশ্চর্যের সাথে প্রত্যক্ষ করতে লাগলো। তিনি যখন দরজার ঠিক কাছে পৌঁছে পর্দা উঠিয়েছেন তখন ঘরে উপস্থিত লোকেরা সেই কবিকে উদ্দেশ্য করে বলে চলেছে, 'তুমি যদি তোমার গান না শোনাও তা হলে আমরা সবাই মিলে শ্রী গোবিন্দের গান গাইতে শুরু করবো।

'মাখন, দুধ, দই, ঘি
মিষ্টি, পানি ও খাবার আর কি ?
সব কিছু—এসব কিছুই সৃষ্টি আল্লার
মাখন দাও—মাখনে ঢাকো শরীর আমার।'

কবি পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে যেতেই দেবেন তার পিছু নেয়। প্রচণ্ড বেগে কবি বারান্দা দিয়ে হাঁটতে থাকেন। দেবেন আশ্চর্য হয়। এই বয়সে অসুস্থ একজন লোক কিভাবে এতো দ্রুত হাঁটতে পারে! কবি পাশের একটা ঘরে ঢুকে পড়েন কিন্তু বেশিক্ষণ আর দাঁড়াতে পারেন না। ওই ঘরে মাদুর পেতে শুয়ে থাকা এক মহিলার উপর উপুড় হয়ে পড়ে যান। মহিলা বিরক্ত হয়ে তাঁকে সরিয়ে উঠে দাঁড়ালে কবির মুখ দেবেন দেখতে পায়। সেই মুখে ভরে আছে রক্ত। রক্ত দেখার পর দেবেনের পক্ষে বসে থাকা সম্ভব হয় না। সে ছুটে ঘরে প্রবেশ করে কবিকে জড়িয়ে ধরে মুখটা উপরে করে রাখে। তার স্বপ্নের মহানায়কের একি অবস্থা!

মহিলা গলায় ঝাঁঝ মাখানো শব্দে তিরস্কার করে বলে ওঠেন, 'আপনারা—কবির এসব বন্ধু আর অতিউৎসাহী ভক্তরা আজ তার এই অবস্থা করেছেন! এর

www.BanglaBook.org

জন্য আপনারাই দায়ী। কবির জন্য যখন আপনার এতোটাই দরদ তখন দয়া করে আমার এ ঘরটা পরিষ্কার করে যাবেন।'

মহিলার কথা শেষ হবার আগেই কবি কাঁপা গলায় বললেন, 'এসব কিছু না, আমার আলসার।'

'আলসার থাকলে আপনি কেন এ ধরনের খাবার খেতে গেলেন?'—বললো দেবেন।

মহিলা বললেন, 'আলসার-ফালসার কিছুই নয়। ওসব মদ।' বিয়ে করার পর থেকে ও আমাকে কি দিয়েছে? তার দেয়া অত্যাচার ছাড়া আমি আর কিছুই পাইনি। আপনারা এখানে আসেন, খাওয়া-দাওয়া করেন। মদ খান। গান-বাজনা হৈ-হুল্লোড় হয়। তারপর আমার উপর চলে এই অত্যাচার। উনি নাকি বিশাল কবি। একটু তাকিয়ে দেখুন, কিভাবে বসে মদের নেশায় দুলছেন। আমার তো ওঁকে মানুষ ভাবতেই ঘৃণা লাগে।'

'আপনি দয়া করে ওভাবে বলবেন না। উনি অসুস্থ। আলসার রোগে আক্রান্ত।' দেবেনের কথা শেষ হবার আগেই খাটে শুয়ে থাকা কবির শিশুপুত্র চেঁচামেচিতে ঘুম থেকে জেগে উঠলো। জেগেই সে দু'হাত মুঠি করে চোখ ঘষে কাঁদতে লাগলো। তার হাত থেকে কিছুক্ষণ আগে দেবেনের দেয়া পয়সা মাটিতে স-শব্দে পড়ে গেলো।

মহিলা বললেন, 'এই বাচ্চার কথাটা একটু ভেবে দেখুন—সে তার জ্ঞান হবার পর থেকে কি দেখছে? দেখছে তার বাবার মাতাল হবার দৃশ্য। বন্ধু-বান্ধব নিয়ে খাওয়া-দাওয়া, হৈ-হুল্লোড় আর মায়ের চেঁচামেচি। এসব কিছু তার মনে কি ধরণের ছায়াপাত করবে, বলতে পারেন? এই লোকটির উচিত ছিলো শান্ত পরিবেশে চিন্তা করা আর লেখাপড়ায় ডুবে থাকা। কিন্তু ইনি করছেন ঠিক তার বিপরীত কাজটি। দিন দিন অবনতির গভীরে তলিয়ে যাচ্ছেন। এ সবকিছুর মূলে আছেন আপনারা। আপনাদের মতো বন্ধু-বান্ধব। আপনারা এখানে আসেন—খাওয়া-দাওয়া করে, মদ পান সেরে লোকটাকে অবনতির শেষ সীমায় পৌঁছে দিয়ে চলে যান।'—বলে মহিলা ঘরের দেয়াল ঘেঁষে রাখা একটা বুকশেলফের কাছে গিয়ে সেখানে রাখা বেশ কয়েকটা কাগজের বান্ডিলের একটা করে নিয়ে দেবেনের দিকে ছুঁড়ে মেরে বলতে থাকেন, 'নিন, ধরুন আপনার কবির শ্রেষ্ঠ কীর্তিকলাপ। তাঁর লেখা মহাকাব্য। ছিঁড়ে ফেলুন, পুড়িয়ে দিন।'

দেবেন তার কথার ফাঁকে কয়েকটা খবরের কাগজের টুকরা হাতে নিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে বারান্দায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে। ঘরের মধ্যে কবি আর তাঁর স্ত্রীর আলাপ চলতে থাকে। স্ত্রী জোরে চেঁচিয়ে তাঁকে গালমন্দ করতে থাকলেও কবি তাঁর স্ত্রীর নাম ধরে তাঁকে শান্ত করে বোঝাবার চেষ্টা করতে থাকেন। দেবেন

www.BanglaBook.org

একবার ভাবে তার হাতের কাগজগুলো বারান্দা থেকে নিচে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। পরে কি ভেবে সেগুলো হাতে করে সিঁড়ি দিয়ে ধীর পায়ে নিচে নেমে আসে। দরজা ঠেলে রাস্তায় বের হয়।

বাড়িটার দিকে তাকিয়ে সে ভাবে, দুপুরে এই বাড়িতে ঢোকার আগে দেয়ালের এপাশে দাঁড়িয়ে যাঁর গলার আওয়াজে সে শিহরিত হয়েছিলো, যাঁকে দেখতে পাবার জন্য মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলো; সেই লোকের কি পরিণতি অবলোকন করতে হয়েছে তাকে! কি নিদারুণ দুরাবস্থায় তাঁকে সে রেখে এসেছে। দেবেন এবার তার হাতের কাগজগুলো নর্দমায় ফেলে। হাঁটতে থাকে। নিজের অজান্তেই তার হৃদকম্পন বাড়তে থাকে, নিঃশ্বাস খাটো হয়ে আসে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চার

ভোরের বাসে দেবেন বাড়ি ফিরছে। সারারাত সে ঘুমাতে পারেনি; তাই বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ভোরের ঠান্ডা বাতাস গায়ে লাগায় চোখ বুজে আসছে কিন্তু সে ঘুমাতে চায় না। তার পাশে বসে থাকা গোয়ালা তার সব নড়াচড়া এবং মুখের পরিবর্তন আর ক্লান্তি বেশ ভালোভাবে লক্ষ্য করে এবং এক সময় বলেই ফেলে, 'বাছা, তোমার কি শরীর খারাপ করছে?'

দেবেন মাথা নেড়ে জানায়—না। সে আসলে গত সন্ধ্যার কথা মনে করে বেশ কষ্ট পাচ্ছে। সেই লাল ঠোঁটের ফর্সা মহিলা যদিও তাকে নানা কঠিন বাক্য বাণে বিদ্ধ করেছেন, আসলে কিন্তু তিনি তাকে উদ্দেশ্য করে কিছুই বলেননি। তিনি নিজের সাথে নিজেই কথা বলে মনের কোণে জমে থাকা কষ্টের বোঝা লাঘবের চেষ্টা করেছেন।

বাস একটানা একই গতিতে চলতে থাকে। দেবেন জানালা দিয়ে তাকিয়ে একটার পর একটা সাইনবোর্ড পড়তে থাকে—মীরা সুগার ফ্যাকটরি, ফ্রেন্ডস সাইকেল রিপেয়ার্স, মোদি টায়ার এন্ড টিউবস। এরপর দেখতে পায় কয়েকটা ভাঙা মাটির বাড়ি। তার একটিতে লেখা পাঞ্জাব ইটিং হাউস; হট ফুড কোল্ড ড্রিঙ্ক। এই সাইনবোর্ডে তার চোখ আটকিয়ে যায়। বেশ মজা পায় সে। সারা রাতের নিদ্রাহীন চোখ মজা পেয়ে ঝলসে ওঠে।

পাশের লোকটি এবার তার দিকে একটা বিড়ি বাড়িয়ে দিয়ে বলে, 'বাছা, একটা টান দিয়ে দেখো, শরীর চাঙ্গা হয়ে উঠবে।'

দেবেন মাথা নেড়ে ধন্যবাদ জানিয়ে বলে—সে সিগারেট বিড়ি খায় না। তার একবার ইচ্ছে করে বাসের জানালায় মাথা ঠেকিয়ে চোখ বুজে কিছুটা ঘুমিয়ে নেয়। কিন্তু না, সে ঘুমোবেনা। আসলে ঘুম তার আসবেনা।

কিছুক্ষণ পরই মরুভূমিতে মরুদ্যানের মতো মিরপুর কৃষি কলেজ দেখা যায়। তার অল্প কিছুক্ষণ পরই রেলওয়ে ক্রসিং পেরুবার পর বাস টারমিনালে এসে দাঁড়ায়। এখানে সবকিছুই দেবেনের পরিচিত, বড় আপন। সে বাস থেকে নামার পরপরই তার এক ছাত্রের দেখা পায়। ছাত্রটি সাইকেল করে কলেজের দিকে যাচ্ছে। সেও তার শিক্ষককে দেখতে পায়। তার চোখে বিস্ময়। এতো সকালে

www.BanglaBook.org

স্যার কোথা থেকে আসতে পারেন! তাদের এই চোখাচোখি হবার মুহূর্তে নূর সাহেবের লেখা একটি কবিতার দু'টো লাইন দেবেনের মনে পড়ে যায়। ঠিক বাতিল বাস টিকিটের মতো—

'রাত শেষ, ভোর আগত এবং দুঃখের ফিরে আসা।
মোরগের ডাকের মধ্য দিয়ে সেই খবর প্রচার করা।'

সে বাস থেকে নেমে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। মনে হয় কেউ যেন তার পা সিমেন্ট দিয়ে মাটিতে আটকে দিয়েছে। ব্যস্তসমস্ত বাস যাত্রীরা কেউ ডান দিক কেউ বাঁ দিক দিয়ে তাকে ধাক্কা দিতে থাকে। তার কোনদিকে খেয়াল নেই। সে তার মাথা ঝাঁকি দিয়ে নিজেকে প্রকৃতস্থ করার চেষ্টা করে। ভাবে—কি করা যায়। একবার ভাবে—এভাবে সাত-সকালে সে সরলার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে না। সে নিশ্চয় তার উপর দারুণ রেগে আছে। বেশ কিছু কড়া কথা শুনিয়ে দিতে পারে। তারচে ভালো, সকাল-সকাল কলেজে যাওয়া। পুরো কলেজ ফাঁকা থাকায় সে ট্যাপ খুলে ঠান্ডা পানিতে মাথাটা ভালোভাবে ধুয়ে ফেলতে পারবে। তারপর মুখ-হাত-পা ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে ক্যান্টিন থেকে এক কাপ কফি খেয়ে সোজা ক্লাসে চলে যাবে। যদিও ক্লাসের শুরুতে একটা হোঁচট খেতে হবে কিন্তু পরে সব ঠিক হয়ে যাবে। এরপর কোন ঘটনা বা কোন বন্ধুর কাছ থেকে সাহস সঞ্চয় করে বাড়ি ফিরে যাওয়া যাবে। একবার বাড়ি ফিরে যেতে পারেন সে আর কখনও কোনদিন এ ধরনের কাজ মাথায় নিয়ে এগোবে না। এভাবে চিন্তার মধ্যে সে চারদিকের ধাক্কা আর চেঁচামেচি থেকে রক্ষা পাবার জন্য ভিড় থেকে বেরিয়ে আসে।

দেবেন বাড়ির কাছে পৌঁছতেই দেখতে পেলো সরলা দরজায় দাঁড়িয়ে। শাড়ির আঁচল দিয়ে কাঁধ আর দু'হাত ঢেকে রেখেছে সে। সরলা সে সময় এমন একজনের সাথে কথা বলছিলো যাকে দেবেন মোটেই পছন্দ করে না। এই প্রতিবেশী মহিলা তার এক সহকর্মীর বিধবা মা। গোঁড়া ধার্মিক প্রতিবেশী। সবার সব ব্যাপারে তাঁর মাথা গলানো চাই-ই।

দেবেন ঘড়ঘড় শব্দে রাস্তার পাশের গেট খুলতেই দু'মহিলা মাথা উঁচু করে তার দিকে তাকালেন। দেখে মনে হয় তারা অপরিচিত কাউকে দেখছে। সরলা এক হাত দিয়ে শাড়ির আঁচল টেনে মাথায় ঘোমটা দিলেন। তিনি সাধারণত ঘোমটা দেন না। তাঁর এই ভঙ্গি দেখে পরিষ্কার বোঝা গেলো, তিনি একটা কান্ড ঘটানোর পাঁয়তারা করছেন। দেবেন খানিক হাসার চেষ্টা করে সাথে সাথে মুখে হাত দিয়ে সেটা ঢেকে ফেলে। ভাবে এখন এমন কিছু করা ঠিক হবে না।

www.BanglaBook.org

মিসেস ভাল্লা নামের সেই প্রতিবেশী মহিলা দেবেনকে পাশ কাটিয়ে যাবার সময় তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বললেন, 'আমি সরলাকে বলেছি সে যেন চিন্তা না করে; কেননা আমার ভাতিজা তোমাকে দিল্লির বাস থেকে সকালে নামতে দেখেছে। সে তখন তার বাবার জন্য হোমিওপ্যাথিক ওষুধ আনার জন্য যাচ্ছিলো। তখন অবশ্য সকাল ছ'টা বাজে।'

'হ্যাঁ, ঠিকই আছে। আমি রাতের শেষের বাস ধরতে না পারায় ভোরের প্রথম বাস ধরে এসেছি। আর বাড়ি না ফিরে কলেজের ক্লাস সেরেই ফিরেছি।'

তিনি এবার একটু আগ বেড়ে বললেন, 'সেটা ভালো কথা কিন্তু কাউকে দিয়ে তোমার একটু খবর দেওয়া উচিত ছিলো। ব্যাপারটা খুবই ছোট কিন্তু বাড়িতে যেসব মহিলা উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে তাদের জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।'—কথাটা বলে তিনি ঝগড়া শুরু করার ইঙ্গিত দিয়ে দুলকি চালে চলে গেলেন।

সরলা হঠাৎ দরজা ছেড়ে ঘরের ভেতর প্রবেশ করলেন কিন্তু তিনি মাথা থেকে ঘোমটা সরালেন না। তাঁর এই হাবভাব দেখে মনে হয় কোন ধর্মীয়-অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি। দেবেন তার পিছু পিছু ঘরে প্রবেশ করলেও সে ভালো করে জানে সরলার এই ভাবভঙ্গির আসল মানে আর কিছু নয়—তাকে বেশ কিছুদিন শাস্তি দেবার পূর্বাভাস মাত্র। তার নিজেকে বৃদ্ধ মনে হতে লাগলো—মনে হয় তার দাঁত মাড়ি থেকে আলাদা হয়ে গেছে, মাথার চুল টানলে হাতে চলে আসবে। সে নূর সাহেবের করুণ অবস্থা নিজ চোখে দেখে এসেছে। তাই ভালো করে জানে, নোংরা পরিবেশে প্রেম-ভালোবাসাহীন-জীবন কতটুকু দুর্বিষহ হতে পারে। কিন্তু তার নিজের ঘরের ছিমছাম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ দেখে সেই ভীতিটুকু কেটে গেলো। নিজেকে তার পরাজিত মনে হলো।

সরলার সাথে বিয়ের সময় দেবেন শিক্ষকতার তুলনায় কবিতা নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকতো। একটা কলেজে অস্থায়ী প্রভাষকের চাকরি করতো এবং অবসর সময়ে কবিতা লিখে চলতো। বিয়েটা অবশ্য তার নিজের পছন্দে হয়নি। তার মা আর খালা মিলে মেয়ে পছন্দ করেছিলেন। মায়ের চেয়ে খালা এ ব্যাপারে ছিলেন অনেক বেশি খুঁতখুঁতে। সরলা খালার বান্ধবীর মেয়ে। তাঁরা পাশাপাশি বাড়িতে থাকায় খালা দীর্ঘদিন ধরে সরলাকে কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পান। তাঁর খুঁটি-নাটি সবকিছু দেখে বিচার করার পর তাঁরা তাকে দেবেনের উপযুক্ত বিচার করেন।

তাঁরা আসলে কুমারি সরলাকে যাচাই করে দেখেছিলেন কিন্তু নব-পরিণিতা সরলার বিবাহিত-জীবনে চাওয়া-পাওয়ার একটা ব্যাপার অবশ্যই আছে—সেটা

www.BanglaBook.org

তাঁরা তাঁদের দারিদ্র্যক্লিষ্ট দুর্বিষহ জীবনে উপলব্ধি করতে পারেননি। তাই তাঁরা সরলার পুরোটা দেখতে পাননি। সরলাদের পরিবার গরীব হলেও আমাদের মতো এতোটা গরীব নয়। তাই তার স্বপ্ন আমাদের তুলনায় কিছুটা বেশি রঙিন হবে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বিয়ের পর তাই তাঁর চাওয়া-পাওয়ার ব্যাপারটাও আমাদের তুলনায় বেশ কিছুটা বেশি। তিনি চান আমি কাজের ফাঁকে তাঁকে নিয়ে থিয়েটার, সিনেমায় যাই। তাঁর অন্য বান্ধবীদের ঘরের মতো ঘরে টেলিফোন, ফ্রিজ, এমন কি একটা ছোট গাড়ি থাকুক ইত্যাদি...।

সরলার মা তাঁকে স্টেনলেস স্টিলের হাড়ি-বাসন পাঠান, তার বোন পাঠায় এ্যামব্রোয়ডারি করা বালিশের কভার কিন্তু সরলা অন্যকিছুর স্বপ্ন দেখেন। তিনি দেখেন চক্‌চকে নতুন গাড়ি থেকে হাতে শপিং ব্যাগ নিয়ে তিনি নামছেন। ঝকঝকে নতুন ফ্রিজে সে সব জিনিস রাখা শেষ করার আগেই তাঁকে দৌড়াতে হচ্ছে ফোন ধরার জন্য। সেই ফাঁকে পর্দার আড়াল থেকে তাঁর স্বামী তাকে চোখ ইশারা করে কাছে ডাকছে ইত্যাদি...।

একজন সাধারণ মফস্বল শহরের কলেজ শিক্ষককে বিয়ে করার ফলে সরলার এই রঙিন স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবার কোন সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। সরলার এই স্বপ্ন তাই ভেঙে খান-খান হয়ে গেছে। তিনি একজন ভাগ্যের শিকার। দেবেন নিজেও তাই; কারণ পরিবারে দু'জনের একজন যদি নিজেকে দুর্ভাগ্যের শিকার মনে করে মনোকষ্টে দিনাতিপাত করে, তবে অন্যজন ভাগ্য না মানলেও তাকে একই কষ্টে দিন কাটাতে হয়। দেবেন তাও কিছুটা ভালো অবস্থানে আছে; কারণ মন খারাপ থাকলে তার প্রিয় কবিতা তাকে আশ্রয় দেয়। বেচারি সরলার মন ভালো করার কোন মাধ্যম নেই।

সরলার রোষ থেকে রেহাই পাবার বেশ কিছু পদ্ধতি তার জানা থাকলেও সে সব কাজে লাগাতে দেবেনের ইচ্ছে করে না। আগে এমন হলে সে বেশির ভাগ সময় দোষ নিজের কাঁধে চাপিয়ে নিতো। কখনো বা তার পছন্দমতো খাবার হয়নি বলে থালা ছুঁড়ে ফেলতো। ছোট বাচ্চাটা কেন কাঁদছে সেটাও কখনো হতো তার বিরক্তির অভিব্যক্তি। শার্ট ঠিকমতো ধোয়া নেই বা বোতাম নেই—এই সামান্য কারণে শার্ট ছিঁড়ে ফেলতো।

আজ কিন্তু সে তেমন কিছুই করলো না। বারান্দায় রাখা ভাঙা বেতের চেয়ারে বসে সে ঘরের ভেতর তার বাচ্চা আর সরলার খেলা করার বিভিন্ন শব্দ শুনতে লাগলো। সরলা বাচ্চা নিয়ে বেশ ব্যস্ত আছে। আজ সে নিজেই নিঃসঙ্গ একাকী।

এই দুঃসহ পরিবেশ থেকে রক্ষা পাবার জন্য দেবেন তার ছেলেকে আদর করে কাছে ডাকে, 'মানু, বাবার কাছে এসো বেটা।' মানু একটা টিনের লাট্টু নিয়ে খেলা করতে ব্যস্ত। বাবার ডাক শুনতে পায় না।

www.BanglaBook.org

দেবেন আবার ডাক দেয়, 'মানু বেটা, বাবার কাছে আসবেনা ?'

মানু এবার বাবার ডাক শুনতে পায়। চোখ তুলে তাকায় বাবার দিকে।

দেবেন দু'হাত প্রসারিত করে বাচ্চাকে কাছে ডাকে; বলে, 'আমার কোলে বসে তোমার স্কুলের কথা বলো।'

মানু চুপ করে দাঁড়িয়ে বাবার দিকে তাকিয়ে থাকে।

'তোমার বইগুলো দেখাও আমাকে। কোথায় আছে তোমার বই ?' দেবেন চেষ্টা করতে থাকে বাচ্চাকে কাছে টানার।

হঠাৎ ঘরের ভেতর থেকে সরলার গলা শোনা যায়। সে বলে, 'যাও তোমার বই এনে বাবাকে দেখাও।'

মায়ের গলা শুনে ছেলে খুশিতে লাফিয়ে ওঠে। দেবেনও এবার দুশ্চিন্তামুক্ত হয়। সে বুঝতে পারে তার শাস্তির সময় পার হয়ে গেছে। সে বেশ স্বস্তিবোধ করে। মনে হয় ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেছে তার।

সে মানুর দিকে তাকিয়ে হাসে। মানু বারান্দা পেরিয়ে বাবার কাছে আসে। সে তার বাবার কাছে থাকতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। কিন্তু তার বই-খাতা বাবাকে দেখাতে দ্বিধা হয়। ভয় পায়, বাবা যদি বকা দেন। সব বইয়েরই পাতা ছেঁড়া। দোমড়ানো মোচড়ানো। খাতার অবস্থা আরও খারাপ।

তার বই-খাতার বেহাল অবস্থা দেখে দেবেন ছেলেকে তিরস্কার করতে গিয়েও থেমে যায়। বুঝতে পারে এখন তার বাবাগিরি ফলানো মোটেই ঠিক হবে না। সরলা পাশের রুমে বসে তাদের কথোপকথন পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে। সে এর আগেও বহুবার মানুকে বলেছে—সে তার ছোটবেলায় বই-খাতা খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতো। তার বাবা এ জন্য তাকে কোন পুরস্কার দিতেন না ঠিকই কিন্তু খুব খুশি হতেন। তার সবসময় চেষ্টা ছিলো বাবাকে খুশি করা। বাবাও আমার পরিচ্ছন্নতার জন্য গর্ববোধ করতেন। দেবেন ভালো করে জানে তার এই কথা বলার পর সরলার কি অভিব্যক্তি হতে পারে। তিনি অবশ্যই ঠোঁট বেঁকিয়ে বিদ্রুপ করবেন। তার ছেলে বিব্রতকর অবস্থায় পড়বে। সে এ দু'টোর কোনটাই এখন সহ্য করতে পারবে না।

সে তার ছেলেকে জিজ্ঞেস করে, 'এখন কি পড়া হচ্ছে তোমার স্কুলে ?'

ছেলে মহাখুশিতে গদগদ হয়ে বই বার করে দেখায়। সেও বাচ্চার সাথে একত্রে মজা করে বইগুলো থেকে পড়তে থাকে। ছবির বই দেখে সে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে। আশ্চর্য সুন্দর ছাপা সব রঙিন ছবি।

এরপর সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। ছেলেকে ডেকে বলে, 'এসো মানু, আমরা বাইরে থেকে বেড়িয়ে আসি।' সে হাত বাড়িয়ে দিলে ছেলে তার বাবার হাতে আঙুল ঢুকিয়ে দেয়। সেটা শক্ত করে ধরে সে। সরলা এসব দেখে ওদের

www.BanglaBook.org

এতো কাছে এসে দাঁড়ান যে, মনে হয় তিনিও তাদের সাথে বেড়াতে যেতে আগ্রহী।

ছেলের হাত ধরে দেবেন হাঁটতে থাকে। রাস্তার দু'পাশে ছোট ছোট বাড়ি। এসব বাড়িতে নিম্ন আয়ের মানুষের বসবাস। এরকমের একটাতে বাস করে সে নিজে। রাস্তার পাশে বাচ্চারা খেলা করে। কিছু মুরগি সদ্য ফোটা বাচ্চাদের নিয়ে রাস্তার পাশে পড়ে থাকা খাবার খুঁটিয়ে খেতে থাকে। প্রায় সব বাড়ির বারান্দাতেই ফুলের টবে ফুল ফুটে আছে। কয়েকটা বারান্দায় বাগানবিলাসের লতাও দেখা যায়। একটা বাড়ির ভেতর রেডিও বাজতে থাকে। রাস্তা থেকে অনুষ্ঠান পরিষ্কার শোনা যায়।

দেবেন মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নেয়। যেভাবেই হোক, দারুণ একটা পরিণতি থেকে রেহাই পাওয়া গেছে। আজ সে নতুন কোন পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে পেরেছে। তার বাচ্চার কচি হাত তার হাতের মধ্যে থাকায় আরও ভালো লাগছে তার। সে হাল্কা পায়ে সামনে এগিয়ে যেতে থাকে। কলোনির চাপা বাতাসের সাথে বিভিন্ন বাড়ি থেকে রান্নার গন্ধ ভেসে এসে নাকে প্রবেশ করে।

দেবেন হাঁটতে থাকে। এই হাঁটার মধ্যে তার দিল্লি সফরের ব্যর্থতা, নূর সাহেবের সাথে সাক্ষাৎকার গ্রহণের অপারগতা—সবকিছু সে ভুলে যেতে চেষ্টা করে। দেবেন ভাবে, সে যদি দিল্লি গিয়ে বিফল মনোরথ হয়ে না ফিরতো তাহলে নিজের সীমাবদ্ধতা সে কোনদিন বুঝতে পারতো না। ঠিক সময়মতোই সে তার যোগ্যতা আর সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে পেরেছে। নিজেকে এর সাথে কিভাবে খাপ খাওয়াতে হবে, সেটাও সে ভালো করে জানে। নিজেকে পরিতৃপ্ত করার উপায় তার জানা আছে। সে আজ যেভাবে ভীতিকর পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পেয়েছে, সেটা তার জন্য দ্বিগুণ আরামদায়ক আর পরিতৃপ্তির।

আজ সে বিশেষভাবে পরিতৃপ্ত এই জন্য যে, সে বুঝতে পেরেছে নূর সাহেবের কবিতা পাঠ করার ভয়াবহতার তুলনায় তার বাচ্চার অপ্রয়োজনীয় গল্প শোনার মধ্যে অনেক আনন্দ লুকিয়ে আছে। সে মাথা নিচু করে মানুর মাথায় আদরের হাত বুলিয়ে তার কথা মন দিয়ে শুনতে থাকে। মানু বলে, 'জানো বাবা, আমাদের একজন টিচার আছেন, তাঁর কানের ভেতর থেকে চুল বেরিয়ে থাকে। তিনি পেন্সিল নিয়ে এভাবে কানের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখেন।'—বলে সে কানের পেছনে পেন্সিল আটকে রেখে দেখায়; বলে, 'জানো কিভাবে লোম হয় বাবা?'

দেবেন বাচ্চার কথা শুনে হাসতে থাকে। ছেলে বলতে থাকে, 'তিনি রেগে গেলে কান থেকে পেন্সিল বের করে এভাবে ছুঁড়ে মারেন।'—বলে আবার পেন্সিল ছোঁড়ার ভঙ্গি করে দেখায়। ঠিক সেইসময় একটা কাক পাশের তারের বেড়া

www.BanglaBook.org

থেকে উড়ে যাবার সময় মানুর মাথায় ঠোকর মারে। তার মুখ লাল হয়ে যায়। এবার সে বাবার হাত ধরা অবস্থায় আগে আগে হাঁটতে থাকে। আজ তার বেশ মজা। অন্যদিন হলে এ সময় সে দুপুরের ভাত খেয়ে ঘুমিয়ে থাকতো। তার বাবা রোজ যখন কলেজ থেকে ফিরে আসেন তখন সে ঘুমের মধ্যেই থাকে। আজ নতুন একটা অভিজ্ঞতা হওয়ায় সে দারুণ খুশি।

সে যখন তার মায়ের সাথে বাইরে বেরোয় তখন তারা হয় বাজারে যায়, না হয় যায় তার কোন বন্ধুর বাড়ি। কিন্তু বাবার সাথে বেড়ানোর আনন্দ অন্য রকম। বিশেষ একটা মজা আছে। তারা বেশ অনেকটা দূর হেঁটে চলেছে। লালা রামলাল কলেজের সীমানা পেরিয়ে তারা মাঠের পাশে খালের ধারে দাঁড়িয়ে মোষের গোসল করার দৃশ্য দেখে। সেই সাথে সে দেখতে পায় কিছু লোক মটকা ভরে পানি নিয়ে যাচ্ছে।

এরপর তারা খালের পাশ ধরে কৃষি আর পশু কলেজের পাশে এসে পৌছায়। এখানে রাস্তাটা এসে সরু হয়ে গেছে। আলের মতো উঁচু করে সবুজ ঘাস দিয়ে রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। এই কলেজে যারা চাকরি করে, তারাই সাধারণত এ রাস্তা ব্যবহার করে থাকে। এই রাস্তা দিয়ে তারা গরু, মোষ, ছাগল ইত্যাদি নিয়ে খালে গোসল করাতে আর পানি খাওয়াতে যায়।

দেবেন তার বাচ্চার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে, 'দেখ, ওদিকে তাকাও। টিয়া পাখি বসে আছে ওখানে।' একটা গাছের ডালে অনেক টিয়া পাখি বসে থাকে। সবুজ টিয়া পাখি—লাল ঠোঁট। পাখিগুলো ওদের আঙুল ওঠানো দেখে ঝাঁক বেঁধে পশ্চিম আকাশের দিকে উড়ে যায়। টিয়া পাখির সুন্দর রং আর উড়ে যাওয়া মানুকে মোহিত করে।

টিয়া পাখি দেখার সাথে সাথে মানু চেঁচিয়ে বললো, 'আমি টিয়া পাখির একটা গান জানি।—বলেই সে সুর দিয়ে টিয়া পাখির ছড়া কাটতে লাগলো। দেবেনও ওর সাথে গলা মিলিয়ে ছড়াটা বলতে লাগলো। বাবার মুখে একই ছড়া শুনে মানু কিছুটা আশ্চর্য হওয়াতে দেবেন বললো, 'আমার বাবা আমাকে ছড়াটা ছোটবেলায় শিখিয়েছিলেন। কথাটা আসলে পুরোপুরি সত্য না। কারণ দেবেনের বাবা ছিলেন হাঁপানি রোগি। জীবনে তাঁর তেমন কোন অর্জন না থাকায় সারাক্ষণ তিনি দেবেনের মায়ের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে নিচু হয়ে থাকতেন। আজ তিনি বেঁচে নেই কিন্তু দেবেন তাঁকে সব সময় সম্মানের আসনে বসাতে চায়। বড় করে চিন্তা করতে চায়। তাই বাবার সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে কিছুটা মিথ্যা বলতে সে দ্বিধা করে না। সূর্য যেভাবে দিন শেষে অস্ত যায়, তার কথা থেকে ঠিক সেইভাবে সত্যটিও অস্তমিত হয়।

টিয়া পাখিগুলো উড়ে যাবার সময় একটা সবুজ পালক ছিঁড়ে বাতাসে উড়ে কাদার মধ্যে গিয়ে পড়ে। দেবেন ঝুঁকে পালকটা উঠিয়ে তার ছেলের হাতে দেয়।

www.BanglaBook.org

মানু সাথে সাথে তার সেই কানে পেন্সিল আটকে রাখা টিচারের নকল করে পালকটা কানের পেছনে আটকে রেখে খুশিতে চেঁচিয়ে বলে, 'দেখ আমি এখন মাস্টারজি হয়ে গেছি।'

বাচ্চাকে সাথে নিয়ে সামান্য বেড়ানোর মাধ্যমে জীবনের বিচিত্র এক মাধুর্য উপলব্ধি করে দেবেন। এই সামান্য পায়ে হেঁটে বেড়ানোর ফলে বাচ্চাকে অনেক কাছে পায় সে। তার সাথে আনন্দ ভাগ করে নেয়। এভাবে সে প্রায়ই বেড়াতে পারে। যদিও এই মজাও আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে যাবার কথা—হয়ে যাবেও একদিন।

একদিন সন্ধ্যেবেলা বাপ-বেটা হাঁটা শেষ করে তাদের কলোনির বাড়ি DII/69-এ ফিরে আসার পর সরলা দেবেনের হাতে একটা পোস্টকার্ড ধরিয়ে দিলেন। এদিকে দেবেন সারাদিন ধরে একটা পার্সেল কোথাও পাঠাবার জন্য সুন্দর করে ব্রাউন কাগজে মুড়ে তৈরি করে রেখেছিলো। চিঠিটা হাতে পেয়ে সে পড়তে শুরু করলো—

ছোট্ট সুন্দর চিঠিতে লেখা আছে—

জনাব,

আমি আপনার চিঠি পড়ে বেশ খুশি হয়েছি। আপনি আমার সহকারি হিসেবে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করায় আমি আনন্দিত। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজে যোগ দিলে আমি খুশি হব। কিছু কবিতা লেখার জন্য আমি অপেক্ষা করছি। আপনি এলেই লিখে ফেলবো। মুরাদ সাহেব তাঁর পত্রিকায় কবিতাগুলো ছাপানোর জন্য চেয়েছেন।

আপনার বিশ্বস্ত...

নামটা সুন্দরভাবে উর্দুতে লেখা আছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাঁচ

টুথপিক দু'ঠোঁটের মাঝে আটকে রেখে মুরাদ বললো, 'তোমার এই কথাবার্তা আমার মোটেই ভালো লাগে না। সব সময় বলবে—আমি পারবো না। কি করে করবো। আমার ভয় লাগে। আমার সমস্যা হতে পারে। কেউ মেরে ফেলতে পারে...।'

দেবেন বাধা দিয়ে বলে, 'আমি সেটা বলছি না। আমি বলছি যে, চাকরি ছাড়াটা আমার পক্ষে কোন মতে সম্ভব না। এই চাকরির মাইনাতেই আমাকে চলতে হয়। আমার বৌ-বাচ্চা-সংসার আছে। চাকরি ছাড়লে সবাইকে না খেয়ে মরতে হবে।'

'তোমাদের না খেয়ে মরতে বলছে কে?' মুরাদ বিরক্ত হয়ে বললো, 'তুমি এখানে একটা অতিরিক্ত কাজ করবে। কিছু না বুঝে শুধু শুধু চেঁচামেচি করছো।'

'আমি কাজ করতে পারবো না, সেটা বলছি না মুরাদ। যেটা তোমাকে বোঝাতে চেষ্টা করছি সেটা হলো—আমি দিল্লিতে থাকি না। তাছাড়া আমার হাতে তেমন কোন সময়ও নেই।'

'তোমার যে সময় নেই—এই কথাটা অনেক আগেই আমাকে বলা তোমার উচিত ছিলো। তা না করে সেদিন তুমি আমাকে বললে—আমার পত্রিকার জন্য লিখতে চাও। বেশ ভালো কথা। যাও, তোমার গ্রামে ফিরে গিয়ে মোষের পরিচর্যা কর গিয়ে। আমার কাছে এসে কবি সাজার ভান করছো কেন? চলে যাও। আমার সময় নষ্ট কোরো না। তোমার মতো এমন অনেক কবি দিল্লির রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। আমার পত্রিকায় তোমার কবিতা না ছাপালেও চলবে।'

দেবেনের মতো শান্ত-শিষ্ট, নম্র, অন্তর্মুখী মানুষের জন্য মুরাদের এ ধরনের কথাগুলো বাড়াবাড়ির পর্যায়ে পড়ে। সে বলে, 'শোন, আমি তোমাকে কোনদিন বলিনি যে, তোমার পত্রিকায় লিখবো। আমি যেটা বলেছিলাম সেটা হচ্ছে—নূর সাহেবের সাক্ষাৎকার নেবার কথা। আর সে জন্য আমি দিল্লিতে এসেছি, নূর সাহেবের বাড়িতে নিজে গেছি। তার আড্ডাতে সামিল হয়ে লাঞ্ছিত হয়েছি। তারপরও চেষ্টা করেছি তাকে সাক্ষাৎকারে রাজি করাতে। এখন তুমি বলছো সেই

www.BanglaBook.org

সামান্য সাক্ষাৎকারের জন্য আমি কলেজের চাকরি, মাইনা, ভাতা, পেনশন, চিকিৎসা ভাতা, বাড়ি সব কিছু ছেড়ে নূর সাহেবের সহকারি হবো। তাঁর কাছে ডিকটেশন নেবো। গান শুনবো। তাঁর কলমে কালি ভরে দেবো। উনি একজন আধ-পাগলা মানুষ। তাঁর একটা সাক্ষাৎকারের জন্য আমাকে এতোবড় ক্ষতি স্বীকার করতে বল তুমি ? কি ভাবে বলতে পারলে ?'

'এখনো এই দিল্লি শহরেই অনেক লোক আছে যারা নূর সাহেবের মতো অসাধারণ কবির সহকারি হিসেবে কাজ করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করবে। এ ধরনের লোকের পাঁচ-ছ' জনকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি।' টুথপিকটা দু'ঠোঁট দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিরক্তির সাথে বললো মুরাদ—'অবশ্য তোমার কথা আলাদা। তোমাদের মতো লোকেরা এ দেশের ঐতিহ্য ভুলে গেছে। এক সময় ছিলো যখন বছরের পর বছর শিষ্যেরা গুরুর পায়ের কাছে বসে, তাঁর সেবা করে কাটিয়ে দিতো। গুরুর জ্ঞান, আচার-আচরণ সব কিছু আত্মস্থ করতে করতে তাদের চুল পেকে যেতো; তারপর তারা নিজস্ব কিছু করতে পারতো। কিন্তু তোমার মতো যারা তারা সব সময় প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ করতে চায়। তাদের কাছে সবকিছুই সহজ-সোজা। গুরুর কাছে বসার সময় কোথায় তাদের ? তোমরা শুধুই জানো সামনের দিকে চলতে।'

মুরাদের কথা থামিয়ে দিয়ে দেবেন বলে ওঠে—'আমি বুঝতে পারছি না তুমি কেন বার বার গুরু-শিষ্যের কথা বলছো ? আমি তোমাকে কোনদিন বলিনি কবিতা লিখতে শেখার জন্য আমি একজন গুরু খুঁজছি। আমি কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছি। এখন আমি অতি সাধারণ একজন গরিব প্রভাষক। চাকরিই আমার জীবিকা। তোমাকে বলেছি আমার হাতে সময় নেই। নূর সাহেবের সেবা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তোমারও আমার সাথে কোন ব্যবসা নেই। মোটেই নেই। আর তোমারও তাঁকে বলার দরকার নেই যে, আমি তাঁর সহকারি হিসেবে কাজ করতে পারবো।'—কথাগুলো বেশ উঁচু সুরে বলে শেষ করে দেবেন।

মুরাদ মুখ থেকে টুথপিকটা বার করে জোর দিয়ে বলে, 'শোনো দেবেন, আমি তাঁকে গিয়ে বলিনি যে, তুমি তার সহকারি হিসেবে কাজ করতে চাও। খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়ার উরুস-এ আমার সাথে নূর সাহেবের দেখা হয়। আমি তাঁকে সম্মান জানানোর জন্য কাছে যাই। তাঁকে কদমবুসি করি—এ কাজটি আমি সব বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিকদের সাথেই করে থাকি। তখনই তাঁর কুশল জিজ্ঞাসা করার ফাঁকে তুমি যে তার সাক্ষাৎকার নেবার অনুমতির জন্য গিয়েছিলে, সে ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করি। তিনি বলেন, তিনি নাকি তোমাকে অনুমতি দিয়েছেন আর তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন। সেদিন তোমাকে যে সেখানে পাঠালাম; তারপর তুমি কিন্তু আমাকে কোন খবরাখবর না দিয়েই পালিয়ে

www.BanglaBook.org

গেছিলে—আশা করি, কথাটা তোমার মনে আছে। সেদিন তোমাদের মধ্যে কি কথাবার্তা হয়েছিলো সেটা আমাকে বৃদ্ধ কবির সাথে কথা বলেই জানতে হয়েছে। তিনি সম্মত হওয়ায় কথাটা তোমাকে জানানো হয়েছে এই যা।'

মুরাদের সব কথা শোনার পরও দেবেনের বিশ্বাস হলো না যে, সে নূর সাহেবের কাছে তাকে তাঁর সহকারি হিসেবে উপস্থাপিত করেনি। কারণ সে লক্ষ্য করেছে কথাগুলো বলার সময় সে একটু হোঁচট খাচ্ছিল। তাই দেবেন বললো, 'তাহলে নূর সাহেব আমার কথা ঠিকমতো বুঝতে পারেননি। কারণ আমি কখনোই নিজেকে তাঁর সহকারি করার ইচ্ছা জাহির করিনি। আমি শুধু তাঁর সাক্ষাৎকার নেবার অনুমতি চেয়েছি। কিন্তু এখন ব্যাপারটা এমন একটা রূপ ধারণ করেছে যে, আমি তাঁর মুখোমুখি হতে পারবো না। এখন তাঁর কাছে গেলেই তিনি আমাকে বসিয়ে তাঁর জন্য কাজ করাতে শুরু করবেন।'

মুরাদ টেবিল চাপড়ে জোর দিয়ে বললো, 'আমি তোমার চরিত্রের যে দিকটা তুলে ধরেছি সেটার সাথে তোমার এখনকার কথাটা মিলিয়ে দেখো, আমি ঠিক বলেছি কিনা ? তুমি আসলেই কোন কাজ করার আগে বাড়াবাড়ি রকমের চিন্তা কর, সেটা হচ্ছে—কিভাবে করবো। আমাকে মেরে ফেলবে। খুন হয়ে যাবো। আমাকে কাজটা করতে বাধ্য করাবে ইত্যাদি। কেন কেউ তোমাকে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছু করতে বাধ্য করবে ? তোমার কি মুখ নেই ? তুমি কি প্রতিবাদ করতে পারবে না এই বলে যে, আমি একাজ করতে পারবো না। তুমি কি পারবে না নূর সাহেবকে বলতে—আমি আপনার সাক্ষাৎকার নেবার জন্য এসেছি। আগেও একদিন এসেছিলাম। দয়া করে আমাকে দু'ঘণ্টা সময় দিন। আপনার সাক্ষাৎকারটা নিয়ে আমাকে আবার মিরপুরে লালা রামলাল কলেজে হিন্দি ক্লাস নিতে যেতে হবে। ফিরে যেতে হবে আমার পরিবারে। সেখানে আমার স্ত্রী-পুত্র আমার জন্য নিরামিষ খাবার আর দুধ নিয়ে অপেক্ষা করবে...।'

মনের দুঃখে দেবেন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। তার চুলে আঙুল চালিয়ে পরিপাটি করে। শার্ট টেনে নিচে নামায়। মুরাদের দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে বলে, 'কেউ কোনদিন আমার কথা শোনে না।' তার কথায় ক্ষোভ প্রকাশ পায়। বুক পকেটে পেন রাখতে রাখতে বলে, 'আসল অসুবিধা হচ্ছে, নূর সাহেব আমার কোন কথা শুনবেন না।'

মুরাদ স্তূপ করা কাগজের ভেতর থেকে তার মাথা তুলে দেবেনের দিকে তাকায়—'তিনি কেন তোমার কথা শুনতে যাবেন ? তোমার কাজ হচ্ছে তাঁর কথা শোনা। এই মুহূর্তে তুমি তাঁর কাছে যাবে। দেরি না করে এখুনি রওয়ানা হও। তোমার পেছনে আমি এমনিতেই অনেক সময় নষ্ট করে ফেলেছি। অন্য কাউকে পাঠালে এতোক্ষণে সাক্ষাৎকারটা আমার হাতে চলে আসতো।'—বলে সে ড্রয়ার

www.BanglaBook.org

থেকে একটা পেন্সিল বের করলো, যেটার মাঝ থেকে একদিক নীল অন্যদিক লাল। মুরাদ লাল দিকটা দিয়ে একটা লেখার নিচে মনোযোগ সহকারে আন্ডারলাইন দিতে শুরু করলো।

স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষায় মুরাদ দেবেনের থেকে বেশি নম্বর পেতো; যদিও সে দেবেনের নোট ধার করে পড়তো এবং পরীক্ষা হলে তার কাছ থেকে প্রায়ই সাহায্য চাইতো।

সময় অপচয় না করে দেবেন প্রায় উর্দ্ধশ্বাসে নূর সাহেবের বাড়ির দিকে রওয়ানা হলো। হাসপাতালের দেয়াল ঘেঁষে রাস্তাটার পাশে এসে সে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলো। কিন্তু আজ তার হৃদকম্পন স্বাভাবিকের চেয়ে কিছু বেশি জোরে চলতে লাগলো। কবির বাড়ির পাশে আজ অনেক লোকের সমাগম। বাড়িটাও আজ আলো ঝলমল করছে। দরজার পাশে সুন্দর পোষাক পরিহিত লোক দাঁড়িয়ে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছে। দেবেন ভাবে, আজ বোধহয় কবি তাঁর নিজের কবিতা আবৃত্তি করে শোনাবেন, তাই লোকের এতো ভিড়।

সে বাড়িতে ঢুকে বৈঠকখানার পাশে এসে দেখে—বিশাল ঘরটা জুড়ে গালিচা পাতা। তার উপর সাদা চাদর বিছানো। অনেক মানুষ এদিক-ওদিক ছড়িয়ে বসে আছে। ঘরটার শেষ প্রান্তে রাখা আছে একটা ডিভান। সেটাও সুন্দর চাদর দিয়ে ঢাকা। কিন্তু সেটার উপর কবি বসে নেই—আছেন সুন্দর সজ্জায় সজ্জিত অপূর্ব সুন্দরী এক মহিলা! তাঁর রূপের ছটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। কবিও এ বাড়িতে উপস্থিত আছেন কিন্তু বাইরের বারান্দায় বসে আছেন তিনি। তাঁকে ঘিরে আছে ভক্তরা।

কিছুক্ষণ পর দু'জন লোক কবির দু' বাহু ধরে ঘরটাতে নিয়ে এলো। সবাইকে সরিয়ে একদম সামনের সারিতে বসালো। দেবেনের ঠিক সামনেই বসলেন তিনি। তাঁর সাথে কথা বলার বিরাট একটা সুযোগ পেলো সে। কাজেই সময় নষ্ট না করে দেবেন কষ্ট করে তার হাঁটুর উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললো, 'স্যার, আমি এসেছি। মুরাদ ভাই আমাকে আপনার খবর পাঠিয়েছিলেন।'

নূর সাহেব একটু কষ্ট করে মাথা ঘুরিয়ে বললেন, 'ভালো হয়েছে আপনি এসেছেন। মুরাদ ভাইও আসবেন। আমি তাঁকে দাওয়াত দিয়েছি।'

'তিনি তো এখানে আসার কথা আমাকে বলেননি!' কথাটা যেনো দেবেনের রক্তাক্ত হৃদয় ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো। মুরাদ এই দাওয়াতের কথাটা তার কাছে গোপন করে তাকে আর একবার ঠকালো। তার মানে এই অনুষ্ঠানের কথা সে

www.BanglaBook.org

আগে থেকেই জানতো। দেবেনের এ ধরনের কোন অনুষ্ঠানে আসার মোটিই ইচ্ছা ছিলো না। সে জানেও না কি ঘটতে যাচ্ছে এখানে। তাহলে মুরাদ এখানে একজন নিমন্ত্রিত অতিথি!' ফিসফিস করে বলে দেবেন।

'হ্যাঁ, আমি তাঁকে বলেছি আপনাকে সাথে করে আনতে। তাছাড়া তাঁকে আরও বলা আছে—তিনি যেন তাঁর পরিচিত বন্ধু-বান্ধবদের সাথে করে আনেন। কারণ আজকের সন্ধ্যায় ইমতিয়াজ বিবি তাঁর লেখা নতুন কবিতা আবৃত্তি করে আমাদের শোনাবেন।' কথা বলতে গিয়ে তোতলাতে থাকেন নূর সাহেব।

এর মধ্যে শ্রোতাদের মধ্যে থেকে কে যেন চেঁচিয়ে বলে উঠলো, 'ইমতিয়াজ বেগম, আপনি আপনার সুমিষ্ট স্বরে গান শুনিয়ে আমাদের হাত ধরে বেহেস্তে নিয়ে চলুন। আমরা আর তর সইতে পারছি না। আপনার লেখা নতুন কবিতার আবৃত্তি শুনতে আমরা ব্যাকুল।'

বেশ কড়া আর উঁচু আওয়াজে ইমতিয়াজ বেগম উত্তর দিলেন, 'আমার সাথিরা না আসা পর্যন্ত আমি আমার কবিতা আবৃত্তি করতে পারছি না। তাঁরা ভালো করে খাওয়া-দাওয়া সেরে তবে আসবেন।' মহিলার গলার আওয়াজটা দেবেনের কানের কাছে কাঁচের গ্লাসে নখ দিয়ে টোকা মারার শব্দের মতো মনে হলো। তার কথায় অবশ্য কাজ হলো—তাঁর সাথিরা সবাই একযোগে দোতলা থেকে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ তুলে নিচে নেমে এসে ডিভানে বসা ইমতিয়াজ বেগমের পেছনে বসে তাঁদের হাতের যন্ত্রের সুর বাঁধতে শুরু করলেন।

ইমতিয়াজ বেগম ঠাট্টা করে বললেন, 'আপনারা সবাই কি আজ রাতের মতো শেষ সুরা পান করেছেন?' তাঁর এই কৌতুকে উপস্থিত দর্শক-শ্রোতা বেশ মজা পেয়ে হৈহৈ করে উঠলেন। সহযোগিরা হারমোনিয়ামে সুর ধরলেন। তানপুরা বাঁধা শুরু হলো। তাঁর পেছনে বসে থাকা মহিলা তানপুরার তারে আঙুল চালালে ইমতিয়াজ বেগম তাকে বললেন, সুরে বাজাতে পারলে বাজাও, তা না হলে এটা বাজানোর কোন দরকার নেই।' মহিলা তানপুরা রেখে দিলেন।

একজন রূপোর পানদানিতে পান-সুপারি এনে ইমতিয়াজ বেগমের কাছে রাখলে তিনি সুন্দর একটা হাসি দিলেন। সেই হাসিটিতে ছিলো দারুণ একটা আমেজ। পান মুখে না দিয়ে তিনি অনুরোধ করলেন এক গ্লাস পানি দেবার জন্য। একটু দেরিতে হলেও একজন বেয়ারার পানি এনে দিলে তিনি সেটা পান করে দর্শক-শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। মনে হলো উত্তেজনায় তার ঠোঁট কাঁপছে।

বেতের চেয়ারে বসে থাকা কবিকে উসখুস করতে দেখে দেবেন আবার হাঁটুতে ভর দিয়ে কবিকে জিজ্ঞেস করে—তিনিও পানি খেতে চান নাকি পান সুপারি না অন্য কিছু? কিন্তু নূর সাহেব সে সব কিছুর প্রতি খেয়াল না করে তাঁর

www.BanglaBook.org

মাথা নামিয়ে দেবেনকে বলেন, 'আজ এই মহিলার জন্মদিন। তারই সম্মানে আজ এই আয়োজন।'

সবই ঠিক আছে কিন্তু কে এই মহিলা ? কেন তাঁকে এতো সম্মান দেওয়া হচ্ছে, হৈচৈ করা হচ্ছে তাঁকে নিয়ে ? তৃতীয় শ্রেণীর কবিতা বদ বিটকেল কণ্ঠে বাদ্যযন্ত্রের সাথে আবৃত্তি করে চলেছেন। অথচ তাঁর পাশেই বসে আছেন অসাধারণ প্রতিভাধর কবি। তাঁর প্রতি কারও ভ্রুক্ষেপ নেই। নিতান্ত অনাদর অবহেলায় বসে আছেন তিনি। উপস্থিত দর্শক-শ্রোতা খামাখাই এই মহিলার বিকৃত গান শুনে পাগলের মতো বাহবা দিয়ে চলেছে। দেবেন মনে মনে ভাবে, মানুষের এ ধরনের বাঁদরামি না দেখে বরং একজন বাঁদর নাচানেওয়ালা ডেকে এনে বাঁদর নাচ দেখা অনেকগুণ ভালো।

দেবেন যে এ অনুষ্ঠানটি মোটেই পছন্দ করছেনা, সেটা তার চেহারায় পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। সে আজ এখানে এসেছে কবির সাক্ষাৎকার নেবার জন্য। কবিকে সে প্রশ্ন করবে, কবি উত্তর দেবেন। সে তার ডিকটেশন খাতায় সেগুলো লিখে রাখবে—এটাই ছিলো তার প্রধান উদ্দেশ্য। সেখানে তাকে বাধ্য হয়ে এই মহিলার উঁচু, চিকন গলায় বাদ্যযন্ত্রের সাথে তৃতীয় শ্রেণীর কবিতা আবৃত্তি শুনতে হচ্ছে।

জোরে আবৃত্তি করতে গিয়ে মহিলার গলা ভেঙে যাচ্ছে, শ্রোতারা সেটা শুনে খুশিতে ওয়াহ্-ওয়াহ্ করে উঠছে। দেবেন ভাবে, কেন শ্রোতারা মুগ্ধ হচ্ছে। পরে বুঝতে পারে দুঃখ প্রকাশ করার অভিব্যক্তির সময়ই তাঁর গলার এই শব্দের জন্য শ্রোতারা তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। সে কিছুক্ষণ কবিতার কথাগুলো মন দিয়ে শোনার চেষ্টা করে। কবিতার কথাগুলো এ রকম : কবি একটি খাঁচাবন্দী পাখি। পাখিটি খোলা আকাশে পাখা মেলে উড়ার জন্য উন্মুখ। বাইরে তার প্রেমিক তার জন্য অপেক্ষা করে আছে। খাঁচার শিকগুলোতে তার পাখা বাধাগ্রস্ত হয়ে ব্যথা পাচ্ছে। যতবার পাখা ঝাপটাচ্ছে ততবার ব্যথা পাচ্ছে সে। এ অবস্থা থেকে বাঁচতে একমাত্র আল্লাহ তাকে সাহায্য করতে পারেন। মুক্ত করতে পারেন তাঁকে এই বন্দিদশা থেকে। কখন আসবেন তাঁর প্রেমিকারূপী আল্লা ?

মহিলা ভালো করে জানেন কিভাবে দর্শক-শ্রোতাকে মুগ্ধ করতে হয়। তাঁর আবৃত্তির সাথে অভিব্যক্তি—উপস্থিত দর্শকদের বিশেষভাবে মুগ্ধ করে। তার কবিতার শব্দচয়ন, গাঁথুনি শুনে পরিষ্কার বোঝা যায়, তিনি এসব নূর সাহেবের কাছে শিখেছেন। নূর সাহেবই হচ্ছেন তাঁর শিক্ষাগুরু। কিন্তু নূর সাহেবের কাছ থেকে শেখা শব্দচয়ন তিনি কেমন যেন হাল্কাভাবে কৌতুকের ছলে ছুঁড়ে মারছেন শ্রোতাদের দিকে। শব্দগুলোর সাথে তাঁর প্রকাশ করার ভঙ্গিটি বড়ই বেমানান মনে হয় দেবেনের কাছে।

www.BanglaBook.org

দু'হাতে নিজের হাঁটু পেঁচিয়ে ধরে বসে থাকে দেবেন। আবেগে তার শরীর কাঁপতে থাকে। শ্রোতাদের বাহবা ধ্বনি ছোট ছোট বুদ্বুদের মতো হয়ে উপরে উঠে বাতাসের ধাক্কায় ফেটে পড়ে। মহিলারা মুখে পান দিয়ে ঘোমটা টেনে বসে থাকেন। পান চিবোন আর আহ্-আহ্ শব্দে অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে থাকেন।

এই মহিলা কবির পোষাক-আষাক, ভাব-ভঙ্গি, আচার-আচরণ ভালোভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে, একজন সাধারণ বেশ্যার থেকে সেগুলো কোন অংশেই খুব একটা আলাদা নয়। মহিলার বয়স অনুপাতে তার আচার-আচারণ কেন যেন বেখাপ্পা লাগে দেবেনের। তার মনে হয় মহিলার বয়স কোনক্রমেই পঞ্চাশের কম হতে পারে না। কাজেই তাঁর এই অঙ্গ-ভঙ্গী বয়সের তুলনায় বেশ বেমানান, তা তিনি যত সাজ-সজ্জা করে বয়স লুকোবার চেষ্টাই করেন না কেন।

মহিলা কে হতে পারেন ?—কথাটা ভাবতে গিয়ে দেবেন একটু ঠোকর খায়। ভাবে, মুরাদ কেন তাকে এই মহিলার আবৃত্তি করার কথা বলেনি ? নূর সাহেব কি তার কথার মাঝে কখনো বলেছিলেন, 'আমার স্ত্রী আবৃত্তি করবেন ?' এ বাড়িতে অনুষ্ঠানটি হবার কারণটাই বা কি ?

হঠাৎ করে গান-বাজনা থেমে গেলো। গোটা হল ঘরটাতে নিস্তব্ধতা নেমে এলো। সেই সুযোগে মহিলা কবি গলা খাকারি দিয়ে তাঁর গলা পরিষ্কার করে শ্রোতাদের মধ্যে থেকে কয়েকজন অল্পবয়সী মেয়েকে তাঁর কাছে আসার জন্য আবেদন জানালেন। মেয়েগুলোর মধ্যে চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হলো। কেউ তাঁর কাছে যাবার আগ্রহ প্রকাশ করলো, কেউ বা বিব্রতবোধ করলো। যা হোক, সবকিছুর পর কয়েকজন মেয়ে তাঁর পাশে গিয়ে উপস্থিত হলো। তিনি আগে যিনি হারমোনিয়াম বাজাচ্ছিলেন, তাকে কানে কানে কিছু বললেন। সে হারমোনিয়াম ছেড়ে চলে গেলো। দর্শক থেকে উঠে আসা মেয়েটি এবার তার স্থানে বসলো। মহিলা দর্শকদের উদ্দেশ্যে তাঁর গলার অসুবিধার কথা বলে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং নতুন গানটি অপেক্ষাকৃত নিচু স্কেলে ধরলেন। দেবেন মনে মনে বললো, দারুণ চালাক এই মহিলা!'

দেবেন লক্ষ্য করলো, কবি হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর পায়ে অসুবিধা থাকার ফলে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে যাবার অবস্থা হলো। দেবেন সবকিছু উপেক্ষা করে উঠে দাঁড়িয়ে কবিকে পেছন দিক থেকে ধরে পড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করলো। কবি আর সেখানে বসে থাকতে পারছিলেন না। তাই দেবেন তাঁকে বাইরের বারান্দায় নিয়ে গেলো।

কবি গলায় ঘড়ঘড় শব্দ করে বললেন, অনেক হয়েছে, আমি আর পারছি না। আমাকে একটু শুইয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন। আমার বিছানায় নিয়ে চলুন আমাকে।'

www.BanglaBook.org

দেবেন আরও দু'একজনের সাহায্যের আশায় আশপাশে তাকাতে লাগলো। সে ভালো করে জানে তার একার পক্ষে কবিকে নিয়ে উপরতলায় তাঁর বিছানায় নেওয়া কোনোমতেই সম্ভব নয়। আশে-পাশে তেমন কাউকেই দেখা যাচ্ছে না যার সাহায্য সে পেতে পারে। কয়েকজন তরুণ একদম শেষ সারিতে একজন অপরের কাঁধে হাত রেখে বসে আছে বটে কিন্তু তাদের কাছে সাহায্য পাবার কোন আশা নেই।

নাকি সুরে এক তরুণ নূর সাহেবকে জিজ্ঞেস করলো, 'কি ব্যাপার, বেগমের জন্মদিনের অনুষ্ঠান কি আপনার ভালো লাগছে না ?' ছেলেটার চেহারাতে মহিলা কবির মতো ভীতির ছাপ। দেবেন সহজেই বুঝতে পারে ছেলেটি কবির সাথে ব্যঙ্গ করে কথাটা বলেছে। সে তার দিকে কঠিনভাবে তাকিয়ে থাকে কিন্তু নূর সাহেবের হাত শক্তভাবে নিজের হাতে ধরে রাখে। নূর সাহেব ছেলেটার কথায় তেমন গুরুত্ব না দিয়ে বলেন, 'আমি শুনতে চেয়েছিলাম কিন্তু শরীরটা ভালো লাগছেনা।' ঠিক সেই সময় একটি নোংরা কাপড় পরা ছেলে দেবেনকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এলো। ছেলেটি সাধারণত কবির পিকদানি পরিষ্কার করে থাকে। দেবেন আর সেই ছেলেটি মিলে কবিকে ধরে উপরে তার শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলো। রাত বেশি হবার ফলে চারদিকে নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে।

বিছানায় শুইয়ে দেবার পর ছেলেটি কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেলো। একটু পরেই কবির জন্য একটা গ্লাসে কানায় কানায় ভরা মদ এনে দিলো সে। দেবেনের এক গ্লাস লাগবে কি-না, জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন মনে করলো না। নূর সাহেবও ব্যাপারটা খেয়াল করলেন না। মনে হয় বৈঠকখানার ফালতু অনুষ্ঠান তাঁর সৌজন্যবোধটুকুও ভুলিয়ে দিয়েছে।

কবি যখন তার মদ পান করছিলেন, দেবেন তখন বিছানার পাশে রাখা বেতের চেয়ারে বসেছিলো। প্রথম যেদিন সে আসে সেদিন এটাতেই বসে। হঠাৎ কবি বলে উঠলেন, 'জন্মদিন। আমার মনে হয় জন্মদিন পালন করা মানে মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে—সেটা মনে করিয়ে দেয়া। আজকাল এপিটাফে লেখা জন্ম-মৃত্যুর তারিখ কেউ তাকিয়েও দেখে না, তারপরও জন্মদিন মানাবো! মেয়ে মানুষের স্বভাব—সবসময় নিজেকে তুলে ধরার চেষ্টা, ভাবে অনুষ্ঠান করলে সবাই বাহবা দেবে, উপহার পাবে। এ ছাড়া আর কোন কারণ থাকার কথা না। আপনি কি বলেন ?'

দেবেনের পুরো জিনিসটাই খারাপ লাগা সত্ত্বেও কোন মন্তব্য করা ঠিক হবে না ভেবে চুপ থাকলো। জন্মদিনের ব্যাপারে তার নিজেরও তেমন কোন উৎসাহ নেই। দীর্ঘদিন আগে সে তার জন্মদিন উদ্‌যাপন করা বন্ধ করে দিয়েছে। এখন তার বয়স হিসাব করলে দেখা যাবে পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ।

www.BanglaBook.org

দেবেনকে আশ্চর্য করে দিয়ে নূর সাহেব হঠাৎ কথা বলতে শুরু করলেন, 'মনে করবেন না এ মহিলা আগেও এমনটি ছিলেন, তাহলে আপনি ভুল করবেন। যখন তিনি এ পরিবারে প্রথম আসেন তখন ঘরের কোণে চুপ করে বসে আমার কথা শুনতেন। যদিও তিনি আমাকে বলেছিলেন তিনি নিজেও কবিতা লেখেন কিন্তু কোনদিন আমাকে তাঁর কবিতা দেখাননি বা কোন আলোচনাও করেননি। জিজ্ঞেস করলে বলতেন তাঁর নাকি কিছু বলার'চে' শুনতে বেশি ভালো লাগে। সে সময় আমার একজন সহকারি ছিলো কিন্তু তিনি আসার পর তাকে বিদায় করে দিলেন। তাঁর ইচ্ছা তিনি আমার জন্য কাজ করবেন।'—কথাগুলো শেষ করে কবি হাল্কা হাসি দিয়ে চোখ বুজলেন।

'যখন তিনি একা আমার কথা শুনতেন অর্থাৎ প্রথমদিকে তার মানসিকতাটা এরকমই ছিলো। এরপর আস্তে আস্তে লোকজন আসা শুরু হলো। তারা আমার কথা শুনতে আসতো আর অধীর আগ্রহে আমার কথা শুনতো। তাঁর দিকে কেউ তেমন নজর দিতো না। ঠিক তখন থেকেই তাঁর মানসিকতার পরিবর্তন হয়েছে...।'—বলে তিনি চলতে থাকা অনুষ্ঠানের দিকে হাত ইশারা করে দেখালেন। সেখানে তখন অনুষ্ঠান প্রায় শেষ পর্যায়ে থাকায় গানবাদ্য বেশ চড়া আওয়াজে চলছে।

কবি আবার বলতে শুরু করলেন—'তিনি আসলে এটাই চাচ্ছিলেন, বুঝতে পারছেন ? আমার এই বাড়িটিকে তিনি নাচ-গানের বাড়ি বানাতে চাচ্ছিলেন ঠিক তার নিজের বাড়ির মতো। তাঁর বাড়িটা ছিলো নাচের বাড়ি। তিনি অবশ্য গানের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। বলতে গেলে শ্রেষ্ঠ ছিলেন যখন আমি প্রথম তাঁকে দেখি।'—কথাগুলো তিনি চোখ বন্ধ অবস্থায় বললেন।

'এরপরও তিনি সন্তুষ্ট নন। তিনি আমার বাড়িটা চান। আমার বন্ধুদের চান। আমার শ্রোতাদের চান। তাই আজ তিনি আমার বাড়িতে হানা দিয়েছেন। আমার সোনার গহনা চুরি করেছেন। এই অনুষ্ঠানে তিনি যেসব গহনা পরে বসে আছেন সেগুলো সবই আমার। কিন্তু তাঁর ভাব দেখে মনে হবে তিনি তার নিজের গহনা পরে বসে আছেন। এসব করার জন্যই তিনি আসলে আমার সহকারিকে তাড়িয়েছেন।'—কথাগুলো শেষ করে তিনি কাঁদতে লাগলেন এবং একই সাথে মহিলাকে অভিশাপ দিতে লাগলেন। অন্ধকার ঘরটি মহিলাকে দেয়া অভিশাপের শব্দে, মদ খাওয়ার শব্দে এবং কড়া দেশি মদের গন্ধে ভরে উঠলো।

এসব কথাবার্তা দেবেনের মোটেই ভালো লাগলো না। কিছুক্ষণ আগে মহিলার গান যেমন তার ভালো লাগেনি—এখন ঠিক তেমনি কবির কথাবার্তা, গালাগাল তার ভালো লাগছে না। একজন কবির এরকমভাবে কথা বলা বা

www.BanglaBook.org

গালাগাল দেওয়া মোটেই মানানসই নয়। তাই প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্য সে বললো, 'মুরাদ ভাই আমাকে বলেছিলেন আপনি আমাকে কিছু বলতে চান যেটা আমি লিখে নেবো—মানে আপনার ডিকটেশন নিতে হবে আমাকে।'

নূর সাহেব চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কি ? ও হচ্ছে আর একটা লুটেরা, চোর আর হামলাকারী। ব্যাটা শকুন। জীবিত অবস্থায় আমার পিঠের মাংস কুরে খেতে চায়। আমার মরা পর্যন্ত সে অপেক্ষা করতে নারাজ। আল্লাহ্-ওহ্ আল্লাহ্।' এবার তিনি শব্দ করে কাঁদতে শুরু করলেন। যতক্ষণ না কাজের ছেলেটা এসে তাঁর হাত থেকে খালি মদের গ্লাসটা নিয়ে আবার ভরে দিয়ে গেল ততক্ষণ তিনি পাশবালিশে গাল ঠেকিয়ে বসে দেবেনের দিকে তাকিয়ে তার অভিব্যক্তি বোঝার চেষ্টা করতে লাগলেন।

লজ্জাজড়িত কণ্ঠে বললেন, 'আমি আপনাকে কি দিতে পারি বন্ধু আমার ? কিছু না। আমার কিছুই নেই এখন। সোনা-গহনা যা ছিলো সবই চুরি হয়ে গেছে।'—বলে তিনি এমনভাবে চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগলেন যে, দেবেন সেটা দেখে বোকা বনে গেলো।

'আপনি আমাকে একটা পোস্টকার্ড পাঠিয়েছিলেন এখানে আসতে বলে।' দেবেন কবিকে ভয়ে ভয়ে কথাটা মনে করিয়ে দেয়।

দেবেনের ভারি গলা কবির আবিষ্ট হয়ে থাকা অবস্থাকে নাড়া দেয়। তিনি মুখে কষ্টের হাসি হেসে বললেন, 'হ্যাঁ। হ্যাঁ। ঠিকই বলেছেন। আমি চিঠি লিখেছিলাম। সেদিন হঠাৎ একটা নতুন কবিতা লিখেছিলাম। আসলে ঠিক নতুনও না। অনেক অনেক দিন আগে তখন আমি কলেজে পড়ি। আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু মারা যাওয়ায় এই কবিতাটা লিখেছিলাম। কবিতার প্রথম চার লাইন মনে করার চেষ্টা করার পর দেখি পুরো কবিতাটাই মনে পড়ে গেলো।' তিনি দু'হাতের পাতা দিয়ে চোখের পানি মুছলেন। 'পুরোটাই মনে পড়ে গেলো। জানেন—তার জ্বর। তার আবোল-তাবোল বকা। তার মৃত্যু। সে সময় একজন মালি বাগানে গোলাপ ফুলে পাইপে করে পানি ছিটাচ্ছিলো। একটা ময়না পাখি বসে গান গাচ্ছিল। পানির শব্দের জন্য মালিটা সেই গান শুনতে পায়নি। আমি তাকে গানটা শোনার জন্য বলছিলাম। আর তখনই আমার ইচ্ছে হয়েছিলো কাউকে দিয়ে কবিতাটা লিখিয়ে নিতে। আমি তখন চেষ্টা করছিলাম পুরো কবিতাটা মনে করার জন্য।'

কবির কথা শুনতে শুনতে আবিষ্ট হয়ে পড়েছিলো দেবেন। সে নিজেই জানে না কখন সে চেয়ার থেকে নেমে হাঁটু গেড়ে কবির খুব কাছে বসে তাঁর কথা শুনতে শুরু করেছে। সে ব্যাকুল হয়ে বললো, 'আমি এখনই সেটা লিখে ফেলবো স্যার। আপনি আর একবার সেটা আবৃত্তি করুন।'

মুখে মদ থাকাতে কবি দেবেনের দিকে চোখ বড় বড় চোখে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর ঢোক গিলে স্বাভাবিক চোখে তার দিকে তাকিয়ে বললেন,

www.BanglaBook.org

'আমার প্রচুর কবিতা আছে। অনেক অনেক কবিতা। যা কোনদিন লেখা হয়নি কিম্বা লেখা হয়েছে কিন্তু কোথাও হারিয়ে গেছে অথবা এখানে সেখানে পড়ে আছে। তবে চেষ্টা করলে আবার ফিরে পেতে পারি; কেননা সেগুলো সবটাই আমার এখানে জমা আছে।'—বলে একটা হাত দিয়ে মাথায় বাড়ি দিলেন। 'জানিনা তার কতটা আবার মনে করতে পারবো। আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি। সে সব মনে করতে বেশ অসুবিধা হবে। তবে আমি যদি একজন মনের মতো মানুষ পাই তাহলে তাকে এমন অনেক কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতে পারি। তাঁর যদি আমার পাশে বসে শোনার সময় থাকে তবে বলার মতো অসংখ্য কবিতা রয়ে গেছে আমার। তবে আমি কোনক্রমেই ইমতিয়াজ বিবিকে এসব কবিতা শোনাবো না। আমার এ কবিতার ভাণ্ডার তার হাতে আমি কোনদিনই তুলে দেবো না।' কথা শেষ করে কবি খক্ খক্ করে কাশতে শুরু করলেন।

দেবেন দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে কবির কথা শুনতে থাকে। সে তখনও হাঁটুর উপর বসা। সে চিন্তা করতে থাকে কিভাবে কবির কাছ থেকে যতদূর সম্ভব কবিতা বার করা যায়। ঠিক সেই সময় দোতলার বারান্দায় চটির টানা শব্দ শোনা গেলো। ইমতিয়াজ বেগম তাঁর ক্লান্ত শ্রান্ত চেহারা নিয়ে উপস্থিত হলেন। তার রং মাখা চেহারার অনেকটাই এখন রংহীন ফ্যাকাসে। সুন্দর করে আঁচড়ানো চুল বিন্যাস্ত। তার চেহারায় চোখ বুলোলে সহজেই বোঝা যায়—তিনি পরিশ্রান্ত।

ইমতিয়াজ বিবিকে দেখার সাথে সাথে কবি তার হাতের গ্লাস দেবেনের হাতে ধরিয়ে চাদরের তলায় মুখ ঢুকিয়ে ঘুমের ভান করলেন। হঠাৎ এই পরিবর্তন দেখে দেবেন নিজেও বেশ বোকা বনে গেলো। স্থবির হয়ে পড়লো সে। এরপর কি ঘটলো বা সে নিজে করলো বা কি শুনলো কিছুই মনে নেই তার।

'তাহলে আপনি এখানে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছেন?' গলায় বেগমের ক্লান্তির ছাপ। 'যেভাবে কচ্ছপ মাটির ভেতর নিজেকে লুকিয়ে রাখে।' ঠাট্টা করে কবিকে বললেন তিনি। 'আপনি এখন সে সব শ্রোতাদের সহ্য করতে পারেন না যারা আপনার কবিতা শুনতে নারাজ? আমার যারা প্রশংসা করে সেই সব শ্রোতাদের আপনি এখন আর পছন্দ করেন না। অন্য কোন কবি তার কবিতার গুণে প্রচুর দর্শক-শ্রোতাকে মুগ্ধ করছে সেটা আপনার পক্ষে সহ্য করা বেশ কষ্টকর হয়ে পড়ছে আজকাল। তার অবশ্য কারণও আছে—কবিতা শোনার জন্য আগে অনেকে এখানে ভিড় জমাতো এখন আর সেটা করে না। কারণ আপনি বাতিল হয়ে গেছেন।'

'চুপ! একদম কথা বলবেন না।' নূর সাহেব জোরে চেঁচিয়ে বললেন।

'তা তো বটেই। তার আগে চেয়ে দেখুন। আমি কি পেয়েছি। আজকের অনুষ্ঠানে কত আয় হয়েছে আমার।' তিনি চেঁচিয়ে কথাগুলো বলে হাত দিয়ে ধরে রাখা শাড়ির আঁচল ছেড়ে দিলেন। সেখানে আটকে থাকা শ'য়ে শ'য়ে টাকা

www.BanglaBook.org

মাটিতে ছড়িয়ে পড়লো। কবি কিম্বা দেবেন কেউই সেদিকে তাকিয়ে দেখলেন না। তাঁরা স্থবিরের মতো রইলেন। তিনি আবার চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আলী-আলী'। এদিকে এসো, এ টাকাগুলো গুনে দেখো কত আছে। তারপর একটা ব্যাগে ভরে তোমার মনিবকে দিয়ে দাও।'

কবি মাথা ঘুরিয়ে রেখে চোখ বন্ধ করে চেঁচিয়ে বললেন, 'না আলী! খবরদার! ও টাকাতে হাত দেবেনা।'

ইমতিয়াজ বেগম বিরক্তির সাথে বললেন, 'তাহলে কিভাবে আপনি মদ কিনবেন? এসব বোতলগুলো আলী যে প্রতিদিন পাশের দোকান থেকে নিয়ে আসে তার দাম শোধ করবেন কিভাবে? আর এ ছাই পাশ না খেলে আপনার গলা নষ্ট হবে কিভাবে? আপনি তো ভালো করেই জানেন আপনার গলা নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে আপনি আর গান গাইতে পারেন না। আর আমি গাইতে পারি বলে আমাকে হিংসে করেন। তার প্রমাণ আজও দিয়েছেন। আমার অনুষ্ঠান চলা অবস্থায় উঠে চলে এসেছেন। আমাকে অপমান করেছেন। আপনি আমাকে অপমান করেছেন।'

মহিলা এতো জোরে চেঁচিয়ে কথা বলছিলেন যে, দেবেনের মনে হলো দেয়াল ফেটে যাবে। ছাদ ভেঙে পড়বে। সে মাথা তুলে দেখতে চাইলো দরজার দিকে কেউ আছে কিনা। না থাকলে সে পালাতে পারবে। খালি তো নেই বরং একজন বৃদ্ধা মহিলা তেজোদৃপ্ত ভঙ্গিতে তখন সেই দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকলেন। তাঁর সাদা চুলগুলো দু'পাশে আঁচড়ানো। দেখে মনে হয় এই বাড়িতে তার প্রচণ্ড দাপট রয়েছে। তিনি ঘরে ঢুকেই ধমকের সুরে ইমতিয়াজ বিবিকে বললেন, 'এ ঘর থেকে বের হয়ে যাও কুকুরি। বুড়ো মানুষটাকে একা থাকতে দাও। তুমি ওর কাছ থেকে আর কি চাও? তার খ্যাতি, নাম-ডাক সবই তুমি ভুলুণ্ঠিত করেছো। আজ তুমি তার শ্রোতাদেরও কব্জা করলে—আর চাও কি? যাও নিচে যাও। ওদের কাছে নাচ কর গিয়ে; কারণ টাকা রোজগার করার জন্য ওটাই তোমার আসল পেশা।'

দু'জন মহিলাই এখন যুদ্ধংদেহী মনোভাব নিয়ে একে অপরের দিকে এগুতে লাগলেন। এ দু'জনের মাঝখানে নূর সাহেবের বিছানা। নূর সাহেবকে ডিঙিয়ে দু'জনে হাতাহাতির উপক্রম। কবিকে বাঁচানোর জন্য সে উঠে দাঁড়ালো। তারপর উল্টো দিকে ফিরে দরজার দিকে এগিয়ে গেলো।

দেবেন মুরাদকে বললো, 'আমার এখন আর সময় নেই। আমাকে মিরপুরের শেষ বাস ধরতে হবে। সরলাকে না জানিয়ে আমি দিল্লিতে রাত কাটাতে পারবো না। ও দারুণ চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।'

www.BanglaBook.org

'তুমি একটা আস্ত গাধা দেবেন! দু'জন মহিলার চুলোচুলি আর চোখ উপড়ানোর দৃশ্য দেখা থেকে তুমি নিজেকে বঞ্চিত করছো। মহিলাদের দ্বন্দ্বযুদ্ধ দেখার জন্য মানুষ অনেক বেশি কিছু বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকে সেটা কি তুমি জানো না ? তুমি সামান্য একটা শেষ বাস ধরার জন্য কি ক্ষতিটাই না করলে নিজের।' মুরাদ তার নিজের চেয়ারে বসে এই ভয়াবহ দৃশ্যটা উপলব্ধি করতে চেষ্টা করে হাসতে শুরু করলো।

দেবেন অভিযোগ করে বললো, 'আমি রাতের পর রাত এসব করতে পারবো না। আমাকে আমার চাকরির কথা চিন্তা করতে হয়। আমার স্ত্রী-পুত্রের কথা চিন্তা করতে হয়। এভাবে একটা পারিবারিক নাটকের সাথে নিজেকে জড়িয়ে আমি আমার ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে পারবো না।'

'যদি পরিবারটা কবি নূরের হয়, তাও না ?' মুরাদ বিস্ময়ভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো। আমি তোমার কাছে অন্য রকমের ব্যবহার আশা করেছিলাম। কথাটা তোমাকে আজ বলতে বাধ্য হচ্ছি। কারণ তুমিই আমার জানামতে একমাত্র মানুষ—যে নাকি নূর সাহেবের একনিষ্ঠ ভক্ত এবং যে তাঁর কবিতার আর ভাবের আসল অর্থ ঠিকমতো হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। তুমি তাঁর উপর লেখালেখিও করেছো। একমাত্র তোমারই অধিকার আছে তাঁর অলিখিত কবিতাগুলো তাঁর কাছ থেকে আদায় করে নেয়ার।'

দেবেন বাধো বাধো গলায় বলে, 'অবশ্যই, অবশ্যই মুরাদ, তোমার সব কথাই আমি স্বীকার করছি। আমার চিন্তা-চেতনা, লেখা-লেখি সব কিছুতেই প্রচণ্ডভাবে নূর সাহেবের প্রভাব আছে। আমি তাঁর পাণ্ডিত্যের পূজা করি আর সে জন্যই তোমার কথা শোনার সাথে সাথে দিল্লি এসেছি তার সাক্ষাৎকার নেবার জন্য।'

তার কথায় বাধা দিয়ে মুরাদ বলে, 'এখানে সাক্ষাৎকারে তোমার রাজি অরাজির কোন ব্যাপার নেই। নূর সাহেবকে সাক্ষাৎকার দেবার জন্য রাজি করাতে হবে আমাদের।'

দেবেন আরও দ্রুত মুরাদের কথায় বাধা সৃষ্টি করে বলে, 'মুরাদ ভাই, তুমি জান না আমি আরও কত কি চিন্তা করছি। ব্যাপারটা শুধুমাত্র তোমার পত্রিকায় ছোট একটা সাক্ষাৎকার নিয়েই যে শেষ করতে হবে তা নয়। কবি আসলে কেন জানিনা আমাকে বেশ পছন্দ করে ফেলেছেন। তিনি হয়তো আমার মাঝে তার আসল শিষ্যকে পেয়েছেন কিম্বা কোন পণ্ডিত লোককে খুঁজে পেয়েছেন। তিনি আলোচনার মাধ্যমে আমাকে যা বললেন তার অর্থ এই দাঁড়ায়—তিনি তার লেখা—অলেখা প্রচুর কবিতা আমাকে আবৃত্তি করে শোনাতে চান যেগুলো আমি সাথে সাথে লিখে ফেলতে পারি। তারপরেও কথা আছে : তিনি আমাকে তার

www.BanglaBook.org

অনেক সুখ-দুঃখের কথা বলতে চান যা নাকি এক ধরনের আত্মজীবনী গ্রন্থের মতো হতে পারে।'—কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে শেষ করে সে মুরাদের দিকে তাকায়।

তার কথা শুনে মুরাদ বেশ সন্তুষ্ট হয়েছে বোঝা গেলো। সে বললো, 'এটা একটা দারুণ কাজ হবে দেবেন। দারুণ কাজ। আমি প্রয়োজনে একটা গোটা সংখ্যাতে তার এই কাজটা ছাপাবার ব্যবস্থা করবো। উর্দু কবিতার জগতে এটা হবে একটা অসাধারণ কাজ।'

দেবেন বলে, 'শোন মুরাদ, এটা পত্রিকার জন্য প্রযোজ্য নয়। এটা একটা বই হবে। যদি আমাদের দু'জনের ব্যয় করার মতো সময় পাওয়া যায় আর আমি তাঁর কথাগুলো ঠিকমতো লিখে ফেলতে পারি। কিন্তু আসল সমস্যাটা হচ্ছে কলেজের চাকরি বহাল রেখে কিভাবে আমি সময় বের করতে পারবো সেটা নিয়ে। আর কিভাবেই বা তাঁর কাছ থেকে কাজটা আদায় করতে পারি।'

মুরাদ ঝট করে বলে, 'টেপ রেকর্ডারে তার কথা ধারণ করে সহজে সেটা করা সম্ভব। একমাত্র টেপের সাহায্যেই কাজটা করতে হবে।'

দেবেন মুরাদের দিকে তির্যকভাবে তাকিয়ে বলে, 'কি বললে তুমি ? টেপ রেকর্ডারের মাধ্যমে কাজ করবে ? এটা কি সিনেমার বা রেডিওর জন্য কোন গান ? হু টেপ রেকর্ড! তোমরা দিল্লিওয়ালারা সব কিছুই সহজে করে ফেলার চিন্তা কর কারণ তোমাদের চিন্তাধারা থাকে বিশাল।'

মুরাদ চেঁচিয়ে বলে, 'তুমি হচ্ছো গ্রামের মাল। এখনও আদিযুগে বাস করছো। গুটেনবার্গ কি করে গেছেন সেটা নিয়ে আজও নেশাগ্রস্থ আছো। এখন সময় অনেক পাল্টে গেছে। জনসাধারণ এখন সব কিছু দেখতে আর শুনতে চায়। নাকে চশমা লাগিয়ে অক্ষরজ্ঞান শিক্ষা করার সময় আর কারো নেই আজকাল। আশে-পাশে চোখ ফিরিয়ে দেখতে পারো, কি ধরনের টেপ আর সিনেমার জয়জয়কার। বাঁদর কোথাকার!'

দেবেন মুরাদের বকাবকি শুনে রাগ করে বলে, 'খবরদার! ওসব জন্তু জানোয়ারের নাম উচ্চারণ করবেনা বলে দিচ্ছি।'

'ঠিক আছে। ঠিক আছে। এতো রাগারাগির দরকার নেই। তুমি চাইলে আমি তোমাকে ফুলের নামে নাম দিয়ে ডাকবো। কিন্তু তার আগে তোমাকে কিছু কাজ করতে হবে। প্রথমে একটা টেপ রেকর্ডার জোগাড় করতে হবে। তারপর নূর সাহেবের জন্য এক বোতল ভালো মদ কিনে তাঁর কাছে যেতে হবে। তারপর তাকে গ্লাসে মদ ঢেলে দিয়ে কিছুটা তেল মারতে হবে। তুমি ভালোভাবেই জানো তেল মারা দুনিয়ায় সবাই পছন্দ করে। এবার তাঁকে কবিতা আবৃত্তি করার জন্য অনুরোধ করতে হবে। তিনি একটার পর একটা কবিতা আবৃত্তি করতে থাকবেন আর তুমি টেপ রেকর্ডার অন করে সেগুলো টেপে উঠিয়ে নিতে থাকবে। একদিন

www.BanglaBook.org

এটা উর্দুভাষাভাষী বিশ্বের জন্য বিশাল একটা কাজে পরিণত হবে। তখন মানুষ শুধু কবির কবিতা পড়বে না, শুনতেও পাবে—তাও আবার কবির নিজের গলায়।'

কথাগুলো শেষ করে মুরাদ খুশিতে আটখানা হয়ে গলা চড়িয়ে হাসতে থাকে। মনে হয় নিজেকে নিজের সুন্দর বুদ্ধির জন্য সাধুবাদ জানাচ্ছে। দেবেনকে সে বলে, 'কবির সাথে কথাবার্তা শেষ করে তুমি টেপ রেকর্ডারটা তোমার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে সেটা শুনে অনায়াসে লিখে ফেলতে পারবে। কবির আত্মজীবনী তোমার হাতে চলে আসবে। তারপর তুমি একটা বই লিখে ফেলতে পারবে। বইটার নাম দিতে পারো 'কবি নূর শাহজানাবাদীর সাথে আমার দিনগুলো'। নামটা কি তোমার পছন্দ হয়নি ? দেবেন ভাই, একেই বলে আইডিয়া! তোমার তালের মতো মাথায় এ ধরনের আইডিয়া আসার কথা নয়; কারণ সেখানে ভরা আছে বিভিন্ন গ্রামীণ আনাজ আর ঘাস। তাই বলি মাঝে মাঝে দিল্লিতে আমাদের মতো লোকের কাছে চলে এসো, সুন্দর সব আইডিয়া দিয়ে তোমাকে সাহায্য করবো। বিনিময়ে কিছুটা হলেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কোরো তাতেই হবে।'

'তুমি খুব ভালো আইডিয়া দিয়েছো মুরাদ ভাই। কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে এই যে, টেপ রেকর্ডার পাবে কোথায় ? আমি আজ পর্যন্ত স্বল্প আয়ের জন্য নিজের পরিবারে একটা রেডিও-ই কিনতে পারিনি। তাতে আবার টেপ রেকর্ডার আর টেপ! তাছাড়া এসব যন্ত্র আমি খুব একটা দেখিনি—ব্যবহার করাতো দূরের কথা। কিভাবে চালাতে হয় সেটাও শিখতে হবে।'—বলে দেবেন।

মুরাদ কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে দু'হাতে টেবিলের উপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'তোমার মাথার ঘিলুটাকে মাঝে মাঝে ব্যবহার করার চেষ্টা কোরো তানা হলে ওতে জং ধরে যাবে। একটা টেপ রেকর্ডার জোগাড় করা কি এতোই কষ্টকর ? টেপ ব্যবহার করে এমন একজন লোককেও কি তুমি তোমার মিরপুর গ্রামে খুঁজে বের করতে পারবে না ? তোমার ওই পচা মিরপুরে কি কারও কাছে টেপ রেকর্ডার নেই ? যাও, টেপ রেকর্ডার আছে এমন একজনকে খুঁজে বের কর। তারপর আমার কাছে এসো। আমি তোমাকে বলে দেবো, তারপর কি করতে হবে।'—বলে সে গজগজ করতে লাগলো নিজের মনে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছয়

পুরো সপ্তাহ জুড়ে কলেজে বসন্তকালের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ চললো। পুরো কলেজ বিল্ডিং ধোয়া-মোছা হলো। কিছু কিছু সারানো-মেরামতের কাজও করা হলো। গোটা কলেজ ভবন চুনকাম করা হলো। কলেজের সামনের বাগানটায় যেহেতু কোন ফুলের গাছ ছিলোনা; তাই টবের ফুল গাছ ট্রাকে ভরে এনে পুরো চত্বরটাতে সুন্দর করে সাজানো হলো। এমন কি সিঁড়ির দু'পাশে টব বসানো হলো।

লম্বা মুখো একটা লোক সিঁড়ি কাঁধে গোটা কলেজের সবগুলো ফিউজ বাল্ব পাল্টে নতুন বাল্ব লাগালো। তার ধারণা : দু'দিন পরই বাল্বগুলো হয় চুরি হয়ে যাবে না হয় ভেঙে ফেলা হবে। খরচ না হওয়ার ফলে কলেজ ফান্ডে প্রচুর টাকা পড়ে রয়েছিলো; তাই সেই টাকা থেকে কলেজ ছাত্রদের সুবিধার্থে একটা ওয়াটার কুলার কেনা হলো। এটি কলেজের প্রধান করিডোরের শেষ মাথায় বসানো হলো। যেটা থেকে সব সময় পানি চুইয়ে পড়ার ফলে পুরো বারান্দাটাতে ছাত্রদের জুতোর ময়লা আর পানি মিলিয়ে সার্বক্ষণিক কাদার সৃষ্টি হতে শুরু করলো। দেয়ালে নীল রং-এর কালি দিয়ে সবচে' আগে জীবজন্তুর ছবি আঁকা হলো বোর্ড মিটিং-এর আগের রাতে। ব্যাপারটা কারো চোখে তেমন পড়েনি; কারণ সে রাতে ছোট-খাটো শেষের কাজগুলো নিয়ে সবাই খুব ব্যস্ত ছিলো।

একটা সাদা কাপড়ের তৈরি বিশাল তাঁবু সেই রাতেই মাঠের মাঝখানে টাঙানো হলো। যাঁরা খুব ভোরে উঠে শরীর চর্চা করার জন্য কেডস পরে বের হন বা খুব ভোরে দুধের পাত্র হাতে দুধ আনতে বের হন, তাঁরা এই তাঁবু দেখে চমকে উঠেন। বড় তাঁবুর চারপাশ ঘিরে টাঙানো হলো লাল, নীল, সবুজ রংয়ের আরো বেশ কয়েকটা তাঁবু। এসব তাঁবু থেকে বোর্ড-মিটিং শেষ হবার পর চা-নাস্তা সরবরাহ করা হবে।

ঠিক বেলা দশটায় বোর্ড-এর সদস্যরা আসা শুরু করলেন। তাঁদের আনা নেওয়া করার জন্য কলেজের পক্ষ থেকে বেশ কয়েকটা গাড়ি ভাড়া করা হলো। প্রিন্সিপাল সাহেব সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে অভ্যাগতদের স্বাগত জানাতে ব্যস্ত। শহরের বিশিষ্ট লোকেরা একে একে আসছেন। তাঁরা প্রিন্সিপালের সাথে করমর্দন

www.BanglaBook.org

করার পর দু'দিকে ফুলের টব দিয়ে সাজানো সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যাচ্ছেন। আজ প্রিন্সিপাল সাহেব মেটে রং-এর সুন্দর পরিপাটি স্যুট পরেছেন। দারুণ ব্যস্ত তিনি। অপচয় করার মতো সময় তাঁর হাতে নেই।

আজ কলেজ ছুটি। তাই ছাত্রদের সমাগম প্রায় নেই বললেই চলে। কিছু ছাত্র যারা হোস্টেলে থাকে তারা কৌতূহলবশে কলেজের ক্যাম্পাসে বিচ্ছিন্নভাবে ঘোরা-ফেরা করছে। সব শিক্ষককে কলেজে আসতে বলা হয়েছে; কারণ মিটিং শেষ হবার পর তাঁদের সবাইকে বোর্ড মেম্বারদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হবে। যেহেতু মিটিং শেষ হতে অনেক দেরি; তাই আজ কলেজের শিক্ষকরা ছাত্রদের মতো ব্যবহার করছেন। তাঁরা কলেজের লম্বা বারান্দায় দল বেধে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আড্ডা মারছেন, হাসি-তামাসা করছেন। এরচে' ভালো করার মতো কিছু নেই তাদের।

দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর বোর্ড-মিটিং শেষ হলো। বোর্ড মেম্বাররা সব বড় তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলেন। এই মুহূর্তে কলেজের রেজিস্ট্রার, প্রিন্সিপাল, কর্মচারি—সবারই ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ার মতো প্রশান্তি। এখন বাকি আপ্যায়ন পর্ব। পাশের ছোট তাঁবুগুলোতে চা তৈরির কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। কলেজ কর্মচারিদের কোন তাড়াহুড়ো নেই। প্রথমে আপ্যায়ন করা হবে বোর্ড মেম্বার আর অতিথিদের। তারপর আস্তে ধীরে তাঁরা চা-বিস্কুট, চানাচুর খাবেন। ট্রে আর কাপ প্লেটে করে বেয়ারা চা-বিস্কুট-চানাচুর অভ্যাগতদের পরিবেশন করতে শুরু করলো।

তাঁবুর ভেতর কিছু সোফাসেট প্রথম সারিতে বসানো হয়েছে। সেগুলো বিশেষ অতিথিদের জন্য। তারপর সারি করে বসানো হয়েছে কলেজের ব্যবহৃত চেয়ার—এগুলো সাধারণ অতিথিদের জন্য। প্রধান অতিথিকে অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে এসেছেন প্রিন্সিপালের স্ত্রী। সাধাসিদে গো-বেচারি মানুষ তিনি। সুন্দর নতুন শাড়িতে আজ তাঁকে চেনাই যাচ্ছে না। সবচে' বেশি দুশ্চিন্তা আর দায়িত্ব যাঁর কাঁধে তিনি হলেন—প্রিন্সিপাল। আর এতোক্ষণ পর তার মুখে হাসি দেখা গেছে। প্রধান অতিথি হাল্কা ঠাট্টা করে প্রিন্সিপালের স্ত্রীকে প্রচণ্ড কষ্ট করার জন্য ধন্যবাদ জানালে তিনি স্বাভাবিক ভদ্রতা প্রকাশ করে জানালেন—তেমন কিছুই করা হয়নি।

চা-নাস্তা খাওয়া নিয়ে সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়লে কাপ-প্লেট-চামচের শব্দ বেড়ে গেলো। সেই সাথে বাড়লো উপস্থিত অতিথিদের গুঞ্জন। কলেজের সাধারণ কর্মচারিরা কোনমতে এককাপ চা খেয়ে নিজেদের যতদূর সম্ভব আড়াল রাখতে ব্যস্ত। তারা বড় কর্মকর্তাদের চোখের সামনে পড়তে চায় না। এমন কি প্রিন্সিপাল সাহেবের গতিবিধি তারা ঠিকমতো লক্ষ্য রেখেছে এবং বার বার রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেবেন তার সহকর্মীদের এই ভয়-ভীতির বেহাল অবস্থা অবলোকন করতে গিয়ে নিজেও বেহাল হয়ে পড়লো যখন সে ঠিক তার পিছে দাঁড়ানো প্রিন্সিপালকে দেখতে পেলো। হাতে চামচ নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, চা নাড়তে ভুলে গেলো। দূরে টেবিলের কাছে প্রিন্সিপালের স্ত্রী দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর হাসিমাখা মুখ দেখে দেবেন আবার বাস্তবে ফিরে আসে। চামচ দিয়ে ভালো করে চা নাড়ায়।

ভাগ্যক্রমে দেবেন কলেজের উর্দু বিভাগের প্রধান আবিদ সিদ্দিকির দেখা পায়। সে আগে বেড়ে তার সাথে হাত মিলিয়ে অভিবাদন জানায়। এ দেশে উর্দু ভাষা এখন প্রায় বিলীন হবার পথে। তা সত্ত্বেও লালা রামলাল কলেজে প্রায় ছাত্রহীন উর্দু বিভাগ থাকার পেছনে একটা বিশেষ কারণ আছে। কলেজের নামটা লালা রামলাল কলেজ হলেও কলেজের সম্পূর্ণ মালিকানা রামলাল পরিবারের নেই। কলেজটি মিরপুরের নওয়াব সাহেবের পরিবার থেকে প্রচুর পরিমাণ অর্থ সাহায্য পেয়ে থাকে। এই নওয়াব সাহেব মিরপুরে মুসলমানদের জন্য মসজিদ তৈরি করেছেন আর তৈরি করেছেন বিশাল বিশাল কয়েকটি আবাসিক বাড়ি। কিন্তু লালা রামলালের পরিবার কোন মুসলমানের নামে কলেজের নাম রাখতে মোটেই রাজি নন। তাই শেষ পর্যন্ত আপোস রফার পর নওয়াব সাহেবের নামে উর্দু বিভাগের নামকরণ করা হয়েছে। এই বিভাগের সমস্ত খরচ এই সব আবাসিক বাড়িগুলোর আয় থেকে চলে।

মিরপুরের অল্প কয়েকটি মুসলমান পরিবার থেকে মাত্র কয়েকজন এই উর্দু বিভাগে পড়াশোনা করতে আসে। তাছাড়া এদেশে উর্দুর তেমন আর কোন ভবিষ্যৎ নেই। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর সেটা মুসলমানদের আবাসভূমি পাকিস্তানে চলে গেছে। মোট কথা অল্প কিছু মুসলিম পরিবার যদি জিদ করে তাদের সদস্যদের এই উর্দু বিভাগে পড়াশোনা করতে না পাঠাতেন তাহলে বিভাগটি ফাঁসির আসামিকে ফাঁসির জন্য নিয়ে যাওয়া কনডেমন্ড সেলের মতো শূন্য মনে হতো।

আবিদ সিদ্দিকি সাহেব তাঁর বিভাগের সব শিক্ষক কর্মচারিদের সাথে করে এনেছেন এবং মুক্ত বিহঙ্গের মতো মাঠের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাঁর পছন্দের লোক খুঁজছেন, যার সাথে মনের দু'টো কথা বলতে পারেন। দেবেন লালা রামলাল কলেজে তাঁর পছন্দের অল্প কয়েকজনের মধ্যে একজন। তিনি তাই এক গাল হাসি দিয়ে দেবেনকে অভিবাদন জানালেন।

তিনি দেবেনকে বললেন—'শর্মা সাহেব কি মনে করেন অন্যদিনের চায়ের থেকে বার্ষিক অনুষ্ঠানের চায়ের মজা বেশি ?' দেবেন তাঁর সুন্দর বাচনভঙ্গি শুনে বেশ মজা পেয়ে জোরে হাসলো।

www.BanglaBook.org

'বার্ষিক অনুষ্ঠানের চা অন্যদিনের চায়ের তুলনায় সবদিক থেকেই আলাদা।'—বললো দেবেন।

'এ দিনটিকে শুধু বার্ষিক অনুষ্ঠানের দিন বললে ভুল হবে। আপনি ঠিকই বলেছেন। দিনটি অন্যরকম। আর তাই আজ ম্যাডামরা আমাদের বিস্কুট-চানাচুর পরিবেশন করছেন। অন্য সময় হলে উনারা আমাদের পাত্তাই দিতেন না।'—বলেই হাসতে লাগলেন সিদ্দিকি সাহেব।

দেবেন বলে, 'কাকেই বা আমরা রোজ খুব একটা পাত্তা দিয়ে থাকি।'—বলে সে পেস্তা-বাদামের প্লেট থেকে কিছু বাদাম নিয়ে খেতে শুরু করে। বলে, 'খুবই দামি খাবার। এই বাদাম কমের পক্ষে চল্লিশ টাকা করে কিলো হবে।'

সিদ্দিকি সাহেব খালি হয়ে যাওয়া বাদামের প্লেটের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'কঠিন দিন পার করছি আমরা।' দেবেন তার কথায় সায় দিয়ে বললো, 'আসলেই দারুণ কঠিন দিন।'

দেবেন সিদ্দিকি সাহেবকে কি ভেবে যেন জিজ্ঞেস করে, 'আপনার ডিপার্টমেন্টের তো খারাপ অবস্থা হবার কথা নয়? কারণ আপনার ডিপার্টমেন্ট ছোট হলেও এই কলেজের মধ্যে সবচে' সুন্দর এটি।'

'ঠিক পেস্তা-বাদামের মতো!' সিদ্দিকি সাহেব উত্তর দিলেন। 'উর্দু খুবই দুর্লভ হয়ে উঠছে। এই ভাষায় যা কিছু নতুন সৃষ্টি হয় সেটা রপ্তানির জন্য মাত্র। রপ্তানি করা হয় পাকিস্তান আর মধ্যপ্রাচ্যে। আপনি কি জানেন ফাইয়াজ সাহেব বৈরুত চলে গেছেন সেখানের এক পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়ে?'

কথাটা শুনে দেবেন বিস্ময়ের সাথে বলে ওঠে—'কি দরকার ছিলো তাঁর বৈরুত যাবার? তিনি ভারতের পত্রিকায় লেখালেখি করতে পারতেন। আমাদের দেশে এখনো ভালো ভালো উর্দু লেখক আছেন যাঁরা এ ধরনের সমস্যার মোকাবেলা করতে পারেন।'

'ভালো কিছু করার চেষ্টাও এখন আর তেমন কেউ করতে চায় না শর্মা সাহেব।'

দেবেন বাধা দিয়ে বলে, 'কথাটা ঠিক বললেন না। দিল্লিতে একটা উর্দু পত্রিকা নতুন কবিতা নিয়ে একটা বিশেষ সংখ্যা বার করার উদ্যোগ নিয়েছে। এই উদ্যোগটাই কি প্রমাণ করে না ভালো চেষ্টা করার মতো লোক এখনো আছে?'

'তাই নাকি? কি নাম পত্রিকাটার? তারা কি ভালো কিছু কবিতা জোগাড় করতে পারবে বলে মনে করেন?'

দেবেন বেশ জোর দিয়ে বলে, 'অবশ্যই পারবে! আপনি বলেন কি? বিখ্যাত কবি নূর শাহজাহানাবাদির মতো লোক পর্যন্ত এই সংখ্যায় তার আগের লেখা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অপ্রকাশিত কিছু কবিতা প্রকাশ করার জন্য দেবেন বলে কথা দিয়েছেন। সংখ্যাটা উর্দু ভাষার জন্য বিশাল একটা উপার্জন হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।'

দেবেনের কথা সিদ্দিকি সাহেব বেশ মনোযোগ দিয়ে শোনেন। তিনি এ খবরে বেশ খুশি হন; বলেন, 'নূর শাহজাহানাবাদির মতো বিরাট মাপের কবি দীর্ঘ পনের বছর চুপ থাকার পর যদি এই পত্রিকার জন্য লেখেন তা হলে অবশ্যই উর্দু সাহিত্যে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে নূর সাহেবকে উর্দু সাহিত্যের জন্য বদ্ধ জলাশয়ের তিমি মাছ বলে মনে করি।'

দেবেন যখন সিদ্দিকি সাহেবের সাথে কথা বলতে ব্যস্ত, ঠিক তখন কলেজের প্রিন্সিপাল প্রধান অতিথির সাথে বসে কাপ ভরে চা নিয়ে খোলা গল্পে মশগুল। সাথে আছেন তাঁর স্ত্রী আরো কয়েকজন মহিলা। দর্শক শ্রোতারাও এখন নিজেদের মধ্যে আলাপচারিতায় ব্যস্ত। দেবেন ব্যস্ত থাকে সিদ্দিকি সাহেবের সাথে। আজ প্রথম সে তাঁর সাথে বেশ আন্তরিকভাবে কথা বলছে। তাদের দু'জনের মাঝে আছে শুধু দু'টো খালি চায়ের কাপ। এবার সে গলা আর একটু নামিয়ে সিদ্দিকি সাহেবকে বলে, 'শুনলে খুশি হবেন ওই পত্রিকার সম্পাদক সাহেব নূর সাহেবের একটা সাক্ষাৎকার নেবার ভার দিয়েছেন আমার উপর। তাঁর কবিতার সাথে ওই সাক্ষাৎকারটাও বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হবার কথা।'

দেবেনের কথা শুনে তাঁর দু'টো ভ্রু-ই কপালে উঠলো। তিনি বিস্ময়ের সাথে বলে উঠলেন, 'আপনি নূর সাহেবের সাথে দেখা করতে যাবেন?' দেবেন প্রথম যেদিন উর্দু বিভাগের একজন প্রভাষকের অনুপস্থিতিতে ক্লাস নিতে আসে সেদিনই তার পড়াবার ধরণ দেখে সিদ্দিকি সাহেব তার ভেতর সম্ভাবনার আলো দেখতে পান। আজ তার কথা শুনে তিনি আশ্চর্য আর খুশি দু'টোই হন। আর একবার জিজ্ঞেস করেন—'আপনি তাহলে নূর সাহেবের সাথে দেখা করতে যাবেন?'

সিদ্দিকি সাহেবের বিস্ময়কে আরো তুঙ্গে তোলার জন্য দেবেন এবার বললো, 'যাবো না, গেছি। আমি একাধিকবার নূর সাহেবের বাড়িতে গেছি। তাঁর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছি। তাঁর সাথে আমার অনেক বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হয়েছে। আসলে তিনি আমাকে নিয়ে আরো বড় কিছু করার কথা চিন্তা করছেন শুধু তাঁর কবিতার ডিকটেশন নেয়া বা সাক্ষাৎকার নিয়ে যে কাজ শেষ করা হবে তা নয়। তিনি চান আমি তার জীবনীগ্রন্থ লেখার কাজ শুরু করি, এজন্য তিনি আমার সাথে যোগাযোগ করেছেন।'

সিদ্দিকি সাহেব দেবেনের পরের কথাগুলো মোটেই বিশ্বাস করতে পারলেন না; তাই মোটামুটি ঠাট্টাচ্ছলে বললেন, 'নূর সাহেবের মতো বিশাল মাপের একজন কবি তাঁর জীবনীগ্রন্থ লেখার জন্য দিল্লিতে কাউকে পেলেন না। এই অজ

www.BanglaBook.org

পাড়াগাঁ মিরপুরে এসে তিনি আপনাকে আবিষ্কার করলেন! কথাটা কি বিশ্বাসযোগ্য করাতে পারবেন ?'

সিদ্দিকি সাহেবের ঠাট্টা করার ভঙ্গিটা দেবেনের মোটেই ভালো লাগলো না। সে বেশ ক্ষুব্ধ হয়ে বললো, 'কবির মতো বয়স্ক একজন লোক কেন এই অজ পাড়াগাঁয়ে আসতে যাবেন। আমিতো বলেছি আমি নিজেই তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। তাঁর সাথে বিভিন্ন আলাপ-আলোচনার মাঝে তিনি তাঁর আত্মজীবনীর কথা তোলেন। বিভিন্ন স্মৃতিকথার কথা বলতে গিয়ে আমাকে বলেন—আমি ইচ্ছে করলে তাঁর এইসব স্মৃতিকথায় ডিকটেশন নিতে পারি।'

দেবেনের কথা শেষ হবার পর সিদ্দিকি সাহেব তার মুখ নামিয়ে আনলেন চায়ের কাপের উপর। ঠিক যেভাবে পাখি ঠোঁট দিয়ে মাটিতে পোকামাকড় ঠুকরে খাবার জন্য মুখ নামায় সেভাবে। তাঁর চেহারার অভিব্যক্তি বোঝা গেলো না। তিনি শুধু বললেন, 'আশ্চর্য সব ঘটনা ঘটে যাচ্ছে বলে মনে হয়!'

সিদ্দিকি সাহেবের কথাটা শোনার পর দেবেন রাগ করবে না হাসবে বুঝে উঠতে পারলো না। তবে নাক দিয়ে এমন একটা শব্দ করলো যা থেকে দু'টোই প্রকাশ পায়। সে বললো, 'আমার কথাটা আপনি সম্ভবতঃ বিশ্বাস করতে পারছেন না। তবে একদিন আমি ব্যাপারটা প্রমাণ করে দিবো দেখে নেবেন।'

'কল্পনার মাধ্যমে অনেক কিছুই করা যায়। আবার কল্পনার সাথে যদি কিছুটা বাস্তবতার ছোঁয়া থাকে তা হলে তো কথায়-ই নেই।'—বলে হাসতে থাকেন সিদ্দিকি সাহেব; বলেন, 'আপনিতো জানেন কিছু বাস্তব আর কিছু কল্পনা মিলিয়ে পশ্চিমা দেশগুলোতে অনেকে কিছু করা সম্ভব হচ্ছে ইদানীংকালে।' কথাটা বলে তিনি নিজেকে জাহির করার চেষ্টা করলেন। যদিও দেবেন ভালো করে জানে তিনি যে কথা জানার ভান করছেন সে সব ব্যাপারে তাঁর তেমন কোন অভিজ্ঞতা থাকার কথা নয়।

দেবেন এবার বেশ জোর দিয়ে বললো, 'আমি পুরো সাক্ষাৎকার বা স্মৃতিকথার ডিকটেশন নিতে যাচ্ছি না। আমি তাঁর সাথে আমার কথোপকথন টেপ রেকর্ডারের মাধ্যমে টেপ করে নেবো। আমি সেজন্য একটা টেপ রেকর্ডারের খোঁজে আছি। আওয়াজের সম্পাদক সাহেব আমাকে এই বুদ্ধি দিয়েছেন। তিনিই বলেছেন, আধুনিক বিশ্বে কেউ এখন লেখার মাধ্যমে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে না। টেপ রেকর্ডারে সেটা টেপ করে পরে সেখান থেকে লিখে নেয়।' আমি যেদিন টেপ রেকর্ডারের ব্যবস্থা করে নূর সাহেবের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে সক্ষম হবো সেদিন আপনাকে আমন্ত্রণ জানাবো সেই টেপ শোনার জন্য। তখন আপনি নিজের কানে শুনে বুঝতে পারবেন গলাটা নূর সাহেবের কিনা।'

তাদের এই কথাবার্তার মাঝে লাইব্রেরিয়ান ত্রিবেদী সাহেব প্রবেশ করলেন। তাঁকে দেখে সিদ্দিকি সাহেব আরো উচ্ছ্বসিত হয়ে দেবেনকে বললেন, 'আপনি

www.BanglaBook.org

আপনার এই সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে আমাকে আরও বিশদভাবে বলবেন, শর্মা সাহেব। টেপের মাধ্যমে জীবনী আমি এই প্রথম শুনলাম। স্বীকার করতেই হবে আমাদের দেশে আগে আর কখনো এভাবে কাজ করা হয়নি। ইলেকট্রনিক্সের এই আবিষ্কার মোগল আমলে হলে আরো কতই না ভালো হতো! তাহলে বিখ্যাত সব কবিদের নিজের গলায় কবিতা পাঠ আমরা এখন বসে শুনতে পেতাম। আপনি অবশ্যই আমাকে পরবর্তীতে কি হলো জানাবেন।'

দেবেন তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা সিদ্দিকি সাহেবকে বলেছে শুধু আলাপের খাতিরে। এটা তিনি বিশ্বাস করেন বা না করেন তাতে তার কিছুই আসে যায় না। সিদ্দিকি সাহেব ব্যাপারটা শুনে দারুণভাবে আশ্চর্য এবং উৎসাহিত হয়েছেন সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। কারণ তিনি চোখ বড় বড় করে কথা বলছেন এবং তার দাঁড়িতে হাত বোলাচ্ছেন আর বলছেন, 'শর্মা সাহেব, আজ আপনি আমাকে একি শোনালেন! আশ্চর্য! অতি আশ্চর্য ব্যাপার। ব্যাপারটা আমার কাছে আরও আশ্চর্যের মনে হবে যখন বাস্তবে সেটা দেখতে পাবো তখন।'

দেবেন যখন বুঝলো সিদ্দিকি সাহেব ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পেরেছেন তখন সে গলায় উচ্ছ্বাস এনে বললো, 'উর্দু সাহিত্যের জন্য এটা একটা দারুণ ব্যাপার হবে কি-না, একটু ভেবে দেখুন সিদ্দিকি সাহেব। আপনার কি মনে হয় না উর্দু সাহিত্যের প্রতিটি পাঠক এটা খুবই আনন্দের সাথে গ্রহণ করবে? আপনার বিভাগের কথাটাই একবার ভেবে দেখুন। আপনার শিক্ষক আর ছাত্র-ছাত্রীরা কি টেপটা শুনতে আগ্রহী হবে না? এমনও হতে পারে আমি টেপটার কপি করে ভারতের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু বিভাগকে একটা করে কপি পাঠিয়ে দেবো। মুরাদ সাহেব বললেন, দিল্লিতে টেপ নিয়ে দারুণ হৈচৈ শুরু হয়েছে। সবাই টেপে গান, আবৃত্তি, কথাবার্তা শোনার জন্য পাগল। তাই টেপ রেকর্ডারের চাহিদা আকাশচুম্বি। হয়তো আপনিও আপনার বিভাগের জন্য একটা টেপ রেকর্ডার কিনবেন। আর সেখানে থাকবে টেপের লাইব্রেরি। সবাই কবির গলা শোনার জন্য ব্যাকুল হয়ে ছুটে আসবে। টেপ চালিয়ে কবির গলায় আবৃত্তি শুনবে।'

সিদ্দিকি সাহেব শিশুর মতো মাথা ঝাঁকিয়ে জোরে হেসে উঠে দেবেনের বাহু ধরে ঝাঁকি দিতে শুরু করলেন; বললেন, 'আপনি ঠিক বলেছেন শর্মা সাহেব। দারুণ! দারুণ ব্যাপার হবে তাহলে। আমাদের সব কবি-সাহিত্যিক আমাদের কাছে গানের পাখি হয়ে ধরা দেবেন আর আমরা যখন খুশি ময়না, কোকিল, বুলবুলির মতো তাঁদের নিজেদের গলায় তাঁদের সাহিত্যসৃষ্টি শুনতে পারবো।'

'ঠিকই বলেছেন সিদ্দিকি সাহেব। এখন আপনার উচিত প্রিন্সিপাল সাহেবকে অনুরোধ করা আপনার বিভাগের জন্য কিছু সরঞ্জামাদি কেনার জন্য। আজই সম্ভবতঃ বাজেট মিটিং বসবে। আপনি আপনার এই বিষয়টি মিটিং-এ পেশ করতে পারেন এবং

www.BanglaBook.org

টেপ রেকর্ডার, টেপ, ক্যাসেট প্লেয়ার কেনার জন্য টাকা বরাদ্দ করতে পারেন। এতে এই কলেজে বিশেষ করে আপনার বিভাগে নতুন যুগের সূচনা হতে পারে।'

দেবেনের কথা শেষ হবার আগেই সিদ্দিকি সাহেব জোরে হেসে ওঠেন। তারা দু'জনে একই সাথে হাসতে থাকে। তাদের এই হাসি অনেকের কানে যায়। তারা সবাই মুখ ফিরিয়ে আশ্চর্য হয়ে এই দু'জনের হাসি উপভোগ করতে থাকে। সবার থেকে একটু দূরে সামিয়ানার নিচে বসে তাদের এই আনন্দঘন মুহূর্ত সবাই উপভোগ করতে থাকে। কিন্তু সেদিকে তাদের কোন খেয়ালই নেই। তারা তখন দারুণ এক মজার ব্যাপার নিয়ে হাসাহাসিতে ব্যস্ত।

সিদ্দিকি সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, 'শর্মা সাহেব, আপনি কি করে ভাবতে পারলেন আমার মতো একটা ভীতু খরগোস কিভাবে সিংহের সাথে তার আস্তানায় দেখা করতে যাবো। তাও আবার বছরের সেরা এই রাজদরবারের দিনে। তারচে' ভালো চলুন, আমরা দু'জন সিংহের প্রধানমন্ত্রী নেকড়ের খোঁজ করি। তাঁকে আমাদের আইডিয়ার কাথাটা বলি। একটু আগেই আপনি যে বাজেটের কথাটা বললেন না, সেটা ধরে নেকড়ের সাথে যদি কথা বলা যায়। আর তাঁর যদি কথাটা মনে ধরে তবেই কাজটা হবে বলে মনে হয়।'

নেকড়ের কথা শুনে দেবেন কিছুই বুঝতে না পেরে মাথা ঝাঁকাতে থাকে। ভাবে—সেকি স্বপ্নের রাজ্যে আছে নাকি বাস্তবে। তার জীবনে সে কোনদিন কোন কাজ সহজভাবে পরিকল্পনা মোতাবেক করতে পারেনি। আজ সে দারুণভাবে পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোতে পেরেছে কিন্তু সবকিছুর পর এই 'নেকড়ে সাহেব' কে হতে পারেন সেটা সে মোটেই বুঝে উঠতে পারছে না।

'কি ব্যাপার, আপনি কি ব্যাপারটা বুঝতে পারেননি আমি কার কথা বলছি? আরে ভাই, রেজিস্ট্রার সাহব। আমি রেজিস্ট্রার সাহেবের কথা বলছি।'—জোরে বলে ওঠেন সিদ্দিকি সাহেব। ব্যাপারটা পরিষ্কার হতেই তারা দু'জনে দু'জনার হাত উঁচু করে থাপ্পড় মারলো। দেখে যে কারো মনে হতে পারে তাঁরা এইমাত্র বিশেষ কোন চুক্তি সম্পাদন করলো।

তারা যখন রেজিস্ট্রার সাহেবকে খুঁজে পেলো তখন তাদের হাসির ফোয়ারায় ভাটা পড়েছে। রেজিস্ট্রার সাহেব বিষণ্ন বদনে সামনের সারিতে রাখা সোফাসেটের পেছনের শেষ ডান দিকের চেয়ারে হাঁটুর উপর একটা পা উঠিয়ে বসে আছেন। আসলে তাঁর এভাবেই থাকার কথা; কেননা যেহেতু তিনি কোন বিভাগের অধীনে নেই, তাই তাঁর কোন সঙ্গী-সাথীও নেই। ওদিকে প্রিন্সিপাল সাহেব প্রধান অতিথির সাথে কোন বিশেষ ব্যাপার নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত।

তারপরও সিদ্দিকি সাহেব রেজিস্ট্রার সাহেবের দিকে হাত কচলাতে কচলাতে আগে বাড়লেন। তাঁর বিশেষ কিছু কথা তাঁকে অবশ্যই বলতে হবে। তিনি কথা

www.BanglaBook.org

শুরু করলেন, 'কেমন আছেন রায় সাহেব ? মিটিং-এর ধারা বিবরণ নিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন নিশ্চয়। তারপর তো আরো অনেক কিছুই করতে হয়েছে আপনাকে; যেমন—বাজেট নিয়ে আলোচনা, টাকা-পয়সা, বিভিন্ন বিভাগের সমস্যা আরো কত কি!'

'না না। আমি ক্লান্ত নই। তাছাড়া অর্থনৈতিক তেমন কোন আলোচনা হয়নি। বোর্ড শুধু জানিয়েছে যে, আগের তুলনায় বাজেট কিছু কমানো হবে; কারণ নতুন কোন সাহায্য পাবার সম্ভাবনা নেই। এই আর কি!'—বলে রায় সাহেব তাঁর পা নামিয়ে সম্ভ্রমের সাথে বসলেন।

সিদ্দিকি সাহেব এবার একটু নাটকীয়তা করে বললেন, 'এটা খুব খারাপ কথা রায় সাহেব। আমরা দু'জন সাহিত্যের শিক্ষক আপনার কাছে একটা আবদার নিয়ে আসলাম আর আপনি সেটা না শুনেই বাজেট কর্তনের কথা শুনাচ্ছেন আমাদের!'

'আমি আপনাদের কোন ভয় দেখাচ্ছিনা সিদ্দিকি সাহেব বরং বোর্ড বাজেট কমানোর কথা বলে আমাদের ভয় দেখিয়েছে।'—কথাটা বেশ রসিকতার সাথে বললেন রায় সাহেব।

দেবেন তার দু'হাত পেছনের দিকে ধরে রেখে সিদ্দিকি সাহেবের কথোপকথন শুনছিলো আর ভাবছিলো, তিনি খামোকাই রেজিস্ট্রারের মতো একজন সাধারণ প্রশাসনিক কর্মকর্তার সাথে মোসাহেবি করে কথা বলছেন। সে অবশ্য উর্দু বিভাগের অবস্থা তেমন একটা জানে না। তবে সে নিশ্চিত, কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে সব সময় টাকা উদ্বৃত্ত থাকে; কারণ এসব বিভাগই এখন কলেজের শীর্ষে। কলা বিভাগের তেমন কোন মর্যাদা নেই বললেই চলে। তার উপর তারা দু'জন আবার হচ্ছে ভাষা-সাহিত্যের শিক্ষক। মানবিক বিষয়ের যে বিভাগের কিছুটা মর্যাদা আছে সেগুলো হচ্ছে—অর্থনীতি আর রাষ্ট্রবিজ্ঞান। ভাষা-সাহিত্য বিভাগকে কেউ গণ্যই করে না—তার আবার লাইব্রেরি! বিশেষ করে উর্দু বিভাগের জন্য কিছু করার সম্ভাবনা নাই বললেই চলে; কারণ এটি একেবারেই ছোট একটি বিভাগ। দেবেন ভাবে—সিদ্দিকি সাহেব আগেই বুঝতে পেরেছেন কাজটা একেবারেই অসম্ভব। তাই উপরের কোন লোকের সাথে কথা না বলে তিনি কথাটা বলার জন্য রায় সাহেবেকে উপযুক্ত মনে করেছেন। আবার এমন হতে পারে সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠার জন্য তিনি সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দিয়েছেন। সে যাই হোক সিদ্দিকি সাহেবের কথা বলার ভঙ্গি দেখে যে কেউ বুঝতে পারবে যে, বিষয়টি সম্ভব হবার কোন উপায় নেই।

দেবেন দূরে দাঁড়িয়ে দু'হাত আঙুল দিয়ে তার পেছনে আটকে এই দু'জন ভদ্রলোকের কথা শুনছিলো। এঁদের দু'জনই লাখনৌ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে

www.BanglaBook.org

পড়াশোনা করেছেন। কাজেই দু'জনের পুরোনো ঐতিহ্যের সাথে পরিচয় আছে। যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়টি বেশ পুরোনো। এরই মধ্যে দেবেনের বিভাগের একজন সহকর্মী তার হাত ধরে টান দেয়ায় তার চিন্তায় বাধা পড়ে।

'গত রোববার কোথায় গেছিলেন আপনি, দেবেন ভাই ?'—চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে জয়দেব। 'তার আগের রোববারও আপনি কোথায় যেন গিয়েছিলেন। আমাকে বলতে হবে আপনি কোথায় আপনার অবসর মুহূর্ত কাটান। আপনি যদি মনে করে থাকেন আপনার গতিবিধি কেউ লক্ষ্য করে না তাহলে ভুল করেছেন। আমরা আপনার ব্যাপারে খুবই আগ্রহী।'

দেবেন মুখে আঙুল দিয়ে তাকে চুপ থাকতে বললে সে তার কথায় কান না দিয়ে পাশে বসে থাকা বিভাগের অন্য সব শিক্ষকদের কাছে তাকে জোর করে টেনে নিয়ে যায়। উপস্থিত অন্যসব শিক্ষকরা তখন প্লেটের অবশিষ্ট বিস্কুট আর ঠাণ্ডা চা খেতে ব্যস্ত। তারা দেবেনকে কাছে পেয়ে সমস্বরে বলে ওঠে, শর্মা সাহেব, আজ আমাদের কাছে আপনাকে বলতে হবে দিল্লির কোন সুন্দরীর কাছে আপনি রবিবার যান। গোটা কলেজে আপনার এই ব্যাপারটা নিয়ে তোলপাড়ের সৃষ্টি করেছে। আপনি মনে করেন লুকিয়ে পালালে পার পেয়ে যাবেন ? কখ্খনো না। আজ আপনাকে সেই সুন্দরীর ব্যাপারটা আমাদের কাছে বলতেই হবে।'

দেবেন তার সহযোগিদের হাত থেকে রেহাই পেয়ে যখন সোফাসেটের পেছনের চেয়ারের দিকে তাকালো, দেখতে পেলো সেখানে সিদ্দিকি সাহেব বা রায় সাহেব—কেউ নেই বরং তার স্ত্রী সরলা দু'হাত সামনে দিয়ে বুক পেঁচিয়ে তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর চোখে-মুখে ক্লান্তির ছাপ। এ ধরনের অনুষ্ঠানে আসা আর দেবেনের সহকর্মী বা তাদের স্ত্রীদের সাথে আড্ডা দেওয়া সরলা মোটেই পছন্দ করেন না। তিনি পায়ে পায়ে দেবেনের দিকে এগিয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'এখন কি আমরা বাড়ি যেতে পারি ? মানুর নিশ্চয় ক্ষিদে পেয়েছে। সে নিশ্চয় কাঁদছে এখন।'

দেবেনের জীবনে আশাভঙ্গ কোন নতুন ব্যাপার নয়; তাই সে মোটেই আশ্চর্য হয়নি যে, সিদ্দিকি সাহেবের সাথে তার পরিকল্পনাটা ভেস্তে যাবে। আর এই ঘটনা ঘটানোর জন্যই আসল কাজের সময় তার সহকর্মীরা সিদ্দিকি সাহেবের কাছ থেকে তাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। তাদের মজা আর বিদ্রুপের শিকার হয়েছে সে। এসব কিছুই তার কাছে স্বাভাবিক ব্যাপার। পরের দিন ক্লাস নেবার সময় যে ঘটনা ঘটলো সেটাই বরং অস্বাভাবিক। কারণ উর্দু বিভাগের একটি ছাত্র সিদ্দিকি সাহেবের একটা চিঠি তার হাতে দিয়ে গেলো। চিঠিতে লেখা : বেলা বারোটায় মি. রায় তাঁর অফিসে দেবেনের জন্য অপেক্ষা করবেন।

www.BanglaBook.org

চিঠিটা সে বার বার পড়তে লাগলো। মনে হলো, সে ভুল দেখছে। সাদা কাগজে নীল কালি দিয়ে লেখা চিঠিটার অক্ষর মাঝে মাঝে তার কাছে সোজা নীল লাইনের মতো মনে হতে লাগলো। চিঠিটার ভেতর একটা সম্ভাবনা প্রচণ্ড রকম পরিলক্ষিত হলো। চিঠির অক্ষরগুলো যেনো শব্দে রূপান্তরিত হয়ে জোরে তার কানে বাজতে শুরু করলো। তার মনে হলো, যদি তাদের পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ নেয় তাহলে সেটার কৃতিত্ব তার কিম্বা সিদ্দিকি সাহেবের বা রায় সাহেবের নয়— কৃতিত্বের পুরোটাই নূর সাহেবের। নূর সাহেবের কবিতা তাঁর জীবনী সবার মধ্যে একটা পিপাসা সৃষ্টি করেছে। আর সেটা তৃপ্ত করতেই আজকের এই সম্ভাবনা।

বারোটা বাজার কয়েক মিনিট আগে দেবেন রায় সাহেবের অফিসের দিকে রওয়ানা হলো। তার মনে হলো, সে সোজা হাঁটতে পারছে না। তার পা টলছে। যে কোন সময় কারো সাথে তার ধাক্কা লাগতে পারে। রায় সাহেবের অফিসরুমের কাছে পৌঁছাতে তার বেশ কষ্ট হলো। অফিসে ঢুকে দেখলো তিনি অফিসে নেই। বাধ্য হয়ে তাকে অপেক্ষা করতে হলো। প্রায় পনের মিনিট অপেক্ষা করার পর সে দারোয়ানকে রায় সাহেব কোথায় জিজ্ঞেস করাতে দারোয়ান বললো, তিনি প্রিন্সিপাল সাহেবের অফিসে মিটিং-এ আছেন। কখন মিটিং শেষ হবে কোন ঠিক নেই। তবে দেবেন ইচ্ছে করলে এখানে বসে অপেক্ষা করতে পারে।

দেবেন তার অপেক্ষা করতে বলার ভঙ্গি দেখে টের পেলো আসলে সে চায় না দেবেন এখানে বসে অপেক্ষা করুক, কারণ দেবেন এখানে বসে থাকলে তার বিড়ি খেতে অসুবিধা হবে। তারপরও দেবেন কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো। এদিকে পরের ক্লাস নেবার সময় ঘনিয়ে আসাতে সে বাধ্য হয়ে ক্লাসের দিকে রওয়ানা হলো। দেবেনের কোন কাজই সহজে হবার নয়, সেটা সে ভালো করে জানে; তাই তার কোন দুঃখবোধ নেই। পরের ক্লাস শেষ করে সে বাড়ির দিকে রওয়ানা দিলো। আজ তার দুপুরের খাওয়া দেরিতে সারতে হবে। বাড়ি যাবার পথে আর একবার রায় সাহেবের অফিসে ঢুকবার জন্য উঁকি মারতেই সে দেখতে পেলো রায় সাহেব তাঁর অফিসে আছেন। দেবেন দরজার পাশে দাঁড়িয়ে চিন্তা করলো— ভেতরে ঢুকবে কি-না।

ঠিক তখনই রায় সাহেব তার ফাইলের স্তূপ থেকে মুখ উঠিয়ে দেবেনের দিকে তাকালেন। মুখে তাঁর হাসি নেই তবে একটা প্রসন্নভাব দেখা গেলো। তিনি দেবেনকে দেখামাত্র বলে উঠলেন, 'ওহ্ মি. শর্মা, এই কাগজটা মি. সিদ্দিকি আপনাকে দিতে বলেছেন। এটা একটা টেপ রেকর্ডার, টেলিভিশন আর রেডিও কেনার অনুমতিপত্র। এজন্য টেন্ডার ডাকার নিয়ম আছে কিন্তু সিদ্দিকি সাহেব বলছিলেন আপনার নাকি দিল্লিতে পরিচিত লোক আছে যার মাধ্যমে আপনি ভালো যন্ত্র কিনতে পারবেন; তাই আপনাকে এই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আপনি

www.BanglaBook.org

কয়েকটা দোকান থেকে দরপত্র নিয়ে যেটা আপনার সবচে' ভালো মনে হয় সেটা কিনবেন। তবে তার আগে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে—দরপত্র যোগাড় করা এবং অফিস থেকে যেটা কিনতে চান সেটা নির্দিষ্ট করে অনুমতি নেওয়া।

দেবেন কাগজটা হাতে পেয়ে খুবই আশ্চর্য হলো। মনে মনে সিদ্দিকি সাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো। এতো সহজে কোনদিন তার কোন পরিকল্পনা বাস্তবে পর্যবসিত হয়নি। তবে সিদ্দিকি সাহেব যদি তার হয়ে কাজটা না করতেন তা হলে এটা তার পক্ষে করা কোন দিনই সম্ভব হতো না।

নূর সাহেব—নূর শাহজাহানাবাদির নামের একটা গুণ আছে আর সে জন্যই—তাঁর নামের গুণেই আজকের এই সাফল্য। অবশ্যই তাঁর নামের জন্য এটা সম্ভব হয়েছে মানতে হবে। দেবেন খোলা আকাশের নিচে হাঁটতে থাকে। এই নামটাই সমস্ত দরজা খুলে দিয়েছে। সমস্ত বাধা-বিপত্তি সরিয়ে সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত করেছে। তার প্রতি যে সব সহকর্মী আর ছাত্র-ছাত্রী তির্যক দৃষ্টিতে তাকায় এবার তারা আর তেমনটি করার সুযোগ পাবে না। তার সামনে থেকে যেহেতু সমস্ত বাধা বিপত্তি সরে যেতে শুরু করেছে সেহেতু তার কাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যৎ বেশি দূরে থাকার কথা নয়। নূর সাহেবের খ্যাতি আর অসাধারণত্ব তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে শুরু করেছে। এখন দেবেনের একমাত্র কাজ হচ্ছে—তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা আর তাঁর সৃষ্টিকে ধরে রাখা। এটাই দেবেনের জীবনের এখন একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত।

রাস্তা পার হতে হতে দেবেন নূর সাহেবের একটা কবিতা থেকে আবৃত্তি করতে থাকে—

ঠাণ্ডা বাতাস ফুলের উপর যায় ভেসে
বয়ে আনে মিষ্টি সুবাস ফুল থেকে।
খোলা জানালা স্বাগত জানায় সেই সুবাস
আসে বসন্ত এই সুগন্ধ তার আভাস।

দেবেন মুরাদকে নিয়ে দিল্লির রেডিও-টিভির দোকানে ভালো যন্ত্র আর দাম যাচাই করতে বের হয়। প্রতিটি দোকানে সাজানো এসব ইলেকট্রনিক যন্ত্র তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মনে হয় সব কিনে ফেলে। প্রতিটি দোকানে ঢোকার পর দোকানদারদের সাথে মুরাদ কথা বলার সময় দেবেন তার কাছ ঘেঁসে থাকে, যাতে করে মুরাদ দোকানদারের সাথে কোন যোগসাজশ করতে না পারে। কর্তৃপক্ষের স্বার্থ কোনভাবেই ক্ষুণ্ন হোক-দেবেন সেটা চায় না।

দরিয়াগঞ্জ স্ট্রিট পার হবার সময় সে মুরাদকে বলে, 'আমাদের খুবই সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। আমাদের কোন কিছুতেই ঠকলে চলবেনা—কি

www.BanglaBook.org

টাকায়, কি জিনিসে। বিক্রেতার কথায় তুমি কিন্তু মোটেই ভুলবে না। ওরা সুন্দরভাবে কথা বলে ক্রেতাকে মুগ্ধ করতে পারে, সেটা তোমার না জানার কথা নয়। তোমার কি টেপ রেকর্ডার সম্বন্ধে কোন ধারণা আছে ? না থাকলে ওদের জিজ্ঞেস করতে পারো।'

মুরাদ তার কথা শুনতে শুনতে কিছুটা বিরক্তবোধ করে। সে একটা দোকানের বারান্দায় দাঁড়িয়ে বলে, 'শোন দেবেন, তোমাদের কলেজের টেপ রেকর্ডার কেনার একটা ব্যাপারই আমি জানি সেটা হচ্ছে—তারা সস্তা দামে একটা যন্ত্র কিনতে চায়। সস্তা জিনিস মাত্রই খারাপ জিনিস আর পুরানো মডেলের জিনিস। এখন তুমি নিজেই বলো, খারাপ জিনিস আর কতটাই বা খারাপ হতে পারে যাতে তুমি ঠকে যাবে ?

মুরাদের ঠাট্টাচ্ছলে কথা বলার ঢং দেখে দেবেনের বেশ রাগ হয়। সে কথা বলা বন্ধ করে তার সাথে বিভিন্ন দোকানে ঘুরতে থাকে। মুরাদ তার সাথে যেভাবে কম দামে বাজে যন্ত্র কেনার কথা বলে ঠিক তার উল্টো ব্যবহার করে দোকানে ঢুকে এমন একটা ভাব দেখায় যেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম এই হালনাগাদ কোন যন্ত্র কিনতে দোকানে ঢুকেছে। বিক্রেতারা তাকে দারুণ খাতির-যত্ন করে জিনিস দেখায়। দেবেন তাজ্জব হয়ে দেখে প্রায় প্রতিটি দোকানের মালিকের সাথে মুরাদের বেশ হৃদ্যতা রয়েছে। কয়েকটা দোকানের মালিকের সাথে তার পরিচয় বাড়াবাড়ি রকমের। সে সব দোকানিরা তাদের পান এগিয়ে দেয় দেবেন মাথা ঝাঁকিয়ে না করে। মুরাদ দু'টো পান একসাথে নিয়ে মুখে পুরে চিবোতে শুরু করলে পান-মশলার গন্ধে গোটা এলাকাটা মৌ-মৌ করতে থাকে।

'আমাকে হাল-নাগাদ মডেলটা দেখান। একেবারে হাল নাগাদ।'—মুখ ভারা পানের পিক নিয়ে কথা বলে মুরাদ।

'দেখুন সাহেব, এটাই আমার কাছে সবচে' হাল-নাগাদ যন্ত্র। এর পরের যেগুলো বের হয়েছে সেগুলো আমারচে' বেশি আপনার জানার কথা। ইচ্ছে করলেই সেগুলো আপনি সংগ্রহ করতে পারেন। আপনার বাবা বিশাল টাকার মালিক। আপনি ইচ্ছে করলেই সিংগাপুর, ম্যানিলা, হংকং থেকে একদম লেটেস্ট যন্ত্র কিনে আনতে পারেন। গেলে দু'টো আনবেন। একটা আপনার আর একটা আমার জন্য।'—কথাটা শেষ করে বিশ্রী ভুঁড়ি দু'লিয়ে হাসতে থাকে দোকানদার।

দেবেন না পেরে বলে ওঠে, 'আমরাও খুব বেশি একটা দামি জিনিস কিনতে রাজি নই।'

'বেশি দাম না দিলে ভালো জিনিস পাবেন কি করে ?'—বলে দোকানদার।

www.BanglaBook.org

'মুরাদ চলো, আমরা অন্য কোন দোকানে গিয়ে দেখি।'—বললো দেবেন। কিন্তু মুরাদ অন্য দোকানে যাবার পরিবর্তে দোকানদারের পাশে রাখা চেয়ারে বসে পড়লো।

'দেবেন ভাই, বসো তো।' মুরাদ তার পানের পিকমাখা আঙুল দেখিয়ে দেবেনকে বসতে বললো। 'আমি জাইন সাহেবের সাথে তোমার ব্যাপারে আগেই আলাপ করে রেখেছি। তোমার অল্প পয়সায় ঠিক যেমন জিনিসটি চাই তিনি ঠিক তেমনি একটা যন্ত্র তাঁর ভাগ্নেকে আনতে বলেছেন। সে সেটা কিছুক্ষণের মধ্যেই নিয়ে আসবে। জিনিস যদিও ব্যবহৃত তবে একেবারে নতুনের মতো।'

জাইন সাহেবও দেবেনকে বললেন, 'হ্যাঁ বসুন। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবেনা। এখুনি চলে আসবে।'

'কি বললে ?' দেবেন চেঁচিয়ে বলে, 'তুমি জাইন সাহেবের সাথে আগেই কথা বলে রেখেছো ? আমি কোনমতেই কোন পুরোনো জিনিস কিনতে রাজি নই; কেননা আমি ভালো করে জানি পুরোনো যন্ত্র মানেই যন্ত্রণা কেনা। বার বার নষ্ট হবে, বার বার সারাতে হবে।'

'শোনেন সাহেব, আপনি সবচে' হাল-নাগাদ যন্ত্র চাচ্ছেন আবার দামও কম দিতে চাচ্ছেন। কম দামে কি নতুন ভালো জিনিস পাওয়া যায় ? আপনি নিজেই ভেবে দেখুন।' মুরাদ আর দোকানদার দু'জনে দু'জনার দিকে তাকিয়ে ভাব বিনিময় করলো।

দেবেন রাগের চোটে কোন কথা না বলে দরজার দিকে এগোতে লাগলো। কিছুটা গিয়েই বাধাপ্রাপ্ত হলো। সামনে বিশাল এক প্যাকেট হাতে একটা ছেলে তার পথ আগলে দাঁড়ালো। মুখে তার কৃত্রিম হাসি। জাইন সাহেব চেঁচিয়ে বললেন, 'এই তো এসে পড়েছে। আপনার যন্ত্র আর আমার ভাগ্নে চিকু। ওর সাথে আপনার পরিচিত হওয়া খুবই দরকার। ভবিষ্যতে আপনাকে অনেক সাহায্য করতে পারবে।'

দেবেনকে বাধ্য হয়ে ছেলেটির সাথে পরিচিত হবার জন্য অপেক্ষা করতে হলো। সে তার হাতের প্যাকেট টেবিলের উপর রেখে প্রথমে মুরাদের তারপরে দেবেনের সাথে করমর্দন করলো। জেইন সাহেব ওদের পরিচিত হবার দৃশ্য উপভোগ করতে লাগলেন। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হলো কথাবার্তা সব চূড়ান্ত হয়ে গেছে।

পরাজিত দেবেন টেবিলের পাশে রাখা চেয়ারে বসে পড়লো। চিকু প্যাকেট খুলে যন্ত্রটা বের করার সময় দোকানের অন্য তিনজন কর্মচারি পাশে এসে দাঁড়ালো। এটা কোন দেশের তৈরি জিজ্ঞেস করাতে চিকু জানালো—জাপানের। তারা সবাই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়লো। জাপানের মানেই শ্রেষ্ঠ জিনিস।

www.BanglaBook.org

দেবেন মুখ গোমড়া করে বললো, 'জাপানের জিনিস মানেই সস্তা জিনিস। এসব হাতের মধ্যেই ভেঙে যায়।'

'আরে সাহেব, আপনি বলেন কি! আপনি কি দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময়কার জাপানের কথা ভেবে বসে আছেন ? সে জাপান আর এখনকার জাপানের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য। তারা এখন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি তৈরি করতে ওস্তাদ। আর আমেরিকার জানি দোস্ত। আজ ভারতে ওদের মতো দক্ষ আর বুদ্ধিসম্পন্ন লোক থাকলে ভারত ধনী দেশে পরিণত হতো।'—কথাগুলো দুঃখের সাথে প্রকাশ করে চিকু বাক্স থেকে যন্ত্রটা বের করে ওদের দেখাতে লাগলো।

দেবেন কোন কিছু অবলোকন করা থেকে বিরত থাকার জন্য মাথা ঘুরিয়ে বসে রইলো। ওরা তিনজন নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলতে লাগলো। ব্যাপারটা যে আগে থেকে তৈরি করা সেটা বোঝার কোন বাকি রইলো না। তাছাড়া দেবেনের বলার তেমন কিছু ছিলোও না; কেননা সে ইলেকট্রনিক যন্ত্র সম্বন্ধে তেমন কিছু জানেও না। মুরাদ নিজেও কিছু জানে না। তবে মেশিনটা খুলে দেখানোর পর সে সেটা দেখে বেশ খুশি হয়ে এক হাত দিয়ে অন্য হাত ঝাড়তে থাকে আর বলে, 'বেশ, বেশ। খুবই ভালো। তার উপর আবার জাপানে তৈরি হবার কারণে আরো উৎকৃষ্ট। জেইন সাহেব, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। দেবেন, তুমি রাগ করে বসে আছো কেন ? দেখো, এটাই সেই মেশিন যা তোমাকে তোমার প্রজেক্ট চালানোর জন্য সাহায্য করবে। এটাই হবে সেক্রেটারি আর টাইপ মেশিনের বিকল্প। তোমার উচিত এখন চিকুর সাথে কথা বলে মেশিনটা ঠিকমতো বুঝে নেয়া।'

'আমি টেপ রেকর্ডার সম্বন্ধে কিছু জানিনা। কিভাবে সেটা ব্যবহার করতে হয় তাও জানিনা। তাই ওসব দেখে আমার কি লাভ ?'—বলে দেবেন।

'সে জন্যই তো চিকুকে আনা হয়েছে। সে-ই আপনাকে সাহায্য করবে। সব দেখিয়ে শুনিয়ে দেবে।'—বলে জাইন সাহেব চিকুর কাঁধ চাপড়াতে লাগলেন। 'ও-ই হবে আপনার সহকারি। মাত্র কিছুদিন আগে সে কোনাথ প্যালেস সেঠী ইলেকট্রনিক্স স্কুল থেকে একটা কোর্স শেষ করেছে। গাজিয়াবাদে আমার এক খালাতো ভাইয়ের রেডিও মেরামতের দোকানে কাজ করে। দিল্লিতে এসেছে পড়াশোনা করার জন্য—ঠিক না চিকু ? এরা ওকে একটা ডিপ্লোমাও দিয়েছে। কি ঠিক বলিনি ?' জাইন তার ভাগ্নেকে এক হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে।

চিকু ডাগর আর তীক্ষ্ণ চোখ তুলে মুরাদের দিকে তাকায়। মুরাদও চিকুর দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। যে জাইন সাহেবকে যেভাবে চেনে সেভাবে চিকুকে চেনে না বোঝা যায়। দেবেনও সেটা বেশ বুঝতে পারে। সে এবার মুরাদের দিকে তাকিয়ে বলে, 'এখন তুমি কি করতে চাও বলো ?'

www.BanglaBook.org

'ঠিকই আছে। তোমার কিছুটা টেকনিক্যাল সাহায্য দরকার আছে।'—কথাটা মুরাদ বললো ঠিকই কিন্তু পুরো আস্থা প্রকাশ পেলো না তার কথায়। 'আমি জাইন সাহেবকে তোমার প্রতিটি ব্যাপারে খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেছি। আমি জানতাম তোমার টেকনিক্যাল সাহায্য দরকার হবে। জাইন সাহেব সেটা ব্যবস্থা করেছেন—আর তাই চিকু এসেছে। এখন তুমি ঠিক করবে কখন, কোথায়, কিভাবে তুমি যন্ত্রের ব্যবহার দেখতে চাও। তোমার ইচ্ছা মোতাবেক সব কিছু করা হবে। কি চিকু, আমি কি ঠিক বলিনি ?' চিকু মাথা নাড়ায়। তার এই মাথা নাড়ানোতে মুরাদের তার প্রতি সন্দেহ আরও বেশি প্রকাশ পায়।

'তাহলে এখন আর কোন চিন্তার কারণ নেই। টেকনিক্যাল ব্যাপারটা চিকুই দেখাশোনা করবে। তুমি এখন চিন্তা কর, কিভাবে কবির সাথে যোগাযোগ করা যায় আর কি কি প্রশ্ন করা যায় এসব নিয়ে।' মুরাদ কথাগুলো বলে ঠিকই কিন্তু তার গলা বেশ শান্ত আর চিন্তাক্লিষ্ট মনে হয়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সাত

স্থান আর সময় নির্ধারণের ভার পড়েছে দেবেনের উপর। দেবেনকে তার যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে এ দু'টো ঠিকমতো নির্ধারণ করে। আজ যে জন্মগ্রহণ করেছে আর কাল যাকে মরতে হবে তাদের সবার জন্য প্রয়োজন স্থান আর কাল। যারা দুর্বল বড় কোন কাজ করার সামর্থ্য যাদের নেই তারা স্থান আর কালোত্তীর্ণ কিছু করতে পারে না। দেবেন জানে তার সাধ্য কতটুকু। তাই সে স্থান আর কাল বা সময় নির্ধারণের কাজটি মাথা পেতে নেয়।

একাধিকবার নূর সাহেবের সাথে তার দেখা হবার ফলে সে জানে, কোন সময় তাঁকে একা একান্তভাবে পাওয়া যেতে পারে। ঠিক সেই সময়মতো দেবেন নূর সাহেবের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়। উঠোন আর বাইরে কয়েকজন লোক ঘোরাঘুরি করলেও ওদের দেখে সহজেই বোঝা যায় ওরা এ বাড়িরই কেউ। কারণ ওদের গায়ে খুবই সাধারণ পোষাক।

দেবেন সিঁড়ি দিয়ে উঠে কবির কামরার পাশে দাঁড়ায়। গলা খাঁকারি দিয়ে বোঝায় বাইরে কেউ অপেক্ষা করছে। নূর সাহেব ভেতরে আসার অনুমতি দিলে দেবেন পর্দা সরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে। কাঁপা গলায় বলে, 'নূর সাহেব।'

সে আবার একবার নূর সাহেবের সাথে তার সম্পর্ক নিয়ে বিপদে পড়ে। তাঁর মতো বিশাল একজন ব্যক্তিত্বের সাথে গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ ছাড়া তার আর কি ধরনের সম্পর্ক থাকতে পারে। তার উচিত নিজেকে নূর সাহেবের শিষ্য হিসেবে উপস্থাপিত করা।

'দেবেন এসেছেন ?'—বৃদ্ধ কাঁপা গলায় প্রশ্ন করলেন। 'আপনি কি খবর পেয়েছেন ? নিশ্চয় পেয়েছেন। না হলে আসবেন কেন ?'

'না, সাহেব। আমি কোন খবর পাইনি।'—কথাটা বলেই দেবেন ভাবতে থাকে তার অনুপস্থিতিতে কি আবার ঘটতে পারে যার জন্য কবি তাকে এভাবে জিজ্ঞেস করছেন ? 'আমি কিছুই জানি না।'—বললো সে।

'আপনি তাহলে জানেন না যে, তিনি দারুণ অসুস্থ ? ইমতিয়াজ বেগম অসুস্থ অবস্থায় তার ঘরে শুয়ে আছেন। কোন ডাক্তার তার অসুস্থতার কারণ বুঝতে পারছেন না।'—গলায় ঘড়ঘড় শব্দ তুলে নূর সাহেব বললেন। হাতের তালু দিয়ে

www.BanglaBook.org

নাক ঘষলেন। তাঁর কথাবার্তা, ভাবভঙ্গিতে ইমতিয়াজ বেগমের এই অসুস্থতাটা যে, তাঁর নিজের জীবনে বিরাট এক রেখাপাত করেছে তা সহজেই বোঝা যায়।

'তাই!' দেবেন বিষাদভরা কণ্ঠে উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করলো। আসলে কথাটা শুনে যদিও সে তার আগের চিন্তাটা থেকে মুক্তি পেয়ে বেশ খুশি হয়েছে—তারপরও উৎকণ্ঠা নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কতদিন হলো তিনি অসুস্থ হয়েছেন? খুবই দুশ্চিন্তার ব্যাপার।

'ঘটনাটা ঘটেছে তাঁর সেই অনুষ্ঠানের রাত থেকেই। ব্যাপারটা আমি ঠিক চাইনি। তাঁর ঐ জন্মদিনের অনুষ্ঠানটা বেশি ভালো হবে না বলেই আমার মনে হয়েছিলো। আসলে এসব ব্যাপারে আমি কিছুটা কু-সংস্কারাচ্ছন্নই বলতে পারেন। তিনি ব্যাপারটায় বার বার জোর দেয়ায় বাধ্য হয়ে রাজি হয়েছিলাম। আমি জানতাম এই অনুষ্ঠানের ধকল তিনি কোনমতেই সহ্য করতে পারবেন না। কাজটা খুবই কঠিন আর তিনি বেশ দুর্বল। দুর্বল শরীর নিয়ে কোনদিনই তিনি এতবড় ধকল কাটিয়ে উঠতে পারবেন না। হলোও তাই।'

'ধকল কেন বলছেন?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ। অবশ্যই ধকল। দর্শক-শ্রোতাদের মুখোমুখি বসে সবাইকে সন্তুষ্ট করা মুখের কথা নয়। তিনি তাঁর নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী সব ব্যবস্থা করেছিলেন ঠিকই কিন্তু শেষ পর্যন্ত কুলিয়ে উঠতে পারেননি।'—বলে তিনি দেবেনের দিকে তাঁর হাত প্রসারিত করলেন।

দেবেন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলো। কবি হাত প্রসারিত করার ফলে সে এগিয়ে এসে তাঁর দু'হাত নিজের হাতে নিলো। তার মনে হলো ইমতিয়াজ বেগম এমনিতেই অসুস্থ হননি। অসুস্থ হবার পেছনে কবির বড় স্ত্রী বৃদ্ধা মহিলার প্রহারও একটা বিশেষ কারণ হতে পারে। কথাটা মনে হওয়ায় তার চেহারায় একটা আনন্দোজ্জ্বল ভাব ফুটে ওঠে। সে বুঝতে পারে সেদিনের সে দ্বন্দ্বযুদ্ধে কে হেরেছে।

তার ভাগ্য ভালো ঘরটা অন্ধকার ছিলো। তা না হলে কবির চেহারা আলোতে দেখা যেতো। ঘর অন্ধকার হলেও বৃদ্ধ লোকটির বেদনাভরা কণ্ঠ আরও করুণ শোনালো। মনে হলো কোন বাচ্চা বোধ করি কাঁদছে। দেবেন কবির আরো কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলো।

দেবেন দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বললো, 'হতে পারে এটা স্যার।'

'সাময়িক ব্যাপার—এটাই তো বলতে চাইছেন? হতেও পারে আমার বাচ্চাটারও জ্বর। ডাক্তার বলেছে, এটা এক ধরনের ভাইরাল জ্বর।'

হয়তো বেগমও সংক্রামিত জ্বরেই ভুগছেন।'

নূর সাহেব দেবেনের কথায় কিছুটা সান্ত্বনা পেয়ে বললেন, 'আপনিও কি তাই মনে করেন? তাহলে তো তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিৎ। আমি নিজেও

www.BanglaBook.org

সেটা বিশ্বাস করি। অনেকদিন যাবৎই তিনি অসুস্থ অবস্থায় আছেন—সেই অনুষ্ঠানের পরদিন থেকে।'

'বলেন কি! অনুষ্ঠানের পরের দিন থেকে তিনি এই অবস্থায় আছেন?' দেবেন বেশ আশ্চর্য হলো।

'তিনি দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ছেন। খাওয়া বলতে গেলে প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন। আমি নিজে খাওয়াতে গেলেই শুধু খান। তাও দু'তিন চামচ খাবার পরই আর খেতে চান না। আমি সবাইকে বলে যাচ্ছি উনাকে হাসপাতালে নেওয়া খুবই জরুরী কিন্তু কেউ-ই আমার কথায় কান দিচ্ছে না।'

'এটা একটা চমৎকার আইডিয়া নূর সাহেব! আমি মনে করি, আর বেশি দেরি না করে ওঁকে এখুনি হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করুন।'—দেবেন নিজেকে সামলাতে না পেরে বেশ জোর দিয়ে আর চেঁচিয়ে কথাগুলো বলে। তার মনে এখন অন্য চিন্তা। সে ভাবে, মহিলাকে হাসপাতালে পাঠাতে পারলে বাড়িতে এই শোকাচ্ছন্ন ভাবটা থাকবে না। সে তখন মনের সুখে নূর সাহেবের সাক্ষাৎকার টেপ করতে পারবে। এতো সহজে ব্যাপারটা সমাধা হবার কথাটা সে ভাবতেই পারেনি।

'তিনি কি হাসপাতাল যেতে কোনমতেই রাজি হবেন, কবি?' তিনি দুঃখভারাক্রান্ত মনে বললেন, 'তিনি বারণ করে দিয়েছেন। হাসপাতালে নেবার কথা বললে তিনি কাঁদেন। গতকাল জানেন, তাঁর জ্বর একশ' ডিগ্রিতে উঠেছিলো। তারপর তার ডায়রিয়াও আছে। আমি দারুণ ভয় পেয়েছিলাম কালকে। ঘরের সবাইকে সরিয়ে আমি নিজ হাতে তাঁর শুশ্রুষা করেছি। যখন তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করার কথা বললাম তখন তিনি আমার বাহুতে মাথা রেখে হাউ হাউ করে কেঁদেছেন।

দেবেন সময় নষ্ট না করে কবির মতের সাথে মত মিলিয়ে মহিলার ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলো। সে চিন্তা করলো, এখন কবিকে একটা কড়া করে মদ বানিয়ে দিলে কেমন হয়। মদ পেটে পড়লে তিনি অন্যের চিন্তা বাদ দিয়ে নিজের চিন্তা করতে সক্ষম হবেন। তাঁর নিজস্ব ক্ষমতা, স্বকীয়তা, সমাজের প্রতি তাঁর দায়িত্ব ইত্যাদি তাঁকে স্মরণ করানো সম্ভব হতে পারে। সে অন্ধকার ঘরের চারপাশে তাকাতে থাকে যদি কোথাও বোতল গ্লাস পাওয়া যায়। যখন এসব কিছু খুঁজে পেতে ব্যর্থ হলো তখন কবিকে অন্য কোন বিষয় সম্বন্ধে কথা বলে তাঁর মনটাকে ভালো করার চিন্তা করলো। তবে বিষয়ের বৈচিত্র্য আর বিভিন্নতা সম্বন্ধে তার ধারণা এতো কম যে কোন্ বিষয়ে কথা বলবে সেটা খুঁজে পেলো না। কোন কূল-কিনারা না পেয়ে সে তার নিজের স্বার্থের কথা চিন্তা করে বললো, 'নূর সাহেব, আমি যে আপনাকে আওয়াজ পত্রিকার বিশেষ সংখ্যার কথা বলেছিলাম সেটা আশা করি আপনার মনে আছে। আজ আমি যখন সকাল সকাল

www.BanglaBook.org

এসে পড়েছি তখন ওই ব্যাপারটা নিয়ে কি আমরা কিছুটা আলোচনা করতে পারি ?'

নূর সাহেব হাতের তালু দিয়ে কপাল ঘষা বন্ধ করে দেবেনের দিকে আঙুল দেখিয়ে কি যেন বোঝাতে চাইলেন। দেবেন ঠিক বুঝতে পারলো না, তিনি কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছেন। তাই সে বলতে লাগলো, 'আমি আশা করি, আপনি আমাকে কিছুটা সময় দেবেন যাতে আমরা কাজটা শুরু করতে পারি।'

'ঠিকই বলেছেন।'—ফিসফিস করে বললেন কবি। তাঁর হাত দু'টো সোজা করে কনুইয়ের উপর রাখলেন, 'কাজ শুরু করার সময় অবশ্যই এসে গেছে। সময় আমাদের ভেঙে গুঁড়ো করে দেবার আগেই আমাদের সময়কে ধরতে হবে। আমাদের অবশ্যই সময়ের হিসাব করতে হবে। ঢেউ এসে বেলাভূমি ধুয়ে নিয়ে যাবার আগেই বালির উপর আমাদের নাম লিখে রাখতে হবে। তাহলেই ঢেউ-এর সাথে আমাদের নাম অসীম সাগরে মিশে যাবে। গতকালই আমি একটা পুরাতন কবিতা মনে করার চেষ্টা করছিলাম, যেটা আমি ছাত্র অবস্থায় লিখেছিলাম। যখন আমাকে উপোস থাকতে হতো। যখন সময় ঠিক এখনকার মতো আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছিলো শেষ করার জন্য। আর আশ্চর্যের ব্যাপার কি জানো, আমি কবিতার লাইনগুলো মনেও করতে পেরেছিলাম। সেই কবিতা কোনদিন প্রকাশিত হয়নি। পুরো কবিতাটি আমি মনে করতে পেরেছি। একবার ভাবলাম কবিতাটি লিখে রাখি। এটা সম্ভব হতো আজ যদি আমার সেই সহকারি থাকতো আর আমি যদি সময়কে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতাম।'

'অনুগ্রহ করে আমাকে কিছু সময় দিন সাহেব।'—দেবেন ফিসফিস করে তাঁকে অনুরোধ জানালো। 'আমি আপনার ডিকটেশন নিতে পারবোনা; কেননা আমি সাঁট লিপি জানিনা। তবে আমি আপনার সাক্ষাৎকার নেবার জন্য একটা টেপ রেকর্ডারের ব্যবস্থা করেছি। সেটাতে আপনার নিজের কণ্ঠে আবৃত্তিও রেকর্ড করে রাখা যাবে। আমাদের প্রশ্ন-উত্তর লেখারও কোন দরকার নেই। শুধু টেপের সুইচ অন করে কথা বলা শুরু করলেই হলো—আপনার পছন্দের কবিতা আবৃত্তি করলেন। সবচে' বড় কথা আপনার নিজের কণ্ঠে কথা বা আবৃত্তি আপনার ভক্ত শ্রোতারা শুনতে পারবে।'

বৃদ্ধ কবি দু'পাশে দুলতে দুলতে বললেন, 'কি বললেন আপনি, রেকর্ডার! সিনেমার গানের যেভাবে রেকর্ড করা হয় সেইভাবে রেকর্ড করবেন আমার আবৃত্তি ? আমি তো গান গাওয়া কবিদের মতো কবি নই, সেটা আপনি জানেন। এ ধরনের কবিরা বিয়ে বা অন্য কোন আনন্দ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে থাকেন। আমি এসব কবির দলে নেই।'

দেবেন তার টুলটাকে কবির বিছানার পাশে নিয়ে বসে টেপ রেকর্ডার সম্বন্ধে সে যতটুকু জানে সেটা বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগলো। শেষে হঠাৎ সে বুঝতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পারলো, আসলে কবি যখন টেপ করার ব্যাপারে বিরোধিতা করলেন তখনই সে বুঝলো, এতো কম জেনে টেপ-রেকর্ডারের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কবিকে তার বোঝাতে যাওয়া উচিত হয়নি। সে এক জিনিস বোঝাতে চাচ্ছে কবি অন্যটা বুঝছেন এবং তার বিরোধিতা করছেন। টেপ করার ব্যাপারটা যদি পেশাগত দায়িত্বের পর্যায়ে করতে হয় তাহলে তো এটা যেখানে সেখানে করা সম্ভব নয়। এই টেপ করার জন্য স্টুডিও লাগবে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই---স্টুডিওর কথা মুরাদ, জাইন সাহেব কিম্বা চিকু কেউ-ই তাকে বলেনি। ব্যাপারটা যদি সে রকমই হয়ে থাকে তবে তারা কি করে ভাবলো তার মতো একটা লোক, যে নাকি কোনদিন একটা রেডিও অন করে দেখেনি, সে কিভাবে এই টেপ রেকর্ডার ব্যবহার করবে ? সে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বেশ ঘাবড়িয়ে গেলো। নিজেকে এ কাজের জন্য অনুপযুক্ত বলে মনে হলো তার। এই পুরো পরিকল্পনাটার জন্যই সে বেমানান।

কবির কথা অথবা আবৃত্তি রেকর্ড করতে গেলে তাকে অনেক কিছুর সমন্বয় সাধন করতে হবে। তাকে একজন বোদ্ধা শিল্পী জোগাড় করতে হবে। জোগাড় করতে হবে কয়েকজন টেকনিশিয়ান। তার নিজের কতটুকু যোগ্যতা আছে এসব লোককে নিয়ন্ত্রণ করার ? তারপরও ব্যাপার আছে—এসব লোককে একত্রিত করা আবার কবিকেও মানসিকভাবে কাজ করার জন্য প্রস্তুত করাতে হবে। কবির কবিতা, জীবনী এমনভাবে উপস্থাপিত করতে হবে যাতে সেগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ার বা শোনার উপযুক্ত হয়। এতসব কিছু গোছানোর লোক পাবে কোথায় সে ? এখানে এখন সে একেবারে একা। তার উপর সে নিজেকে খুব একটা কাজেরও মনে করে না। তার যোগ্যতারও রয়েছে অভাব। ব্যাপারটা এখন যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে সেখান থেকে পিছু হটারও কোন উপায় নেই। এখন যেভাবেই হোক ব্যাপারটা তার নিজেকেই সমাধা করতে হবে। এর জন্য তাকে জীবনপণ করে কাজে নামতে হবে। তাকে সব ধরনের শিক্ষা গ্রহণ করে কাজটা সমাধা করে প্রমাণ করে দিতে হবে যে, সে একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। এক্ষেত্রে আবার আসে তার যোগ্যতার কথা। সে বালির মাছির চেয়ে বেশি কি! সামান্য ছায়ার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। প্রথমে নিজেকে গুরুত্ব দিয়ে চাঙ্গা করার চেষ্টা করে সে। পরে থিতিয়ে পড়ে নিজেকে কার্যক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নেয়।

দেবেন আবার কথা বলা শুরু করে। কথা দিয়ে কবিকে আর তার নিজেকেই প্রবোধ দেবার চেষ্টা করে। বলে, আমরা যদি পর পর কয়েকটা সকাল একান্তভাবে কাটাতে পারতাম। আপনি যদি কয়েকটা মাত্র দিন আমার জন্য ব্যয় করতেন তাহলে আমি টেপ রেকর্ডারসহ আমার টেকনিশিয়ান সাথে করে আনতাম। টেকনিশিয়ান মেশিনের দিকটা দেখতো আর আপনি নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কথা বলতেন কিম্বা আবৃত্তি করতেন। আবার এমনও হতে পারে প্রথমে আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতাম, আপনি আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী সেগুলোর উত্তর দিতেন কিম্বা আপনার

www.BanglaBook.org

জীবনবৃত্তান্ত বলে শোনাতেন, আমি সেগুলো টেপ করে নিয়ে পরে ওখান থেকে আওয়াজ-এর জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়টুকু সম্পাদনা করে বের করে ফেলতাম। আর বাকি অংশ দিয়ে আপনার ইচ্ছে অনুযায়ী কবিতা সংগ্রহ কিম্বা জীবনীগ্রন্থ প্রকাশ করা যেতো। এ সবকিছুর জন্য প্রয়োজন আপনার সময়ের। আপনি কখন সময় দিতে পারবেন যদি জানান তাহলে আমি সেভাবে ব্যবস্থা করতে পারি।'

কবি পুরো ব্যাপারটা মন দিয়ে শোনার পর মাথা নিচু করে বসে রইলেন। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকার পর মাথা ঝাঁকাতে লাগলেন। বললেন, 'আপনি কি জানেন, আপনি কি বলছেন ? আমি এই ঘরে বসে আমার জীবনবৃত্তান্ত টেপ করবো আর ওই ঘরে তিনি সাংঘাতিক অসুস্থ শুয়ে থাকবেন।'—কবি আঙুল দিয়ে ছাদের অন্যপাশের একটা রুম দেখিয়ে বললেন—'তিনি এসব শব্দ শুনতে পাবেন এবং বিরক্তবোধ করবেন। তারপর কি হবে ভেবে দেখেছেন ? তিনি আমাকে আর এভাবে আবৃত্তি করতে বা সাক্ষাৎকার দিতে দেবেন না।'

'কেন দেবেন না ?'—কথাটা বেশ জোর দিয়ে বললো দেবেন। তার গলায় রাগের ভাব প্রকাশ পেলো—'তিনি কেন আপনাকে আপনার কবিতা আবৃত্তি করতে দেবেন না ? নিজে শ্রোতাদের সামনে তাঁর কবিতা আবৃত্তি করতে পারলে আপনাকে বাধা দেবেন কোন কারণে ? আমরা যারা আসি আপনার কাছেই আসি, যারা কবিতা ভালোবাসে, তারা শুধুমাত্র আপনার কাছে আসে আপনার আবৃত্তি শোনার জন্য। তাহলে তিনি কেন সেটা বন্ধ করতে চান ?'

নূর সাহেব দেবেনের রাগত উচ্চকণ্ঠ শুনে বেশ ভয় পেয়ে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চুপ করতে বললেন এবং বললেন, 'এতো জোরে কথা বলবেন না। তিনি শুনতে পাবেন। আমাকে এ সমস্ত কাজ থেকে বিরত রাখা হয়েছে। আপনি এ সব বুঝতে পারবেন না। তিনি সঠিক কাজই করেছেন। আসলে আমি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি। এখন আমার একটাই কাজ—নিজেকে নিজে বোকা বানানো। আমার দিন শেষ হয়ে গেছে। তাই আমার কথাবার্তা শুনে সবাই হয় হাসাহাসি করে নয়তো বিরক্ত হয়। শ্রোতারা নতুন কাউকে চায়—নতুন এবং তরুণ। আপনি কি আমার কথাটা বুঝতে পেরেছেন ?'

দেবেন জোরে চেঁচিয়ে বলে, 'আপনাকে কে বলেছে এসব কথা ? সব মিথ্যা কথা। আমরা সবাই এ বাড়িতে আসি আপনার কবিতা শোনার জন্য। শুধু আপনার কবিতা। শুধু আপনার কবিতা আমরা পছন্দ করি, ভালোবাসি—অন্য কারো নয়।'

'বোকার মতো চেঁচামেচি করবেন না। আপনার গলা শোনা যাবে।' ভয়ে আঁতকে উঠে কবি বললেন, 'আপনার ইচ্ছা, আপনার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবার নয়। এটা কোনমতেই সম্ভব না। আপনার ভুলে যাওয়া উচিত। আমরা কখনোই এ কাজে সফল হতে পারবো না। আপনি দয়া করে আপনার মাথা থেকে এই

www.BanglaBook.org

আইডিয়াটা বের করে ফেলে দিন। এখন আমি আপনার আর কোন কথা শুনতে চাইনা।'—বলে কবি দু'হাত দিয়ে তাঁর কান চেপে ধরলেন।

দেবেন লাফ দিয়ে টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। জেদ ঢাকার জন্য তার নিজের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছা করে। ধাক্কা দিয়ে টুলটা দূরে ঠেলে ফেলে টুলের উপর রাগ ঝাড়ে। অনেকটা গুছিয়ে এনেছিলো সবকিছু। কবিও মোটামুটি রাজিই হয়ে গেছিলেন কিন্তু সামান্য একটা কারণে সবকিছু শেষ হতে চলেছে। রাগে-দুঃখে-অপমানে সে কবিকে কিছু বলার জন্য মুখ খুলে বলে, 'নূর সাহেব।' কিন্তু কথা শুরু করার আগে ঘরের পর্দা সরিয়ে আলী প্রবেশ করে বলে, 'নূর সাহেব, বেগম আপনার সাথে জরুরী কিছু কথা বলতে চান। তাই এখুনি আপনাকে তার ঘরে ডেকেছেন।' তারপর সে দেবেনের দিকে তাকিয়ে বলে, 'আপনার অতিথিকেও সাথে নিয়ে যেতে বলেছেন তিনি। তাঁর সাথেও কথা বলতে চান।'

কবি আর দেবেন দু'জন দু'জনের দিকে চাওয়া-চাওয়ি করেন। দেবেন ভাবে, সে যে এখানে এসেছে সেটা কারো জানার কথা নয়; কারণ সে সবার চোখ আড়াল করে কবির ঘরে প্রবেশ করেছে। তাহলে কি এ বাড়িতে সবাই সবার পিছে একজন করে চর লাগিয়ে রেখেছে ? অবস্থা যদি এমন হয় তাহলে এ ঘরে বসে কবির সাক্ষাৎকার নেয়া বা টেপ রেকর্ডিং করা মোটেই সম্ভবপর নয়। মহিলা কবির প্রতি তাঁর প্রতিহিংসা আর বিদ্বেষ দিয়ে কবিকে আষ্টেপৃষ্ঠে এমনভাবে বেঁধে রেখেছেন যার থেকে কবির কোন পরিত্রাণ পাবার আশা নেই। কবিকে চব্বিশ ঘণ্টা শাস্তি দেওয়াটাই এখন মহিলার একমাত্র কাজ।

কে জানে, এই একই ধরনের চিন্তা হয়তো কবির মনেও জাগতে পারে। আর এটা কোন আশ্চর্যের ব্যাপারও নয়। কারণ কবির চেহারার দিকে তাকালে যে কেউ-ই একটা আতংকের ছাপ পরিষ্কার দেখতে পাবে। তিনি অসহায়ের মতো তার দুর্বল দু'পায়ে ভর করে উঠে দাঁড়লেন। তারপর আলীর কাঁধে ভর করে ধীর গতিতে দরজার দিকে এগোতে লাগলেন। তার পরনের পায়জামা খুলে পড়ার উপক্রম হওয়ায় বাচ্চাছেলের মতো একহাত দিয়ে সেটা আঁকড়ে ধরে বললেন, 'তিনি তো খুবই অসুস্থ। তাঁর এই অসুস্থতার মধ্যে কেন আবার আমাদের ডাক দিলেন ?'—কথাগুলো তিনি আসলে বিড় বিড় করে দেবেনের উদ্দেশ্যে বললেন। কথাগুলো বলার মূল উদ্দেশ্য নিজের দুশ্চিন্তার প্রকাশ।

দেবেন যদিও কবির পিছু পিছু চলতে লাগলো কিন্তু তার মনে বেশ খানিকটা ভয়ের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেলো। কয়েকদিন আগে সে তার নিজের চোখে মহিলার অগ্নিমূর্তি দেখেছে। দেখেছে—কিভাবে তিনি কবির খাট টপকে বৃদ্ধ মহিলার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে আক্রমণ করেছিলেন।

বেগমের দরজার পাশে এক বৃদ্ধা মহিলা একটা বাচ্চাকে কোলে করে বসে ছিলো। কবি ঘরে ঢোকার আগে মহিলার কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, 'বেচারি শিশু!

www.BanglaBook.org

এর মা ছাড়া আর কেউ নেই। বাবা যদিও আছে কিন্তু কোন কাজের নয়। একজন অথর্ব বৃদ্ধ—এই বাচ্চাটার তুলনায় তো বটেই; ওর মায়ের তুলনায়ও লোকটা অতিবৃদ্ধ।' মহিলা কবির কথায় কোন কান না দিয়ে বাচ্চাটাকে আঁকড়ে ধরে পাশ ফিরে বসলো যাতে কবি সহজে ঘরে প্রবেশ করতে পারেন।

ঘরে ঢুকে বেগমকে বিছানায় শায়িত অবস্থায় দেখে দেবেন কিছুটা ভরসা পেলো। চারদিকে বালিশ দিয়ে তার শরীর ঢেকে রাখা হয়েছে। শুধু শুকনো সুন্দর মুখটা দেখা যাচ্ছে। আর দেখা যাচ্ছে কলপ করা কালো চুল। তাঁর দীর্ঘঘন চুল বালিশের উপর দিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। সে মহিলার দিকে ভীত সন্ত্রস্ত চোখে তাকিয়ে ভাবতে লাগলো—আবার যদি ঘরটার মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়ে যায় তাহলে কি অবস্থা দাঁড়াবে ? এই একই ঘরে গতবার মারামারির দৃশ্য দেখার ফলে তার মন থেকে ভীতি এখনো যায়নি। সে ভাবে—বৃদ্ধ কবি তো এক ধাক্কায় কুপোকাত হবেন-ই, তার দশাও যে খুব একটা ভালো থাকবে তাও না। বেগমের বিছানার পাশে দাঁড়ানো বৃদ্ধ কবি আর তার অবস্থা এখন মোটামুটি একই ধরনের।

কবির দিকে তাকিয়ে আধশোয়া অবস্থায় বসে তিনি বললেন, 'আমার কাছে আসুন।' তাঁর কথা বলার ভঙ্গি দেখে তাঁকে দারুণ দুর্বল মনে হলো। কাঁধের দু'পাশ দিয়ে তার চুল বেয়ে পড়লো। তিনি দু'হাত দিয়ে সেগুলো শাসন করার চেষ্টা করলেন। কপালে সাদা কাপড়ের পট্টি লাগানো রয়েছে। দেখলে মনে হবে বড় কোন দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে ফিরেছেন।

তাঁর পরিচারিকারা তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। একটি মেয়ে তাঁর পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে পায়ে তেল মালিশ করছে। আর একজন মাথার কাছে দাঁড়িয়ে হাতে দুধের গ্লাসে চামচ দিয়ে নাড়ছে আর গাল ফুলিয়ে ফুঁ দিয়ে দুধ ঠাণ্ডা করছে। তার ফুঁ দেওয়ার ফলে দুধ থেকে বাষ্প বের হচ্ছে। দেবেন এই মহিলাটিকে চিনতে পেরেছে। গতরাতে সে বেগমের সাথে গানে অংশগ্রহণ করেছিলো।

বেগম তাঁর রোগা হাত তুলে দেবেনের দিকে দেখিয়ে বললেন, 'আপনি এই বৃদ্ধ লোকটিকে দর্শক শ্রোতাদের কাছে উপস্থাপন করার আগে একটু আমার দিকে চেয়ে দেখুন, এই একই কাজ করার পর কি অবস্থা হয়েছে আমার।'

'কিন্তু আমি।' দেবেন কথা বলতে গিয়ে এক পা পিছিয়ে আসে আর সেই সাথে ধাক্কা খায় কবির সাথে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কবি কিভাবে তার সামনে থেকে পেছনে চলে গেলেন সে বুঝতে পারেনি। 'আমার কিন্তু এ ধরনের অনুষ্ঠান করানোর কোন অভিপ্রায় নেই এবং কোন পরিকল্পনাও আমি করিনি।'

বেগম তার রোগা হাত শূন্যে তুলে বাতাসে নাড়তে লাগলেন এবং বেশ কঠিন গলায় বললেন, 'দুর্বল কবির কাছে আমাকে হীন প্রতিপন্ন করেই আপনি আমাকে শুধুমাত্র ছোট করেননি। আমি আপনার সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়ে বেশ

www.BanglaBook.org

খানিকটা ভীতও হয়েছি। আপনাদের মতো তথাকথিত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা উর্দু সাহিত্যের বিন্দুমাত্র সাহায্য করতে পারেননি। পারেননি এই সাহিত্য আর ভাষাকে শ্রদ্ধা করতে। এখন এই দুর্বল বৃদ্ধের মতো দু'একজন কবি যাঁরা জীবিত আছেন, তাঁদের আপনার মতো স্বার্থান্বেষী শেয়ালের দল জীবিত অবস্থাতেই ছিঁড়ে কুরে খেতে চান—তাঁদের মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে আপনারা নারাজ।'

'বিবি, আমার জান;'—নূর সাহেব তাঁকে থামিয়ে বলে উঠলেন। দু'পা এগিয়ে গেলেন বেগমের দিকে, 'আমি জানিনা দেবেন সম্বন্ধে আপনার চর-বন্ধুরা আপনার কাছে কি বলেছে। তবে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন উনি খুবই সভ্য-ভদ্র লোক। আমাকে বা আপনাকে খুন করার জন্য উনি এখানে আসেননি।' এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো শেষ করে তিনি বিষণ্ন দৃষ্টিতে দেবেনের দিকে তাকালেন।

বেগম এবার ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'শেয়ালরা কোনদিন খুন করে না। অন্য কোন জন্তু শিকারকে হত্যা করা পর্যন্ত দূরে দাঁড়িয়ে শিকারের দিকে লক্ষ্য রাখে; কারণ তাদের কোন প্রাণীকে হত্যা করার মতো সাহস নেই। শিকার মারা গেলে তারা দল বেধে এসে মাংসে ভাগ বসায়।'

বেগমের কথা শুনে দেবেনের শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠাণ্ডা প্রবাহ নেমে গেলো। কবি দুর্বল কণ্ঠে বললেন, 'কি সব মাংসের কথা বলছেন বিবি, আমার জান। আপনি ওসব বলে নিজের কষ্ট বাড়াবেন না। আপনি দারুণ অসুস্থ।'

'হ্যাঁ, আমি অসুস্থ।'—বলেই বেগম হঠাৎ বিছানায় সোজা হয়ে বসলেন। তাঁর শরীর থেকে চাদর সরে গেলো। তার পরিচারিকা দু'জন কাছে এসে সেটা ঠিক করতে গেলে তিনি তাদের ঠেলে সরিয়ে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করতে লাগলেন। মহিলা দু'জন সরে গেলেও তাঁর দিকে স্নেহভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। তিনি এবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দু'জনের দিকে তাকালেন। কবিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'হ্যাঁ, আমি অসুস্থ। ভীষণ অসুস্থ। তোমার কথা ঠিক। কিন্তু তবুও আমি তোমার থেকে অনেক পরিষ্কার দেখতে পাই।' তারপর তিনি দেবেনের দিকে তাকিয়ে তার দু'দাঁতের ফাঁক দিয়ে থুথু ফেলে বললেন, 'এবারে আপনি আমাকে বলবেন, কি জন্য এখানে আপনি যাতায়াত শুরু করেছেন? কি চান আপনি আমাদের কাছ থেকে?'

'আমি? অন্যেরা যে জন্য এখানে আসে, আমিও সেজন্য এখানে আসি।' দেবেন মহিলার আচরণে বিরক্ত হওয়ায় তাঁর দ্বিধা এবং ভয় অনেকটা কমে গেছে। তাই স্পষ্ট গলায় বললো, 'আমি আসলে একজন বিখ্যাত কবিকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য এখানে আসি। তার কবিতা শোনার জন্য আসি।'

বেগম ফ্যাসফ্যাসে গলায় মুখ থেকে থুতু ছিটিয়ে বললেন, 'তিনি কোন কবিতা পড়ে শোনাবেন না।'

www.BanglaBook.org

'জান আমার, আমি কোন কবিতা পড়বো না।' নূর সাহেব তাঁর বেগমকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'আমি আর কোনদিন কোন কবিতা কখনও আবৃত্তি করবোনা। কথা দিচ্ছি—আর কোনদিন এই কাজ করবো না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

কবির কথা শোনার পর বেগমের কালো চোখের কাঠিন্য হঠাৎ করে উধাও হলো। চোখ দু'টো ঠাণ্ডা ভাব ধারণ করলো এবং অশ্রু নিঃসৃত হতে শুরু করলো। সেই চোখের পানির সাথে কাজলের কালো রং বেরিয়ে এলো। বেগম বললেন, 'হ্যাঁ তোমাকে কবিতা পড়তে হবে, সুর দিয়ে আবৃত্তি করতে হবে।' বাচ্চা মেয়ের মতো দু'হাতে চোখ কচলাতে কচলাতে তিনি বললেন, 'তুমি তোমার বন্ধুদের দাওয়াত দাও। তাদের জন্য পানীয়ের ব্যবস্থা কর। তারপর বসে তোমার কবিতা আবৃত্তি করতে থাকো। শ্রোতারা তোমার কবিতা শুনে নাচুক। হাততালি দিক। আর আমার এই ঘরে আমি রোগশয্যায় শুয়ে সেই নাচ আর হাততালির শব্দ শুনতে থাকি।'

তিনি রাগে-দুঃখে-অভিমানে জোরে বালিশের উপর আছড়ে পড়েন। হঠাৎ তাঁর চুলের ভেতর থেকে কালো তুলো বেরিয়ে পড়ে। চুল কম থাকার জন্য তিনি তুলো দিয়ে সেটা ঢাকার চেষ্টা করেছেন। তাঁর চেহারাটা হঠাৎ শিশুর মতো মনে হল। দু'হাত দিয়ে তিনি বালিশ আর চাদর খামচাতে শুরু করলেন। কবি তার পাশে বসে তাঁর দু'হাত নিজের হাতের ভেতর নিয়ে শক্ত করে ধরে রাখলেন। দেবেন একপা দু'পা করে পেছাতে লাগলো। দরজার পাশে এসে খোলা বাতাস আর সূর্যের আলোর স্পর্শ পেয়ে সে ঘুরে দাঁড়ালো। ভাবলো, এখন তার স্থান ত্যাগ করা উচিত। সে ধীর পায়ে বারান্দা পার হয়ে বেরিয়ে গেলো।

সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় তার পায়ের শব্দ শোনা যেতে লাগলো। তার মনে মুক্তি পাবার একটা আনন্দ থাকলেও একটা ব্যথা তাকে কষ্ট দিলো। ব্যথাটা তার কিছুর জন্য নয়—সে যে নূর সাহেবের সাথে তার আলোচনার একটা পর্যায়ে পৌঁছাতে পারলো না, তারই দুঃখ। কিন্তু তাও সে আশাভঙ্গ হতে রাজি না। অবশ্যই তাকে আবার চেষ্টা করতে হবে। আবার কবে, কোথায় সে এ চেষ্টাটা করবে সেই চিন্তা তাকে ছেঁকে ধরলো। তবে একটা ব্যাপারে সে নিশ্চিত—এ বাড়িতে কোনভাবেই কবির কথা বা আবৃত্তি টেপ করা যাবে না।

যদি সে এখানে টেপ করার ব্যবস্থা করে এবং বেগম যদি সত্যি সত্যিই অসুস্থ থাকেন, তারপরও তার ছুঁচোর মতো নোংরা নাক দিয়ে এই খবরটা তাঁর কাছে পৌঁছে যাবে। আর একবার খবর পেলে তিনি যে কোন ভাবেই হোক এই রেকর্ডিং অনুষ্ঠানটা পণ্ড করে দেবেন—এ বিষয়ে দেবেনের কোন সন্দেহ নেই। তাই তাকে

www.BanglaBook.org

যে ভাবেই হোক চেষ্টা করে কবিকে এই বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে যেতে হবে। কোথায় নেবে তাঁকে—মুরাদের বাড়িতে ? নাকি মুরাদের অফিসে। এ ব্যাপারটা তাকে আগে থেকে ব্যবস্থা নিয়ে তবে রেকর্ডিং-এর কাজ করতে হবে।

এতো কিছুর পরও দেবেন নিজের সাথে ঠাট্টা করে ভাবলো—সে আজ বড় রকমের একটা সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। কবি যদি আজ তাঁকে একটা সময় দিতেন তাহলে সে একজন কবিতাপ্রেমী হিসেবেই হোক বা শিক্ষক হিসেবেই হোক নিজে কৃতার্থবোধ করতো। কবির সাথে তার বৈঠকটি এখনও চিন্তার মধ্যেই রয়ে গেলো। বাস্তবে রূপ নেয়ার কোন সম্ভাবনা আর দেখা গেলো না। হঠাৎ করে তার সিদ্দিকি সাহেবের কথা মনে হলো। তাঁর মতো বিজ্ঞ এবং জ্ঞানী লোক হয়তো এ ব্যাপারে তাকে কোন সাহায্য করতে পারবেন।

কয়েক মুহূর্তের জন্য অনেক চিন্তা-ভাবনা তাকে আচ্ছন্ন করে রাখলেও হঠাৎ কারও ডাক তার কানে গেলো। সে তখনও কবির উঠোন পার হয়নি। ডাকটা যদিও তার নাম ধরে দেওয়া হয়নি কিন্তু ঠিক ওই সময় ওখানে সাইকেলের গা ঘেঁষে শুয়ে থাকা একটা বেড়াল ছাড়া আর কোন জন-মানুষ ছিলো না। তারপরও সে বের হবার মেইন গেটে হাত রেখে চারপাশে তাকিয়ে দেখলো আর কেউ আশেপাশে আছে কিনা। না, কেউ কোথাও নেই। কি মনে করে আর একবার পিছু তাকাতেই তার চোখে পড়লো—একটা ছোট্ট মেয়ে আধখোলা একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে বারান্দা দিয়ে তার ছোট বেণি দুলিয়ে দৌড়চ্ছে। মেয়েটা এতক্ষণ সেই আধখোলা দরজার পেছনে থাকায় সে তাকে দেখতে পায়নি। এবার সে নিশ্চিত হলো। এই মেয়েটিকেই কেউ হয়তো পেছন থেকে ডাকতে পারে।

বাচ্চা মেয়েটি যে দরজা দিয়ে বের হলো, সেই দরজাটা দিয়ে আর একটা টানা বারান্দা অনেক দূর চলে গেছে। সেখান থেকে বের হলে বাজারের কাছাকাছি বের হওয়া যায়। দরজাটা দিয়ে তাকাতে দেবেন অনেক কিছু দেখতে পেলো। দরজাটার ঠিক পাশেই একটা নতুন গজানো অশথ গাছ। গাছটার পাশে দু'টো ছাগল বাধা। ছাদ থেকে কয়েকটা কাপড় ঝুলিয়ে শুকোতে দেয়া হয়েছে। খোলা জায়গায় একটা উনুনে আগুন জ্বালাবার জন্য একজন মহিলা চোঙা দিয়ে ফু দিচ্ছেন। মহিলাটি মাথায় ঘোমটা দিয়ে থাকায় চেনা যাচ্ছিলো না কিন্তু তিনি যখন ঘোমটা সরালেন তখন দেবেন তাকে দেখামাত্র চিনে ফেললো। ইনি-ই সেই মহিলা—যিনি সেদিন নূর সাহেবের রুমে বেগমের সাথে মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

মহিলা এবার কাছে এসে দেবেনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আবার বুঝি ঝগড়া চলছে উপরে ?'

দেবেন তাঁর দিকে ঝুঁকে সম্মান প্রদর্শন করলো। সে এ ব্যাপারে কোন উচ্চবাচ্য করা থেকে বিরত রইলো। আসলে এটা একটা দৈনন্দিন পারিবারিক

www.BanglaBook.org

ব্যাপার। একে প্রাধান্য দিলে আরও বাড়তে থাকবে। সে তার নিজের পরিবারে ব্যাপারটা ভালোমতো টের পাওয়ায় মহিলার দিকে তাকিয়ে হাল্কা হাসি দিয়ে কথাটা শেষ করে দিলো।

'দারুণ অভিনেত্রী! তাই না?' কয়েকটা লাঠি ভেঙে চুলোয় দিতে দিতে তিনি দেবেনকে জিজ্ঞেস করলেন। চুলোয় ফু দিয়ে আবার বলা শুরু করলেন, 'আসলে আগে তিনি একজন নাচনেওয়ালী ছিলেন ওখানে।'—বলে তিনি বাজারের দিকে ইশারা করলেন। 'যেহেতু নর্তকী ছিলেন, তাই নাচের সব ধরনের কলাকৌশল ভালোমতো রপ্ত আছে তাঁর। এখন তিনি অসুস্থতার ভান ধরেছেন। আসলে কিন্তু তিনি মোটেই অসুস্থ নন। কবির কাছ থেকে কোন কিছু চাইবার আগে তিনি সব সময় এ ধরনের ভ্যাক ধরেন।

ব্যক্তিগতভাবে তার কারণ জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন না থাকলেও হঠাৎ দেবেনের মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়লো, 'উনি আসলে কি চান?'

ভদ্রমহিলা ঘোমটার আড়ালে তির্যক একটা চাহনী দিয়ে মুচকি হেসে বললেন, 'তিনি তোমার হাত থেকে রেহাই চান।'

কথাটা শোনার সাথে সাথে দেবেনের বেশ ভয় লাগলো। সে তার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে ছোরা আর একটা ব্লেড দেখতে পেলো। দেখতে পেলো এই ছোরা কিম্বা ব্লেডটা তার বুক থেকে সোজা নিচে নেমে পেটটা দু'ভাগ করে দিচ্ছে। সে নিজের চোখে বেগমের রুদ্রমূর্তি দেখেছে। সে জানে, তিনি কতটুকু নৃশংস হতে পারেন। এই ভয় ভাবটার সাথে তার বেশ আনন্দও লাগলো এই ভেবে যে, কবির অসংখ্য ভক্তের মাঝে এই ভয়াবহ মহিলা তাকেই একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেছেন—এটাও এক ধরনের অর্জন।

বৃদ্ধ মহিলাটি ইচ্ছাকৃতভাবে দেবেনের দিকে একটানা তাকিয়ে রইলেন। তিনি দেবেনের মুখে মৃদু হাসি দেখতে পেলেন। এই হাসিটিতে বোঝা যায়, হয়তো দেবেন তাকে বিশ্বাস করেনি বলে হাসছে। আসলে কিন্তু বেগমকে তাঁর চেয়ে ভালো আর কেউ চেনেনা। তিনি বললেন, 'তোমাদের কবির যতো ভক্ত, শিষ্য আর চেলা আছে তাদের সবাইকে ওই মহিলা ঘৃণা করেন। মহিলা চান কবি যে মাঝে মাঝে সন্ধ্যায় আসর বসিয়ে কবিতা পাঠ করেন, সেটা বন্ধ করে দিতে। কিন্তু তোমরা যারা কবির কাছে আসো, তারা কবিকে ভালোবাসো। তাঁর কবিতা পাঠ শোনার জন্যই তোমরা এখানে আসো। আসলে সবাই এখানে আসে আনন্দ পেতে। তার উপর কবি আবার খাওয়া-দাওয়ারও ব্যবস্থা করেন। সেটা সবার জন্য হয় উপরি পাওনা। তোমার ব্যাপারটা অবশ্য অন্য রকম। আমি জানি, তুমি শুধু এ জন্যই আসো না, তুমি কবির কাছে আরো কিছু চাও।'

দেবেন মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। বৃদ্ধার প্রতি তার শ্রদ্ধাবোধ অনেকটা বেড়ে যায়।

www.BanglaBook.org

তিনি আরো কয়েকটা লাঠি ভেঙে চুলোতে ঢুকিয়ে বলতে শুরু করেন, 'তুমি একজন ব্যক্তিত্ববান মানুষ। বেগম জানে, তুমি কবির কাছে এসেছো একটা বই লেখার জন্য।'

দেবেন কথা বলতে গিয়ে খাবি খায়; বলে, 'না-না, আমি বই লিখতে আসিনি। কবিকে নিয়ে একটা প্রবন্ধ লেখার ইচ্ছা আছে। তাছাড়া আমি যেটা করতে চাই সেটা হচ্ছে—কবির সাক্ষাৎকার গ্রহণ। আর সেটাও আমি বসে কবির সময় নষ্ট করে লিখবো না। কয়েকদিন বসে তাঁর সাথে কথা বলবো এবং সেই কথাগুলো টেপ করে ফেলবো।' সে কথাগুলো বেশ জোর দিয়ে বললো। কথা বলার এই ভঙ্গি দিয়ে সে তার নিজেকে আর সেই বৃদ্ধাকে ব্যাপারটা বেশ ভালোভাবে বোঝাতে চেষ্টা করলো। সে বললো, 'তাঁর সাথে এই কাজটা করার জন্য আমার কলেজ আমাকে একটা টেপ রেকর্ডার কিনে দিয়েছে।'

দেবেনের কথা তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। এসব কথা বোঝার ক্ষমতা সাধারণ লোকের নেই। কিছুক্ষণ চুপ থেকে তিনি বললেন, 'এই কথাগুলো বেগম কোথাও থেকে জানতে পেরেছেন আর এই কাজটি তিনি বন্ধ করতে চান।'

'কিন্তু কেন তিনি এই কাজটি বন্ধ করতে চান? এতে তো কারো কোন ক্ষতি হচ্ছে না।' দেবেন মহিলাকে বিতর্কের সুরে বলে, 'এই কাজটির মাধ্যমে কবির মহিমা দেশবাসীর কাছে তুলে ধরা হবে। কবি মারা যাবার পরও দেশবাসী তাঁর সম্বন্ধে জানতে পারবে। কোন মহান ব্যক্তির জন্য এটা করা খুবই জরুরী।'

'বেগমকে এসব কথা বলার দরকার নেই।'—বললেন বৃদ্ধা। তারপর তিনি আগুনের মধ্যে বড় কয়েকটা কাঠ ঢুকিয়ে ধোঁয়া আর আগুনকে বাগে আনার চেষ্টা করলেন। কিছুটা ধোঁয়া দেবেনের গলায় প্রবেশ করায় সে কাশতে লাগলো। বৃদ্ধা এবার তাঁর গলার শব্দে ক্রোধ প্রকাশ করে বললেন, 'এখন এটুকুই ওই মহিলা কবির কাছ থেকে কেড়ে নিতে চান! তিনি কবির অনেক কিছুই কেড়ে নিয়েছেন। এখন বাকি আছে কবির মহিমা আর সুনাম, সুখ্যাতিটুকু। তিনি এখন সেটুকুও তাঁর নিজের করে পেতে চাইছেন!'

দেবেন উত্তেজিত হয়ে বলে, 'কিন্তু তিনি তো সেটা কোনদিনই পাবেন না। হাজার চেষ্টা করলেও না। কারণ কবির মতো অসাধারণ কবিতা লেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই সুনাম আর খ্যাতি পাবার আশা তিনি করেন কিভাবে?'

দেবেনের এই কথাগুলো বৃদ্ধা মহিলার তেমন মনে ধরলো না। তিনি এক মনে চুলোর আগুনটা ভালো করে জ্বালাতে লাগলেন। এক ফাঁকে তিনি ঘাড় ঘুরিয়ে সেই ছোট মেয়েটিকে ডেকে বললেন, 'মুন্নি, আমাকে ডালের হাঁড়িটা এনে দাও।' বাচ্চা মেয়েটি যখন বারান্দার শেষ প্রান্তে ডালের হাঁড়ি আনতে দৌড় দিলো। তখন তিনি তার পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন। দেবেনের হঠাৎ মনে হলো, সে একজন কলেজ শিক্ষক। তার এভাবে দাঁড়িয়ে একজন বৃদ্ধা মহিলার

www.BanglaBook.org

সাথে নূর সাহেবের কবিতা নিয়ে আলোচনা করা মানায় না। তার উপর আবার বৃদ্ধা ডাল রাঁধতে ব্যস্ত। সে চলে যাবার জন্য মোড় নিয়ে দাঁড়ালো।

দেবেন চলে যাবার জন্য উদ্যত হয়েছে দেখে মহিলা এবার তার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকে কাছে ডাকলেন। তাঁর পাশে বসতে বললেন। দেবেন চারদিকে তাকিয়ে দেখলো। কোন টুল বা চেয়ার না দেখতে পেরে সে পায়ের উপর ভর দিয়ে বসলো। ছোট মেয়েটি তার বসার ভঙ্গি দেখে বারান্দা থেকে একটা পিড়ি এনে দিলে দেবেন একটু কষ্ট করে হলেও ওটার উপর বসলো।

মহিলা এবার ফিস্ ফিস্ করে বললেন, 'তুমি ওই মহিলার কথায় কাজ বন্ধ করবে না, খবরদার! বইটা তুমি অবশ্যই লিখবে।'

'লেখার তো প্রয়োজন নেই। আমি এখন শুধু টেপ করতে চাই।'

'যেভাবেই কাজটা কর—করে ফেলো। টেপ করো অথবা লেখো। কারণ এটা তোমাদের কলেজের ছাত্র-শিক্ষক সবার জন্য প্রয়োজন। তারা এটা চায়—তাই নয় কি?'

'অবশ্যই।'—বলে দেবেন দীর্ঘ নিঃশ্বাস নেয়। সে বললো, 'তার সাথে বসে টেপ করাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার। এই টেপটা আমাদের কলেজ লাইব্রেরিতে থাকবে। ছাত্র-শিক্ষক সবাই মিলে সেটা শুনবে। এমন কি অন্য অনেক কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শোনার জন্য লোক আসবে কিম্বা এই টেপের কপি তারা চেয়ে পাঠাবে।'

'ঠিকই বলেছো।' দেবেনের কথায় বাধা দিয়ে তিনি বললেন, 'আমি জানি। আমি জানি, তিনি একজন বড় মাপের মানুষ। তাঁর ভক্তরা আমাকে সে কথা বলেছে। আচ্ছা, আসলেই কি তিনি একজন মহান ব্যক্তিত্ব?'—বৃদ্ধা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন।

'আপনি কি জিজ্ঞেস করছেন। সারা ভারতে জীবিত যতো উর্দু কবি আছেন, তাঁদের মধ্যে নূর সাহেব শ্রেষ্ঠ। এতে সন্দেহ থাকার কোন কারণ নেই।'—এক নিঃশ্বাসে খানিক উত্তেজিত হয়ে কথাগুলো বলে দেবেন।

বৃদ্ধা এবার বললেন, 'তাহলে বেটা, আর দেরি না করে কাজটা শুরু কর।'

দেবেন উদ্‌ভ্রান্তের মতো বলে, 'কিন্তু কখন শুরু করবো আর কিভাবেই বা করবো?'

বৃদ্ধা দেবেনের একাগ্রতা আর কাজ করার ইচ্ছা দেখে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকলেন। ওদিকে চুলোতে বসানো হাড়িতে ডাল ফুটতে লাগলো। বেশ জোরে ফোটার জন্য জলীয় বাষ্প বেরিয়ে বাতাসের সাথে তাঁর মুখে লাগতে লাগলো। তাঁর মুখ ঘামিয়ে উঠলো। তিনি শাড়ি দিয়ে মুখ মুছলেন। তারপর চুলো থেকে কাঠ সরিয়ে নিলেন। তাতে হাড়িতে তাপ কমে গেলো। এবার তিনি বললেন, 'কবির সাথে একান্তে বসে কথা বলার জন্য তোমার একটা রুম দরকার।'

www.BanglaBook.org

'ঠিক বলেছেন। আমার সাথে আরো দু'তিনজন লোক থাকতে পারে। কাজটা শেষ করতে তিন-চার দিন বা সপ্তাহ খানেক সময় লাগতে পারে।'

বৃদ্ধা এবার পুরো ব্যাপারটা ভালো করে বুঝতে পারলেন। বললেন, 'তা হলে এই বাড়িতে কাজটা করা সম্ভব হবে বলে মনে হচ্ছে না। ওই মহিলা এ বাড়িতে থাকলে তোমরা এখানে কাজটা কোন মতেই করতে পারবে না।'

'মহিলাকে কি কোথাও পাঠানো যায় না ? তিনি তো এখন অসুস্থ। চেষ্টা করে তাঁকে কোন হাসপাতালে বা তার বাবার বাড়িতে পাঠালে কেমন হয় ?'

দেবেনের কথা শুনে বৃদ্ধা মুচকি হেসে বললেন, 'খবরদার! সে চেষ্টা করবে না। হাসপাতালের কথা শুনলে তিনি লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে পুরো সুস্থ হয়ে উঠবেন। আর তুমি তাঁর পরিবারের কথা বলছো ? তাঁর আসলে কোন পরিবার নেই।'—কথাটা শেষ করে বৃদ্ধা এবার শব্দ করে খানিক হাসলেন।

'এ মহিলাকে এই বাড়ির বাইরে পাঠানো মোটেই সম্ভব নয়।'—বলতে লাগলেন বৃদ্ধা। 'উনি এই বাড়িতে ঘরে জেকে বসেছেন। কাজটা করতে হলে কবিকে বাইরে নিয়ে যেতে হবে। আর তাঁকে নিতে হবে ওই দরজাটা দিয়ে।'—বলে বৃদ্ধা বেঁধে রাখা ছাগল দু'টোর পেছনে একটা ছোট দরজার দিকে আঙুল দিয়ে দেখালেন। 'কবি মাঝে মাঝে আমার সাথে দেখা করতে নিচে আসেন। তখনই তুমি তাঁকে এই দরজা দিয়ে বাইরে নিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু যেহেতু তিনি বৃদ্ধ আর অসুস্থ, তাই বেশি দূর যেতে পারবেন না। তোমাদের এই গলির মাথায় একটা ঘর ভাড়া নিয়ে সমস্ত আয়োজন ঠিক রাখতে হবে। উনাকে নিয়ে কাজ শেষ করে আবার আমার কাছে দিয়ে যাবে। আমি তাঁকে উপরে পাঠিয়ে দেবো। একটানা কয়েক দিন আমার সাথে দেখা করতে আসলে বেগম কিছুটা রাগ করতে পারে কিন্তু কবিকে সে বাধা দিতে পারবে না; কারণ আমি তাঁর বড় স্ত্রী। আমার অধিকার আছে তাঁকে কাছে ডাকার। আর তিনিও আমার ডাকে আসতে বাধ্য।'—কথাগুলো বলে আবার হাসলেন বৃদ্ধা। হাসির জন্য তাঁর কালো দাঁত বেরিয়ে পড়লো। বললেন, 'যদিও বেগমের ছেলে থাকায় কবির কাছে তাঁর কদর বেশি। আমার সব মেয়ে। তাই আমার কদর কম কিন্তু তারপরও আমি প্রথম এসেছি এই পরিবারে। তাই আমারও দাম কম নয়। আমি তাঁকে কাছে ডেকে তোমাদের হাতে তুলে দেবো তোমরা তোমাদের কাজ শেষ করে ফেলবে।'

দেবেন দাঁত দিয়ে নখ কাটতে কাটতে চিন্তা করতে লাগলো; তারপর বললো, 'এটাই কি একমাত্র পথ, কাজটা করার ?'

'হ্যাঁ, এটাই একমাত্র পথ। তুমি যদি আমাকে রুমের ব্যবস্থা করতে বলো আমি সেটাও করে দিতে পারবো।'—বললেন বৃদ্ধা।

দেবেন বৃদ্ধার দিকে এমনভাবে তাকালো—মনে হলো সে তাঁকে বিশ্বাস করতে পারছে না। সে তাঁকে আবারও বললো, 'আপনি কি সত্যিই এভাবে আমাকে সাহায্য করতে পারবেন ?'

www.BanglaBook.org

বৃদ্ধা জোর দিয়ে বললেন, 'আমি অবশ্যই পারবো। এ কাজ করা আমার জন্য কোন ব্যাপার না। আমি সারাটা জীবন এ পাড়াতে কাটিয়ে দিয়েছি। এ পাড়ার সব লোক আর বাড়ি-ঘর আমার চেনা। আমি রুমেরও ব্যবস্থা করে দেবো—আর কবিরও। কাল সকাল দশটায়। না-না, এগারোটায়। তুমি তোমার লোকজন নিয়ে পেছনের দরজায় আমার জন্য অপেক্ষা করবে, আমি সব ব্যবস্থা করে রাখবো আর কবিকে বের করে দেবো।'

দেবেন মহিলার কথায় বেশ খানিকটা ভয় পেয়ে বললো, 'না-না, কাল না। আমাকে কয়েকদিনের সময় দিন।'

'তুমি কোন্‌দিন পারবে, বলো তাহলে?'

'তাড়াতাড়ি। খুবই তাড়াতাড়ি আমি সব করে ফেলবো। আসলে আমাকে ব্যাপারটা দু'একজনের সাথে আলোচনা করে করতে হবে। আমি দু'একদিনের মধ্যে চিঠি দিয়ে আপনাকে পুরো ব্যাপারটা জানিয়ে দেবো।'

'তুমি যদি কোন চিঠি পাঠাও তাহলে ওই বেগমের হাতে সেটা পড়বে। তারপর তিনি সেটা পড়ে ফেলবেন।' পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে কথাগুলো বললেন বৃদ্ধা। ঘরে চিঠি এলে কি হয়, সেটা তিনি জানেন।

'ঠিক আছে, আমি তাহলে লোক দিয়ে খবর পাঠিয়ে দেবো। সমস্ত ব্যবস্থা করে আমি আপনাকে খবর পাঠাবো। আপনি কবিকে তৈরি করে রাখবেন। আমরা সময়মতো এসে কবিকে সাথে করে নিয়ে যাবো।'

দেবেনের কথা শুনে তিনি রাজি হয়ে মাথা নাড়লেন। তারপর মেয়েটার সাথে কি যেন কথা বলে হাতে একটা চামচ নিয়ে ডালটা নাড়ালেন, বললেন, 'এটা তোমাদের কবির সখের ডাল। আমি ছাড়া এ বাড়ির আর কেউ তাঁর পছন্দমতো ডাল রাঁধতে পারে না।'—কথাটা তিনি গর্বের সাথে বললেন।

বৃদ্ধার সাথে কথা শেষ করে দেবেন পিঁড়ি থেকে উঠে দাঁড়ালো। নিচু হয়ে বসে থাকায় তার কোমরে ব্যথা হয়েছে। সে যখন চলে যাবার জন্য দরজার দিকে এগুতে যাবে তখনি বৃদ্ধা তাকে আবার ডাক দিলেন।

'শোন।'—বলে এবার তিনি কোন রকম ভনিতা না করে বললেন, 'তুমি কিন্তু টাকার ব্যাপারে কোন উচ্চবাচ্য করতে পারবে না—কথাটা মনে রেখো।'

'টাকা! কিসের টাকা?' দেবেনের মুখ থেকে দ্রুত কথাটা বেরিয়ে আসে। সে বিদ্যুৎপৃষ্টের মতো দাঁড়িয়ে পড়ে। এই খাতে টাকা খরচ করার মতো কোন উপায় তার নেই। সে কোন টাকা রাখেনি এর জন্য। হঠাৎ টাকার কথা বলায় তার পুরো প্রকল্পের ভিতে একটা ধাক্কা লাগলো।

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি টাকার কথা বলছি। তুমি কি সহজ কথাটা বুঝতে পারছো না?' বৃদ্ধা বেশ বিরক্তির সাথে কথাটা বললেন। তোমার ধারণা—কবি তোমার সাথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় নষ্ট করে শরীরের শক্তি ক্ষয় করে যা কিছু করবেন সব বিনে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পয়সায় ? এর কোন মূল্য নেই ? কবির কি উপার্জন করার কোন প্রয়োজন নেই ? তিনি আর তাঁর পরিবার অর্থাভাবে না খেয়ে মরবে আর তোমরা তার সৃষ্টি নিয়ে ঘটা করে সভা করবে আর ভোজের আয়োজন করবে ?'

বৃদ্ধার কথা শুনে দেবেনের ঘোর ভাঙে। সে কাচুমাচু করে বলে—'না-না, আমি সে কথা বলিনি। আসলে এটা কখনই হতে পারে না। হওয়া উচিতও নয়।'

দেবেনের কথা ধরেই তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছো। এটা হওয়া উচিত নয়। তাই বলছি, যখন তোমার লোকের হাতে খবর পাঠাবে তখন দেনা-পাওনার অংকটাও পাঠাতে ভুলবে না যেন। আমি সেটা দেখে বিচার করবো অংকটা পর্যাপ্ত কি-না। যদি পর্যাপ্ত হয় তাহলে কবির দেখা পাবে, না হলে দরজার বাইরে সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকলেও কোন লাভ হবে না। কেননা আমি তাঁকে তোমাদের হাতে তুলে দেবো না। এখন তুমি যেতে পারো।'

দেবেন ধীর গতিতে বাইরের দিকে যেতে লাগলো কিন্তু কানে তার বৃদ্ধার রুক্ষ কথাগুলো বারে বারে বাজতে লাগলো। সে মনে মনে ভাবলো, উপরতলার কথাবার্তার তুলনায় নিচেরতলার কথার কতটা পার্থক্য। তার মনে হলো, কবি বোধ হয় বাধ্য হয়ে শহরের এই মহিলাকে বিয়ে করেছেন। গ্রামের এই রুক্ষ ভাষা তিনি নিজেও খুব একটা সহ্য করতে পারেননি। সে নিজেও এখন দোটানার মধ্যে পড়েছে। এখন এই প্রকল্পটা এগিয়ে নিতে তার যেনো ইচ্ছে করছে না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আট

দিল্লিতে ঘটে যাওয়া শেষ এই ঘটনাটার পর দেবেন দীর্ঘদিন আর সেখানে গেলো না।

সরলা দূর থেকে দেবেনকে দেখে আর নাকের দু'পাশে আঙুল বোলায় আর ঠাট্টার ভঙ্গিতে ঠোঁট নাড়ে; বলে, 'কি ব্যাপার, দিল্লি যাওয়া কি চিরকালের জন্য বন্ধ করে দিলে ? তোমার বিখ্যাত কবি কি তোমাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছেন ?'

দেবেন তার স্ত্রীর দিকে রাগী চোখে চেয়ে থাকে। তারপর খবরের কাগজে মুখ ঢেকে বলে, 'দিল্লিতে আমার কাজ থাকলে যাই, বেড়াতে যাই না। এখন কাজ নেই, তাই যাচ্ছিনা। কাজ শুরু হলেই আবার যাবো।

'আহ্, আমার কাজ রে!'—বলে সরলা ঠাট্টা করে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলো। রাগে দেবেনের মাথায় আগুন জ্বলে উঠলেও চেঁচিয়ে কিছু বলতে বা বকা দিতে তার সম্মানে বাধলো। সে কোন রকম উচ্চবাচ্য না করে চুপ করে খবরের কাগজে চোখ ফেরালো।

সরলার কথাবার্তায় দেবেন বেশ বুঝতে পারে তিনি তার দিল্লি যাবার পেছনে আরো কোন কারণ নিয়ে চিন্তিত থাকেন। সেটা আর কিছু নয়, সরলা ভাবেন—সেখানে কোন মেয়ের কাছে যায় দেবেন। মনে মনে সে ভাবে—সরলা যদি তার আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারতো! দেবেনের মনটা খারাপ হয়ে যায়। এই মনঃকষ্ট থেকে রেহাই পাবার জন্য সে পকেটে হাত দিয়ে একটা সিগারেট বের করে। সস্তা দামের সিগারেট। এই সিগারেট হচ্ছে তার কষ্টের মধ্যে সান্ত্বনা।

আহারে সান্ত্বনা! দেবেন তার সিগারেটটা দু'আঙুলের মধ্যে পাক খাওয়াতে থাকে। ভাবে—অন্যেরা যখন বনে গিয়ে বন্দুক হাতে জীবজন্তু শিকার করে বেড়ায়; সে তখন তার দুর্বলতার জন্য ঘরে বসে সস্তা সিগারেটের মাধ্যমে সান্ত্বনা খোঁজে। তার চাওয়া-পাওয়া খুবই ছোট। হয়তো সে চায় তার একটা কবিতা কোন একটা পত্রিকায় প্রকাশ পাক। একটা কবিতার বই লিখুক আর এই বইটির মাধ্যমে সমাজে তার পরিচিতি হোক—এইটুকুই তার চাওয়া। তার সবচে' বড় চাওয়া হচ্ছে সরলার জন্য দু'টো সোনার বালা।

www.BanglaBook.org

তার এই চিন্তাটা হঠাৎ তার জিভে তেতো স্বাদ ধারণ করে। সে সেই স্বাদ থেকে রেহাই পাবার জন্য থুতু ফেলে। দেবেনের জীবনটা শুধুমাত্র নিরাশায় ভরা। সে আজ পর্যন্ত আশাব্যঞ্জক কিছুই করতে পারেনি। কষ্ট করে কবিতা লিখে তার বন্ধু মুরাদের কাছে সেটা ছাপার জন্য পাঠায়। মুরাদ সেটাকে বাতিল করে দেয়। তার সহকর্মীরা তাকে নিয়ে ঠাট্টা-মশকরা করে। ছাত্ররা তাকে শিক্ষক হিসেবে কোন পাত্তা দেয় না। ঘরে স্ত্রী জানে বড় কিছু করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তার ছেলেটা পর্যন্ত বাবার কাছ থেকে দূরে থাকে। একজন বিখ্যাত কবিকে আশ্রয় করে কিছু করার জন্য তার চেষ্টাটাও নানান প্রতিকূলতায় বার বার বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। তার সারা জীবনটাই বোধ করি পরাজয়ের গ্লানিতে ভরা।

দেবেন তার ভাঙা বেতের চেয়ারে দু' হাঁটুর মাঝখানে মাথা রেখে বসে এসব কথা চিন্তা করতে থাকে। হাতে তার সস্তা সিগারেট থেকে কুণ্ডলি পাকিয়ে ধোঁয়া উপরের দিকে উঠে যায়।

তার এই বসে থাকার দৃশ্যটা সরলা রান্নাঘরের জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখে। ভাবে—লোকটা বুঝি মারা গেছে। তার এই চিন্তার মাঝে কোন মায়া নেই—আছে তিক্ততা। তার স্বামীর ব্যাপার-স্যাপার দেখে তার গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে হয়। আবার পরক্ষণেই ভাবে—সে মারা গেলে মানু কার কাছে থাকবে, কে তাকে স্কুল নিয়ে যাবে, কেই বা ওদের জন্য খাবার রান্না করবে।

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে দেবেন তার সেই সিগারেট ঠোঁটে লাগিয়ে টান দেয়। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় তার ঘরটা অন্ধকার হয়ে ওঠে। ঠিক নূর সাহেবের অন্ধকার ঘরটার মতো। সে মুহূর্তের মধ্যে কল্পনায় নূর সাহেবের বাড়িতে পৌঁছে যায়। সেই প্রথম দিনের দুপুরের কথা তার মনে পড়ে—কিভাবে নূর সাহেবের পাশে বসে সে তাঁরই লেখা কবিতা উঁচু গলায় তাঁকে আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলো।

'আমার এই শরীর একটা কলম ছাড়া
আর কিছুই নয়;
কালিতে না ডোবালে এর কোন
মূল্য নেই।'

সে যখন কবিতাটা জোরে আবৃত্তি করছিলো নূর সাহেব তখন বিছানায় শুয়ে সেটা শুনছিলেন। তাঁকে দেখে তার মনে হয়েছে এক বিশাল শিশু শুয়ে আছে, সে সেই শিশুটির বাবা। তার এই চিন্তা আর কবির লেখা কবিতা দু'টো মিলে গিয়ে এক আত্মিক সম্পর্ক সৃষ্টি করেছিলো।

রাস্তায় ফেরিওয়ালার ডাকে তার এই চিন্তার জাল ছিন্ন হয়। ফেরিওয়ালা ডেকে চলে—সরাই চাই, সরাই। দেবেন বুঝতে পারে গ্রীষ্মকাল এসে গেছে। তাই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সরাই নিয়ে বেরিয়েছে ফেরিওয়ালা। আর কিছুদিন পরেই কঠোর রোদে ঠাণ্ডা পানি ছাড়া জান বাঁচানো কষ্টকর হয়ে পড়বে। সে এবার তার সিগারেটের দিকে তাকিয়ে দেখে সেটা পুড়ে শেষ হয়ে গেছে। পোড়া সিগারেট মাটিতে ফেলে পা দিয়ে পিষে নেভায় সে।

সরলা তার এই নির্জীব শান্তভাবের অবসান ঘটান। শব্দ করে হেঁটে এসে তার হাতে একটা পোস্টকার্ড ধরিয়ে দেন। এইমাত্র এসেছে সেটা। তাতে লেখা আছে—

প্রিয়বরেষু—

আপনি জেনে খুশি হবেন বাহাত্তর লাইনের একটি কবিতা লিখেছি। আমার প্রিয় স্ত্রী এই কবিতাটি লেখার জন্য আমাকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। কবিতাটি নারী নির্যাতনের উপর লেখা।

আশা করি, আপনি এই লেখাটা কপি করতে উৎসাহিত হবেন। তাই আপনাকে অনুরোধ—যত তাড়াতাড়ি পারেন আমার কাছে এসে পড়েন।

আপনার বিশ্বস্ত
নূর শাহজাহানাবাদি

সেই রাতে দেবেন তার স্ত্রী-বাচ্চা নিয়ে ঘুমোবার সময় বুঝতে পারে বেশ গরম পড়েছে। দম বন্ধ হয়ে আসতে চায় তার। এখন সময় এসেছে খাটিয়া বের করে বারান্দায় শোবার। কিন্তু গতবার তার স্ত্রী বাধা দেন। তিনি নাকি স্বপ্নে দেখেছেন—বাড়িতে পাঁচিল টপকে ডাকাত পড়েছে। দেবেন তার কথা শুনে হেসে বলে, 'আমাদের কি এমন আছে যা ডাকাত নিতে আসবে?'

'তুমি জানো না। ডাকাতদের কাছে কলেজ শিক্ষকরা অনেক ধনী মানুষ। তারা কি জানে এসব কলেজ শিক্ষককে মাঝে মাঝে না খেয়ে থাকতে হয়।'—বলেন সরলা।

সরলার কথা শুনে তার রাগ আর দুঃখ দু'টোই হয়। সে ভাবে—তারা গরিব কথাটা ঠিক, তা বলে না খেয়ে থাকতে হয়েছে এমনটা সে কোন মতে মনে করতে পারে না। কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে স্ত্রীর সাথে তার কথা বলতে মোটেই ইচ্ছে করে না। সে জানে, এসব নিয়ে কথা বলতে গেলে তার স্ত্রীর কাছে হার মানা ছাড়া তার কোন উপায় থাকবে না। সে জানে, এর আগে তার স্ত্রী তাকে বেশ কয়েকবার তার বাচ্চাকে চকলেট কিনে দেয়নি বলে খোটা দিয়েছেন; বলেছেন, 'তোমার একমাত্র বাচ্চার জন্য তুমি একটা চকলেট কিনে দিতে পারো না কিন্তু দিল্লিতে গিয়ে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে ফুর্তি করার জন্য তোমার টাকার অভাব হয় না।'

এখন তার দিল্লি যাবার পালা শেষ হয়েছে। সে আর কোনদিন দিল্লি যাবে না।

www.BanglaBook.org

দেবেন বিছানায় শুয়ে ঘামাতে থাকে। তার ঘুম আসে না। একবার ভাবে—বাইরে যাবে। তারপরই তার স্ত্রীর মুখ ঝামটার কথা তার মনে পড়ে। হয়তো সরলা বলে বসবেন—সারাদিন তো হাত-পা পুড়িয়ে রান্না করে তোমাদের গেলাই। বাড়ির সব কাজ করি। রাতে যে শান্তিতে একটু ঘুমোবো সেটাও কি করতে দেবে না ? বাচ্চাটাকে অন্তত শান্তিতে ঘুমোতে দাও।' দেবেনের পিপাসায় বুক ফেটে যায়। পানি খেতে ইচ্ছে করে। সে তাকিয়ে দেখে সরলা আর মানু দু'জনেই বেঘোরে ঘুমোচ্ছে। পা টিপে টিপে দরজার কাছে গিয়ে দরজা খুলে বের হয় সে। বাইরের ঠাণ্ডা বাতাসে শরীর জুড়িয়ে যায়।

দেবেন উঠোনে নেমে আসে। ছোট্ট এই বাড়িটাতে এই ছোট্ট উঠোনটা যেন দম নেবার একটু সুযোগ করে দেয়। কোন কিছু পড়ার শব্দে যাতে সরলা বা বাচ্চার ঘুম না ভাঙে; তাই সে সাবধানে পা টিপে টিপে হাঁটতে থাকে। দেয়ালের পাশের নিম গাছটা বেশ বড় হয়ে ডালপালা ছড়িয়েছে। তার ফলে উঠোনটাতে রোদ আসতে পারে না। শীতের সময় সরলা বেশ কয়েকবার বলেছে ডাল-পালাগুলো কেটে ফেলতে কিন্তু দেবেন তাকে বুঝিয়েছে, এখন যেমন রোদ না পাবার জন্য কষ্ট হচ্ছে গ্রীষ্মে ঠিক তেমনি রোদ থেকে রক্ষা করবে এই ডালপালাগুলো। এখন কেন যেনো দেবেনেরও সেগুলো কেটে ফেলতে ইচ্ছে করে।

সে উঠোন থেকে খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে দূরের কয়েকটা মিটি মিটি তারার দিকে তাকিয়ে ভাবতে থাকে—যদি কবি এই তারাগুলো দেখতেন তাহলে নিশ্চয় তার নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করতেন। হয়তো বলতেন—'আকাশের মতো বিশাল সীমাহীন সমুদ্রে এই গ্রহগুলো এক-একটা বাতিঘরের মতো। ও আমার দেহতরি, তুমি ওই বাতিঘরের আলো দেখে, ঠিক পথে তোমার গন্তব্যে পৌঁছে যেও...।' না, তিনি তেমন কোন বর্ণনা দেবেন না। মোটেই না।

ভয়ঙ্কর তারকারাজি থেকে চোখ ফিরিয়ে সে পায়ে পায়ে বারান্দার দিকে ফিরে আসে। ঝুলে পড়া পায়জামা টেনে উপরে তোলে। শতছিন্ন জামাটা ঠিকঠাক মতো টেনে গা ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করে। মশা কামড়াতে থাকে। এবার দেবেন তার সস্তা দামের একটিমাত্র সখ—একটা সিগারেট বের করে আগুন ধরায়। কয়েকটা টান দিয়ে সে হঠাৎ দার্শনিক হয়ে পড়ে, ভাবে—ছাত্রজীবনটা ছিলো কতই না সুন্দর আর স্বাধীন। আস্তে আস্তে সে স্ত্রী পুত্র নিয়ে একটা মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। এটা আসলে একটা জেলখানা। এর থেকে বের হবার কোন উপায় নেই। নূর সাহেবের সাথে বন্ধুত্ব হবার পর তার একবার মনে হয়েছিলো হয়তো সে এই জেলখানা থেকে বের হতে পারবে কিন্তু পরিচয় বেশ কিছুটা ঘনিষ্ঠ হবার পর সে বুঝেছে আসলে নূর সাহেব নিজেও শৃঙ্খলিত। তার জেলখানার কিছুটা ব্যাপ্তি আছে মাত্র। ওটা একটা চিড়িয়াখানার মতো। এক খাঁচা থেকে অন্য

www.BanglaBook.org

খাঁচায় বদলি হবার সুযোগ আছে। আর সুযোগ আছে নতুন নতুন জীবজন্তুর সাথে পরিচিত হবার। তিনি একজন বিখ্যাত কবি হবার কারণে অনেক লোক তাঁর কাছে আসে এই যা কিন্তু খাঁচা ভেঙে বের হবার জো নেই তাঁর। খাঁচা—খাঁচাই। আর ফাঁদ—ফাঁদই। এর থেকে কারও রেহাই নেই।

তাহলে স্বাধীনতা কোথায় পাওয়া যাবে ? কোথায় পাওয়া যাবে মুক্ত বাতাস—যা স্বাচ্ছন্দে বুক ভরে গ্রহণ করা সম্ভব।

দেবেন ধূলি ধূসরিত আকাশের দিকে তাকিয়ে স্বাধীনতা খোঁজার চেষ্টা করে। তার মনে হয় তারাগুলো আকাশে বন্দি হয়ে আছে। নিরব-নিস্তব্ধ পরিবেশের স্থিতি একটা গরুর গাড়ির কাঠের চাকার শব্দ ভেঙে দেয়। গাড়িটা শব্দ করে বাড়ির এক পাশ থেকে অন্য পাশে চলে যায়। রাস্তায় একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে চেঁচাতে থাকে। কিছুক্ষণ পর জনতা এক্সপ্রেসের হুইটসল আর শব্দ আসামের দিকে মিলিয়ে যায়। সে এবার শেষ হয়ে যাওয়া সিগারেটটা পায়ে পিষে নিভিয়ে দিয়ে ভাবে—অন্ধকার নির্জন পথে ট্রেন কেন হুইটসল দেয় ? তবে কি এই হুইটসেলের মানে সুদূর প্রসারী অপেক্ষমান যাত্রিদের জানিয়ে দেওয়া—আমি এসে গেছি, তোমরা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হও। কিন্তু এই যাত্রার মধ্যে দিয়ে তো কেউ স্বাধীন হতে পারছে না। এটা মধ্যবর্তী স্বাধীনতার একটা তামাসা। তারপরেই তো মানুষকে আর একটা খাচাঁয় গিয়ে প্রবেশ করতে হবে।

আর বাইরে থাকা যায় না। দেবেন এবার পেছন ঘুরে ঘরের দিকে পা বাড়ায়। ঘরের ভেতরের পরিবেশ আগের মতোই রয়েছে, কোন পরিবর্তন হয়নি। গরম আর কেমন যেন শ্বাসরুদ্ধকর। কিন্তু এটাই স্বাভাবিক দেবেনের জন্য। সে বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে হাত দিয়ে চোখ ঢাকে। ঘুম আসতে শুরু করেছে। সে চোখে বিভিন্ন রং দেখে—কখনো ধূসর রং গাঢ় হয়ে কালোতে রূপ নেয়, কখনো কালো রং ফিকে হয়ে ধূসরে। রাত আস্তে আস্তে গভীরতা কাটিয়ে ভোরের দিকে এগোতে থাকে। ডাকে—

'তুমি কি আমাদের সাথে আসবে
নাকি থাকবে পিছে পড়ে ?
এসো তুমি আমাদের পথ ধরে...।

একটা টানা গোঁঙানির শব্দে সরলার ঘুম ভেঙে যায়। তিনি দু'কনুইয়ের উপর ভর করে আধশোয়া হয়ে শব্দটা কোথা থেকে আসছে বোঝার জন্য কান খাড়া করে রাখেন। বুঝতে পারেন মিসেস ভাল্লা ভোরবেলায় মন্দিরে যাচ্ছেন তাঁর বান্ধবীদের নিয়ে পূজা করতে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেবেন ভালোভাবে বুঝতে পারে তার কোন কাজই সুষ্ঠুভাবে সমাধা হবার নয় আর হচ্ছেও না। তবুও সে তার সুপ্ত কামনা পূরণ করার জন্য তার নিজের বিবেচনার বিরুদ্ধে চলতে থাকে। সে বাজার পার হয়ে পায়ে পায়ে সিদ্দিকি সাহেবের বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকে।

সিদ্দিকি সাহেব বাজারের পাশে একটা বিশাল বাড়িতে বাস করেন। বাড়িটা দিল্লির সেই নবাবের তৈরি—যিনি সিপাহী বিদ্রোহের সময় মিরপুর ছেড়ে সপরিবারে দিল্লি চলে গেছিলেন। সিদ্দিকি সাহেব তাঁর উত্তরসূরী। তাই এই বাড়িটি তাঁর ভাগে পড়েছে। প্রাসাদোপম বাড়িতে এখন কোন জৌলুস নেই। পোড়ো বাড়ির রূপ নিয়েছে। সিদ্দিকি সাহেব কিন্তু ঠিক নাওয়াবী কায়দায় একটা বেতের চেয়ার নিয়ে বারান্দায় বসে বিশ্রাম নিচ্ছেন। তাঁকে দেখলে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, তিনি নবাব নন।

দেবেন সিদ্দিকি সাহেবের বাড়ির কাছে এসে কেন যেন একটু ইতস্ততবোধ করতে লাগলো। তাঁর বাড়ির গেটের দু'ধারে বাদামওয়ালা আর কলাওয়ালা বসা। তাদের পার হয়ে সে বাগানে প্রবেশ করলো এবং কিছুটা পথ পার হবার পর সিদ্দিকি সাহেবকে বসা অবস্থায় দেখতে পেলো সে। কি আরামেই না সময় কাটাচ্ছেন তিনি!

দেবেন যখন গেট খোলা দেখে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলো তখন গেটের পাশে বসে থাকা কলাওয়ালা বললো, 'সাহেবদের সব গাড়ি-ঘোড়া, মোটর অনেক আগেই বিক্রি হয়ে গেছে। খামোখা গেট বন্ধ রেখে কি লাভ ? তাই সব সময় খোলা থাকে। আপনি সোজা ভেতরে চলে যান সাহেব।'

দেবেন বাগান পেরিয়ে সোজা বারান্দার মাঝামাঝি এসে দাঁড়াতেই সিদ্দিকি সাহেব তাঁকে দেখে ভূত দেখার মতো তাজ্জব হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাকে হাত বাড়িয়ে স্বাগত জানালেন। তিনি দেবেনকে দেখে সত্যিই খুব আশ্চর্য আর খুশি—দু'টোই হয়েছেন। একটা মসলিনের জামা গায়ে তাঁকে বেশ সম্ভ্রান্ত মনে হচ্ছিলো। তিনি হাত বাড়িয়ে বললেন—'দেবেন ভাই, আসুন। এদিকে আসুন। আমার কি কপাল! কি আনন্দ লাগছে আমার যে, আজ আপনি আমার বাড়িতে এসেছেন।'

দেবেন সিদ্দিকি সাহেবের উচ্ছ্বাস আর আনন্দে বেশ অভিভূত হয়ে তাঁর পাশে এগিয়ে যায়। বাড়িতে ঢুকে একবার তার মনে হয়েছিলো—এমন ধনী লোকের বাড়িতে আসার আগে তার সাথে যোগাযোগ করে তার অনুমতি নিয়ে আসা তার উচিত ছিলো। সে জানতো সিদ্দিকি সাহেব একটা ভিলাতে বাস করেন কিন্তু সেটা যে এতো বিশাল সেটা তার জানা ছিলো না। এমনিতে তাঁকে নিয়ে কলেজে আলাপ-আলোচনা হতো যে, সিদ্দিকি সাহেব একজন অবিবাহিত লোক। তাঁর কোন পিছুটান নেই। তাই তাঁর যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও বড় কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির চেষ্টা না করে তিনি মিরপুরের মতো ছোট শহরে তাঁর পূর্ব পুরুষের বিরাট

www.BanglaBook.org

এক বাড়িতে বাস করছেন আর এখানকার ছোট একটা কলেজে চাকরি করে সময় অতিবাহিত করছেন।

উপরে ওঠার সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে দেবেন সিদ্দিকি সাহেবের বাহুবন্ধনে আটকে থাকা অবস্থায় বলতে লাগলো, 'আমি জানতাম না, আমি চিন্তাও করতে পারিনি।'

'কি জানতেন না ? কি চিন্তা করতে পারেননি, দেবেন ভাই ?'—বলে সিদ্দিকি সাহেব তাকে উপরে নিয়ে বেতের চেয়ারে বসালেন। তারপর জোরে 'ছট্টু ছট্টু' বলে চেঁচিয়ে কাউকে ডাকতে লাগলেন।

'আমি ভাবতে পারিনি আপনি এখানে এভাবে একা জীবন-যাপন করছেন।' —বললো দেবেন।

'কি ? আপনি কি ভেবেছিলেন আমি স্ত্রী-সন্তান নিয়ে ভরা ঘরে এখানে বসবাস করছি ? নাকি ভেবেছিলেন এখানে আমি নবাব বাড়িতে নবাবের মতো বাস করছি ? যা হোক, এখন আপনি নিজের চোখেই সবকিছু দেখুন। ভালো করে চেয়ে দেখুন। এ রকম ধ্বংসাবশেষ আর কখনো দেখেছেন ?'—কথাটা বলে তিনি হাসতে হাসতে দূরে দাঁড়ানো ছোট ছেলেটিকে বললেন, 'ছট্টু, আর একটা চেয়ার বারান্দায় এনে দাও। যাও তাড়াতাড়ি কর।'

দেবেন বাড়িটার চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলো। কেমন যেনো অন্ধকার অন্ধকার ভাব। মনে হয় বাড়িতে বিজলী বাতি নেই। বিশাল এ বাড়িটাতে অনেকগুলো দরজা কিন্তু একটা মাত্র ঘরের দরজা ছাড়া সব দরজা বন্ধ। দেখে মনে হয়না গত বিশ-পঁচিশ বছরেও এগুলো খুলেছে। যে ঘরটার দরজা খোলা সেটাও বলতে গেলে বাসোপযোগী নয়। কারণ : ঘরটার পলেস্তরা খসে পড়েছে। যুগ যুগ ধরে ঘরের দেয়ালে রং করা হয়নি। আসলে মিরপুরের মতো জায়গায় এ ধরনের বাড়ি থাকবে এতে আশ্চর্য হবার কোন কারণ থাকতে পারে না। তার এই চিন্তার তার ছিঁড়লো যখন ছট্টু ভাঙা একটা বেতের চেয়ার টানতে টানতে বারান্দায় নিয়ে এলো। দেবেন চেয়ারে বসার আগে পেছন ফিরে বাগানের দিকে তাকালো। যেখানে ফুল গাছের জন্য সুন্দর করে জায়গা নির্দিষ্ট করা আছে কিন্তু কোন ফুল গাছ নেই—আছে শুধু ধুলোবালি। কয়েকটা গাছ অযত্নে থাকার পরও মোটামুটি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। দু'দিকে বাগানের জন্য জায়গা নির্দিষ্ট করে রয়েছে সুন্দর একটা পায়ে চলার রাস্তা।

সিদ্দিকি সাহেব অতিথির প্রতি তাঁর সুন্দর ব্যবহার দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করলেন—এ বাড়ির বাহ্যিক দৃশ্য যাই হোক না কেন, মানুষজনের ব্যবহার আর আতিথেয়তার কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। তিনি দেবেনের হাতে রামের গ্লাস ধরিয়ে দিয়ে কাজের ছেলেটিকে ডেকে বললেন, কাউকে পাঠিয়ে বাজার থেকে কাবাব আর পোলাও আনার জন্য। সিদ্দিকি সাহেবের ব্যবহার দেখে দেবেনের মনে

www.BanglaBook.org

পড়লো নূর সাহেবের বাড়ির কথা। ঠিক এইভাবে প্রথমদিন নূর সাহেব বাজার থেকে কাবাব আর বিরিয়ানি এনে তাকেসহ আরো অনেক অতিথিকে আপ্যায়িত করেছিলেন। এ ধরনের ব্যবহারে দেবেন অভ্যস্ত নয়।

সিদ্দিকি সাহেব দেবেনের চেহারায় তার মনের ভাব বুঝতে পারলেন। তার অপ্রস্তুতভাব দূর করার জন্য তিনি বললেন, 'কয়েকদিন আগে আমাদের রান্নাঘরের ছাদটা পড়ে গেছে। তাই আমরা এখন আর ঘরে কিছু রান্না করি না। তাছাড়া রান্না করার হাড়িকুড়ি, হাতা-চামচ সব কিছুই ভেঙে পড়া ছাদের নিচে চাপা পড়েছে। আমি ছটুকে বলেছিলাম ইট সুরকি সরিয়ে ওগুলো বার করতে। সে বললো, ওগুলো বের করে কোন লাভ নেই; কারণ ওগুলো আগে থেকেই ভাঙা ছিলো। এখন আরো ভেঙে গেছে। তাই আর ব্যবহার করার উপোযোগী নেই সেগুলো। আমি তাই বাজার থেকে খাবার আনাটা সহজ মনে করেছি। ছটু লোক পাঠিয়েছে আমার জন্য চা-নাস্তা আনবে আর আপনার জন্য আনবে কাবাব আর পোলাও।'

দেবেন তার নিজের চিন্তাটা আর লুকাতে না পেরে বলে উঠলো, 'কিন্তু ওসব তো খুব দামি খাবার।'

'কিন্তু বন্ধু আমার, আমি যে উপার্জন করি, সেটা কি আমি শুধু নিজের জন্যই ব্যবহার করবো ?'—জিজ্ঞেস করলেন সিদ্দিকি সাহেব। 'আপনার সাথে আমার আলাপ হবার আগে আর কারও সাথে তেমন যোগাযোগ ছিল না আমার। কথাটা অবশ্য পুরোপুরি ঠিক না। কারণ : ছটুর প্রতি আমার আবার একটা দায়িত্ব আছে। ছেলেটা গরিব কিন্তু তার অসাধারণ একটা গুণ আছে—সেটা আমি মনে করি আল্লার দান। দারুণ গান গাইতে পারে সে। বাজার থেকে খাবার আনার পর আমি ওকে গান গাইতে বলবো তখন শুনে দেখবেন কি তার গলা! আর গায় কি! আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবো ওকে রেডিওতে একটা চাকরি জুটিয়ে দিতে। সে যেমন আমার জন্য কাজ করছে তেমনি আমিও তার ভবিষ্যত গড়ার চেষ্টা করবো অবশ্যই।'—কথাগুলো বলতে গিয়ে তার গলা বেশ চড়ে গেলো।

দেবেন তাঁর সুরে সুর মিলিয়ে বললো, 'অবশ্যই-অবশ্যই।

'আপনি হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করতে পারলেন না, দেবেন ভাই। বিশ্বাস করুন, আপনি এসেছেন বলে আমার দারুণ ভালো লাগছে। আমার এই নির্জন স্তব্ধ ঘরটা আপনার আগমনে প্রাণ পেয়েছে। আমি খুব খুশি হয়েছি। ছটু খাবার আনার পর আমি তাকে গান গাইতে বলবো। দেখবেন সে কত ভালো গান করে। সে তার আরও কয়েকজন বন্ধুকে বাজার থেকে ডেকে আনবে। আমরা চাঁদের আলোয় বসে খাওয়া-দাওয়া করবো। এমনও হতে পারে খাওয়া শেষে দু'হাত তাসও আমরা খেলতে পারি।' দেবেন তাঁর দিকে তাকিয়ে কলেজে দেখা সিদ্দিকি সাহেবকে খোঁজার চেষ্টা করতে থাকে। আজ তিনি খুশির আতিশয্যে কত কিছু করতে চাচ্ছেন—গানের অনুষ্ঠানের আয়োজন, চাঁদের আলোতে খাওয়া-

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দাওয়ার আয়োজন এবং সর্বোপরি একজন জুয়াড়ি হতেও তাঁর কোন অসুবিধা নেই।

তারা দু'জনে বারান্দায় মুখোমুখি বসে কথাবার্তা বলতে লাগলো—দেখলে মনে হবে যেন দু'জন নবাব বসে কথা বলছেন। দেবেনের নবাবী ভাবটা আরও প্রাণ পেলো যখন ছটু তার প্লেটে আর একটা কাবাব আরও পোলাও তুলে দিলো। সিদ্দিকি সাহেব খাবার মধ্যে ইতিহাস, রাজনীতি, উর্দু সাহিত্য ইত্যাদি নিয়ে আলাপ করতে লাগলেন। তাঁর গভীর আলোচনায় বাইরের সাইকেলের আওয়াজ আর মোটর গাড়ির শব্দ পর্যন্ত দেবেনের কানে পৌঁছতে পারলো না। তাঁর কথা শুনতে শুনতে ভাবতে লাগলো—এতোদিন কেন সে সিদ্দিকি সাহেবের কাছ থেকে দূরে রইলো। আরো আগে তাঁর সাথে ঘনিষ্টতা থাকলে সে মিরপুরের অতীত সম্বন্ধে আরও আগেই অনেক কিছু জানতে পারতো। তাঁর ভেতর যে আর একজন জীবন্ত মানুষ লুকিয়ে আছে—কলেজে সিদ্দিকি সাহেবকে দেখলে কেউ বুঝতে পারবে না। কলেজের সিদ্দিকি সাহেব আর বাড়ির সিদ্দিকি সাহেব সম্পূর্ণ আলাদা।

'আমার একজন পূর্বপুরুষ সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরেজদের হাতে ধরা পড়েন। ইংরেজরা তাঁকে শাস্তি দেবার জন্য হাঁটুর উপর ভর করে গোটা চাঁদনিচক ঘুরে বেড়াতে বাধ্য করে। শাস্তি শেষ হলে তাকে এই মিরপুরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এখন আমিও তাঁরই মতো কোন অপরাধ করতে চাই যার ফলে সরকার আমাকে শাস্তি দিয়ে দিল্লি পাঠিয়ে দেয়। তাহলে আমি আমার পূর্বপুরুষের এই ভাঙা বাড়ি পাহারা দেয়া থেকে অব্যাহতি পাই।' কথাগুলো বলার সময় সিদ্দিকি সাহেব গ্লাসে তার ঠোঁট আটকিয়ে রেখে বললেন, 'আমি দিল্লি যেতে পারলে শুদ্ধ উচ্চারণে উর্দু শুনতে পারবো। মিরপুরের এই অশুদ্ধ উর্দু শুনতে হবে না।'

দেবেন প্রচুর পরিমাণে খাবার খেয়েছে। তার উপর কড়া মদও পড়েছে তার পেটে। তখন চোস্ত উর্দুর কথা উঠতে তার নূর সাহেবের কথা মনে পড়লো। সে আর সিদ্দিকি সাহেব দু'জনই নূর সাহেবের কথাটা ইচ্ছে করেই আলোচনা করা থেকে বিরত ছিলেন। কিন্তু এখন দেবেন আর কোন আলোচনার বিষয় না পেয়ে বললো—'সিদ্দিকি সাহেব, আপনি আমাকে চোস্ত উর্দু আর কবিতার কথা মনে করিয়ে দিলেন।'

সিদ্দিকি সাহেব উচ্ছ্বাসে চেঁচিয়ে বললেন—বলেন কি! আমি মনে করব কেন। মনে আমার আছেই। ছটু তো আমার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। যাও ছটু, তোমার বন্ধুদের ডেকে আনো। আজ তোমরা আমাদের গান শোনাবে। বিশেষ করে আমার বন্ধুকে শোনাবে তোমার গান। উনি একজন নামকরা সঙ্গীতজ্ঞ। তার মনে হলো, সিদ্দিকি সাহেব তাকে নিয়ে ঠাট্টা করছেন।

www.BanglaBook.org

'আমাকে টেবিল পরিষ্কার করতে হবে।'—বলে ছটু নোংরা বাসন-পেয়ালা টেবিলের উপর থেকে সরিয়ে নিয়ে টেবিল পরিষ্কার করা শুরু করলো।

'না-না। এসব এখন করতে হবে না তোমাকে। আজ রাতে এসব এভাবে থাক। তুমি বরং বাজার থেকে আনোয়ার আর মাহ্‌তাবকে ডেকে নিয়ে এসো। তাদের বলো, আজ আমার এখানে গানের আসর বসবে।'

ছটু বললো, 'আমি আগেই ওদের বলে এসেছি। কিছুক্ষণ পর ওরা এসে পড়বে।'

গানের আসরের ব্যাপারে ছটুর তেমন কোন উৎসাহ নেই দেখে সিদ্দিকি সাহেব কিছুটা আহত হলেও ছটু কিন্তু মিথ্যে বলেনি। সদর গেটে দু'তিনজনের ছায়া দেখতে পাওয়া গেলো। ছেলেগুলো রান্নাঘরের দিকে গিয়ে ছটুর সাথে কথাবার্তা, হাসাহাসি করতে লাগলো। সিদ্দিকি সাহেব বললেন, 'ছেলেটির কথা ভেবে দেখুন। বাচ্চা একটা ছেলে কিন্তু তার গুণের কোন তুলনা নেই। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খাটে—তারপরও আছে তার গানের সখ। আমি তাকে দিয়ে কাজ করাবার সময় মাঝে মাঝে ভুলে যাই যে, সে ছোট একটা ছেলে।'

দেবেন সিদ্দিকি সাহেবের দিকে সংশয়ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকালো। তার কেন যেন মনে হলো, এই সন্ধ্যাটা গানের জন্য উপযোগী নয়। সে নূর সাহেবের বাড়িতে এমনি এক সঙ্গীত সন্ধ্যা দেখেছে, যেটা পরে মারামারিতে রূপ নিয়েছিলো। তার মনে হলো, ছটুর এই গানের সাথীরা যেভাবে ব্যবহার করতে শুরু করেছে, আজকের গানের আসরও না যেন একইভাবে শেষ হয়।

জুয়া খেলার প্রতিও দেবেনের মোটেই আগ্রহ ছিলো না। সে চায় না তার পকেটের অল্প কয়েকটা টাকা জুয়া খেলায় হেরে যায়। ওদিকে ছটু মেঝেতে চাটাই বিছিয়ে তাস খেলার ব্যবস্থা করে ফেলেছে। ছেলেগুলো চাটাই-এ বসে তাস বাটতে শুরু করেছে। ছটু দেবেন আর সিদ্দিকি সাহেবের জন্য মদ আনতে গেছে। সিদ্দিকি সাহেব তাস খেলায় বেশ মনোনিবেশ করেছেন কিন্তু তিনি প্রতি চালে হারছেন। তাঁর হারা দেখে দেবেন বেশ ভয় পায়। সে খেলা থেকে বিরত থাকে। তার জায়গায় ছটু খেলতে বসে। ছটু বলে, 'সাহেব, আপনি ভয় পাবেন না। আমি এমনভাবে খেলবো যে, আপনি হারবেন তো নাই বরং জিতবেন। আমি বোর্ডের পুরো টাকা আপনার পকেটে ঢুকিয়ে তবে ছাড়বো।'—বলে সে অন্য সবার গ্লাসে কড়া রাম ঢালতে থাকে আর নিজে খেলার প্রতি মনোযোগী হয়।

খেলা পুরোদমে চলতে থাকে। আর রাতও বাড়তে থাকে। বাজারের দোকান পাট এক এক করে বন্ধ হয়ে যায়। পেঁচা ডাকতে শুরু করে। সারা শহর আস্তে আস্তে ঘুমের কোলে ঢলে পড়তে থাকে। সিদ্দিকি সাহেব দেবেনকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'মদ খেতে থাকুন। আর এক গ্লাস নিন। খেলাতে সামিল হচ্ছেন না বলে মদ পানে বিরতির কোন কারণ নেই। দেখুন, ছটু কি মারাত্মক খেলছে! তবে আমি

www.BanglaBook.org

ওকে ছাড়ছি না। ওকে টাকা ছাড়তে হবেই হবে। আমি তাকে হারতে বাধ্য করবো।'

প্রচুর পরিমাণে খাওয়া-দাওয়ার সাথে বেশ কয়েক গ্লাস কড়া মদ পেটে পড়ায় দেবেন নিজেকে আর দু'পায়ে সোজা দাঁড় করিয়ে রাখতে পারছিলোনা। রাতও অনেক হয়ে যাওয়ায় সে বাড়ি ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লো। সিদ্দিকি সাহেব তাকে এগিয়ে দেবার জন্য সদর গেট পর্যন্ত তার সাথে আসলেন। মনে হলো তারও কিছুটা নেশা হয়েছে। দেবেন তার আসল কথাটা বলা শুরু করার জন্য এবার বললো, সিদ্দিকি সাহেব, নূর-নূর—'

সিদ্দিকি সাহেব কপাল থেকে তাঁর অবাধ্য সাদা চুলগুলো সরাতে সরাতে বললেন—'কাজটা কি শেষ হয়ে গেছে? আমি কি শুনতে পারি কেমন হয়েছে?'

'নাহ্'—বলে দেবেন গেটের রড দু'হাতে চেপে ধরলো। তার মনে হলো লোহার মরচের সবটুকু তার হাতে এসে গেছে। সে বললো, 'আমি বুঝতে পারছি না সিদ্দিকি সাহেব, কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'আমি টেপের কথা বলছি দেবেন। টেপের কথা।' দেবেনের দু'টো হাঁটু এবার গেটের রডে গিয়ে আটকালো। সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না। সেই সাথে তার গলাও কান্নায় বন্ধ হয়ে আসতে লাগলো। সে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললো, 'না-না-না, কোন টেপ করা সম্ভব হয়নি।'

'কিন্তু।'—বলে সিদ্দিকি সাহেব তার কলারের কাছের জামা ধরে তাকে তুলে দাঁড় করিয়ে বললেন, 'কিন্তু টাকা তো দেওয়া হয়েছে। টেপ রেকর্ডারও কেনা হয়েছে। আপনি দিল্লিতে গেছিলেন এই কাজের জন্য। তারপরও কাজটা হলো না কেন? টেপ কোথায়?'

দেবেন কাঁপা গলায় বললো—'কোন টেপ নেই।' নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে লাগলো সে। সিদ্দিকি সাহেবের কাঁধে হাত দিয়ে সোজা উঠে দাঁড়িয়ে সে বললো, 'আমি রেকর্ডিংয়ের কাজ শুরু করতে পারিনি। নূর সাহেব মানে তাঁর স্ত্রী, তাঁর পরিবার আমার কাছে টাকা দাবি করেছেন। তাঁরা আগে টাকা চান।' 'আগে' কথাটা বলার সাথে তার মুখ থেকে থুথু ছিটকে পড়লো।

তার কথা শোনার সাথে সাথে সিদ্দিকি সাহেব দেবেনের কাছ থেকে সরে গিয়ে গেট পোস্টের কাছে দাঁড়িয়ে বললেন—'তাই নাকি?'

তাঁর এই নির্লিপ্ত ব্যবহারে দেবেন ভয় পেলো। সে তাঁর পাশে গিয়ে তাঁর দামী মসলিনের শার্ট টেনে ধরলো; বললো—'আমি আর পারছি না সিদ্দিকি সাহেব। এখন মনে হচ্ছে এসব বাদ দেওয়া ছাড়া আমার আর কোন উপায় নেই। কাজটা করা কোন মতে সম্ভব নয়। নূর? আপনি জানেন নূর ...।'

'শুনুন।' সিদ্দিকি সাহেব সোজাসুজি বললেন—'কাজটা করতেই হবে। কারণ আমার অনুরোধে টেপ রেকর্ডার কেনার টাকা জোগাড় করা হয়েছে। আপনি টেপ

www.BanglaBook.org

রেকর্ডারটা কিনেছেনও। এখন এটা যে কাজের জন্য কেনা হয়েছে সেই কাজটা যদি করা না হয় তাহলে আমি কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে মুখ দেখাতে পারবো না। আর সেটাও হবে আপনার ব্যর্থতার জন্য। টেপটা এখন কলেজের সম্পত্তি। যার জন্য কলেজ অগ্রিম টাকা দিয়েছে। কাজটা যেভাবেই হোক আপনাকে করতেই হবে। টেপটা কলেজকে দিতেই হবে।' তিনি দেবেনের দিকে কড়া দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

দেবেন দু'হাতে নিজের ঘাড় চেপে ধরে মাথা নিচু করে রইলো। তার মনে হলো সে মাটির সাথে মিশে যাবে। সে ফিস ফিস করে বলতে লাগলো, 'আমি পারবোনা। কোন মতেই পারবো না। টাকা কোথায় পাবো আমি। আর টাকা না দিতে পারলে নূর সাহেবের স্ত্রী আমাকে তাঁর বাড়িতে ঢুকতে দেবেন না। আপনি তাঁকে চেনেন না। ও বাড়ির কাউকেই আপনি চিনেন না। কাউকে না। তারা কেমন ধরনের মানুষ সেটা আমি জানি।'

'আমি যেমন সেসব জানিনা, কলেজ কর্তৃপক্ষও ওসব জানে না। কাজটার কথা যেহেতু আপনি বলেছেন, তাই সব সমস্যার সমাধান আপনাকেই করতে হবে।'—জোর দিয়ে বললেন সিদ্দিকি সাহেব। 'কাজটা আপনার। কিভাবে করবেন সে চিন্তাও আপনার। কিন্তু টেপের কাজটা অবশ্যই হতে হবে। সেটা কলেজ কর্তৃপক্ষের হাতে অবশ্যই বুঝিয়ে দিতে হবে।' সিদ্দিকি সাহেবের কথা শুনে মনে হলো যেন কোন উকিল কথা বলছেন।

দেবেন এবার কাঁদতে লাগলো। সে মুখে হাত দিতেই চোখের পানি লাগলো তার আঙুলে; বললো—'কি ভাবে ? সিদ্দিকি সাহেব কিভাবে কাজটা করবো আমি ?' কথা বলার সময় সে সিদ্দিকি সাহেবের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো।

সিদ্দিকি সাহেব ছোট-খাটো মানুষ হলেও দেবেন তার সামনে হাঁটুর উপর বসে থাকায় তিনি তার দিকে নিচু হয়ে বললেন, 'সোজা হয়ে দাঁড়ান দেবেন ভাই। কাজটা করার জন্য যদি আরও টাকার দরকার হয় তাহলে আমাদের আবার চেষ্টা করতে হবে যাতে কলেজ কর্তৃপক্ষ সেটা ব্যবস্থা করতে পারে।'

'পারবেন সিদ্দিকি সাহেব? আপনি কি টাকার ব্যবস্থা করতে পারবেন ? করবেন ব্যবস্থা ?'—কথাটা সে ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করলো। কথাগুলো বলার সময় তার চোখে ভেসে উঠলো পুরাতন দিল্লি নূর সাহেবের বাড়ি। দেখতে পেলো—সে নূর সাহেবের সাক্ষাৎকার নিচ্ছে।

'আপনি যখন ব্যবস্থা করতে পারছেন না তখন আমাকে অবশ্যই চেষ্টা করে দেখতে হবে।'—বলে সিদ্দিকি সাহেব বাড়ির দিকে ফিরে তাকালেন। সেখানে ছটু তার বন্ধুদের সাথে কি নিয়ে যেন হাসাহাসি করছিলো। তাঁর মুখেও হাসির ঝিলিক খেলে গেলো; তিনি বললেন—'অনেক রাত হয়েছে। এখন আপনার বাড়ি যাওয়া

www.BanglaBook.org

উচিত। আপনি চলে যান। ব্যাপারটা আমার উপর ছেড়ে দিন।'—বলে তিনি তার ফেলে আসা আসরের দিকে ফিরে গেলেন।

এরপর কিভাবে কি হলো। সমস্ত ব্যবস্থা কি করে করা হলো—দেবেন কিছুই জানে না। সে শুধু জানে—মুরাদ শুধুমাত্র পরিকল্পনাটার আভাস দিয়েছিলো কিন্তু বাস্তবে পর্যবসিত করার জন্য এ পর্যন্ত যিনি আসল কাজটি করে আসছেন তিনি আর কেউ নন—সিদ্দিকি সাহেব এবং একমাত্র সিদ্দিকি সাহেব। কিন্তু কাজটা তিনি করলেন কিভাবে?

মদের সাথে ছটু কি দিয়েছিলো কে জানে? দেবেনকে বাড়ি ফিরে বেশ কয়েকবার পায়খানায় যেতে হয়েছে। পেট ব্যথা করে পায়খানা হয়েছে তার।

সকালবেলা সরলা তাকে লতা-পাতা দিয়ে তৈরি পাচন খেতে দিয়ে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারে কাছে গেল ওষুধ আনতে—সে সেই পাচনে চুমুক দিয়ে টের পেলো আসলে খাওয়া বা পান করার থেকে তার এই অবস্থার সৃষ্টি হয়নি। এর আসল কারণ আর কিছুই নয়—তার নিজের ঘাবড়ে যাওয়া। সে কাল সিদ্দিকি সাহেবের সাথে কথা বলতে গিয়ে আসলেই বেশ ঘাবড়ে গেছিলো। কয়েক চুমুক পাচন খাবার পর পকেট থেকে সে সিগারেট বের করে ধরালো। ঠিক তখনই তার ছেলে তার হাতে একটা টেলিগ্রামের খাম ধরিয়ে দিলো। সে কাঁপা হাতে সেটা খুলে দেখলো, লেখা আছে—

> 'কবে নাগাদ রেকর্ড শুরু করবেন তাড়াতাড়ি জানান। আওয়াজ তার পরবর্তী সংখ্যায় ছাপার কাজ আপনার সাক্ষাৎকারের জন্য বন্ধ রেখেছে। কাজটি দেরি হবার কারণ কি?'

দেবেন টেলিগ্রামটা পড়া শেষ করে দুমড়ে-মুচড়ে দূরে ফেলে দিলো।

কলেজ ক্যান্টিনের বাইরে দাঁড়িয়ে পকেটে হাত দিয়ে খুচরা পয়সা খুঁজছিল দেবেন; ঠিক তখন সিদ্দিকি সাহেব তাকে হাতের ইশারা করে ডাকলেন। সে যতদূর সম্ভব নিজেকে সংযত রাখবার চেষ্টা করে সিদ্দিকি সাহেবের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। তিনি একটু মুচকি হেসে বললেন, 'কাজটা হয়ে গেছে। দেবেন ভাই, আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম—আপনি আসলেই খুব ভাগ্যবান। সহজেই আপনার কাজগুলো হয়ে যায়। কিন্তু আমার নিজের কোন কাজ করতে গেলে দারুণ ঝামেলার মধ্য দিয়ে এগুতে হয় আমাকে।'

সব কিছু জানার পরও দেবেন না জানার ভান করে বললো, 'কি কাজ হয়েছে, সিদ্দিকি সাহেব?' সে আসলে তার নিজের ভাগ্যের উপর মোটেই

www.BanglaBook.org

আস্থাশীল নয়। সরলা রোজ সকাল-বিকেল লক্ষ্মীমূর্তির কাছে ফুল-চন্দন আর ধুপ দিয়ে পূজা করে। সেও মাঝে-মধ্যে দু'একবার যে পূজা করেনি তা-না। কিন্তু তার পরিবর্তে লক্ষ্মী কোনদিন তাদের দিকে আড় চোখে পর্যন্ত তাকায়নি।

'আমি কিসের কথা বলছি আপনি বুঝতে পারেননি ? আরে ভাই, এবারও রেজিস্ট্রার সাহেব আপনাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এসেছেন। গতকাল সারাটা বিকেল আমি তাঁর অফিসে কাটিয়েছি। আপনি আমার অফিসে আসুন। দু'জনে কফি খেতে খেতে ব্যাপারটা আলোচনা করা যাবেক্ষণ।'

সিদ্দিকি সাহেব কাজটা বেশ সুচারুভাবে সমাধা করেছেন। তিনি রায় সাহেবের অফিসে গিয়ে তাঁকে তাঁর কলেজ জীবনের বিভিন্ন ঘটনার কথা মনে করিয়ে দেন—বিশেষ করে ক্রিকেট আর টেনিসে তাঁর জেতা সব ট্রফির কথা বলার ফলে রায় সাহেবের মনটা বেশ উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। তখনই তিনি কায়দা করে বলেন, 'দেবেন সাহেবের প্রকল্পের জন্য টেপ বাবদ যে টাকা ধার্য করা হয়েছিলো সেটা পর্যাপ্ত নয়। সম্ভব হলে আরও কিছু টাকার ব্যবস্থা করা হলে কাজটা সমাধা করা সহজ হতো।' রায় সাহেব আর কোন দ্বিরুক্তি না করে প্রিন্সিপ্যাল সাহেবকে একটা অনুরোধপত্র লিখে সেটা সহৃদয় বিবেচনার জন্য অনুরোধ করেছেন। কাজ হবে সন্দেহ নেই।

'আপনি আর কি চান ?'—বলে সিদ্দিকি সাহেব খুশিতে চেঁচিয়ে উঠলেন।

সিদ্দিকি সাহেবের কথা শোনার পর দেবেন চুপ করে চিন্তা করতে থাকে। সে ভাবে—কেন কেউ তাকে সাহায্য করবে ? কেউ তো তাকে সাহায্য করতে বাধ্য নয়। সে নিজে তেমন কোন লোক নয়, যার সবার কাছে সাহায্য পাওয়া উচিত। আসলেই কি এটা সাহায্য ? নাকি কঠিন কোন কাজের জন্য তাকে শক্ত কোন ফাঁদে আটকানোর ব্যবস্থা! এই ফাঁদের হোতারা কি মুরাদ, সিদ্দিকি সাহেব, নূর সাহেব আর তাঁর স্ত্রীরা ? সে শুধু এটুকুই বোঝে যে, সে নূর সাহেবের কাছে নিজের স্বার্থ হাসিলের জন্য গেছিলো। এখন নূর সাহেবই তাকে দিয়ে নিজের কাজ হাসিলের চেষ্টা করছেন।

সিদ্দিকি সাহেব দেবেনের চিন্তাক্লিষ্ট মুখ দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি কথাটা শুনে খুশি হননি ? আপনার চেহারা দেখে তো সে রকম মনে হচ্ছে না। খুব সহজেই আপনার টাকার ব্যবস্থা হয়েছে, এজন্য আপনার খুশি হওয়া উচিত। আসলে টাকাটা লালা ভগওয়ান দাস কলেজ লাইব্রেরির জন্য ডোনেট করেছিলেন আর টেপ রেকর্ডারটা অবশেষে লাইব্রেরির সম্পত্তি হবে, তাই টাকার যোগানটা সহজ হয়েছে। লাইব্রেরিয়ান একটু বাধা দিয়েছিলেন এই বলে যে, টেপ রেকর্ডারটা দিয়ে শুধু উর্দু বিভাগের উপকার হবে, অন্য সব বিভাগ বঞ্চিত হবে। কিন্তু তার যুক্তি তেমন টেকেনি; কারণ লাইব্রেরিতে বিজ্ঞান বিভাগের বইয়ের আধিক্য রয়েছে। সেসব বই কোনদিনই সাহিত্যের ছাত্র-ছাত্রীদের কাজে

www.BanglaBook.org

আসবেনা। কিন্তু সাহিত্য কোনো না কোন সময় সবার কাজে আসবে। তাছাড়া টেপ রেকর্ডার ব্যবহার করে পড়ানো সহজতর হতে পারে আর সেটা অদূর ভবিষ্যতে কার্যকর হতেও পারে। মোট কথা প্রিন্সিপ্যাল সাহেব রেজিস্ট্রার সাহেবের কথায় পুরোপুরি একমত হয়ে টাকা অনুমোদন করেছেন। এখন যখন ইচ্ছে রেজিস্ট্রারের অফিস থেকে টাকাটা সংগ্রহ করে দিল্লি চলে যেতে পারেন দেবেন ভাই।'—কথাগুলো একটানা বলে গেলেন সিদ্দিকি সাহেব।

দেবেনের চলার পথ এখন মোটামুটি পরিষ্কার হলেও সে জানে, এখনও কিছু অসুবিধে রয়ে গেছে। তার একটা হচ্ছে—হিন্দি বিভাগের প্রধান ত্রিবেদী সাহেবকে ছুটির জন্য রাজি করানো। ভদ্রলোক নিজে একজন অবিশ্বাসী আর নোংরা স্বভাবের। সবাইকে তাঁর নিজের মতোই মনে করেন। সে কলেজে ঢোকার অনেক আগে থেকেই তিনি চাকরি করছেন এখানে। কাজটা করতে এক সপ্তাহ ছুটির দরকার কিন্তু দেবেন জানে ও সেটা সহজে পাবে না। তারপরও সে ছুটির দরখাস্ত নিয়ে ত্রিবেদী সাহেবের সাথে কথা বলতে গেলে তিনি প্রথমেই বলে বসলেন, 'এক সপ্তাহের ছুটি ? কয়েকদিন পরই তো গ্রীষ্মের ছুটি হতে যাচ্ছে দু'মাসের জন্য। সেটা কি আপনার জন্য যথেষ্ট নয়। আপনার কি এমন কাজ থাকতে পারে যে অল্প কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতে পারবেন না ?'

দেবেন ত্রিবেদীর অগ্নিমূর্তির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায়। তাঁর উল্টোদিকের চেয়ারে বসে থাকে সে। বিন্দুমাত্র নড়চড় না করে তাঁর দিকে তাকিয়ে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করে যে, তাঁর এই রুদ্ররোষ দেখে তাঁর ছাত্ররা ভয় পেতে পারে কিন্তু সে সেটা তোয়াক্কা করে না; কারণ সে তার ছাত্র নয়।

ত্রিবেদী সাহেব দেবেনের দরখাস্ত পড়ে এবার আর সহ্য করতে না পেরে বলে, 'এ-হে! আপনি একজন উর্দু লেখকের কবিতা আর জীবনী টেপ করার জন্য এতো উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠছেন! এসব আলতু-ফালতু কাজ কি আপনি গ্রীষ্মের ছুটি পর্যন্ত বন্ধ রাখতে পারেন না ?'

দেবেন বলে, 'এ কাজটার সাথে আরো অনেক লোক এবং বিষয় আটকে রয়েছে। তার সাক্ষাৎকারের জন্য একটা পত্রিকা আটকে আছে। কবি নিজে একজন বৃদ্ধ লোক। তাই কাজটা গ্রীষ্মের আগে সেরে ফেলতে চান। কারণ গ্রীষ্মে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর এক স্ত্রী টাকাটা তাড়াতাড়ি চান সংসার চালানোর জন্য এবং অন্য স্ত্রী যিনি এখন অসুস্থ আছেন, তিনি দ্রুত সেরে উঠছেন। তিনি পুরোপুরি সেরে ওঠার আগেই কাজটা সেরে ফেলতে হবে। তা-না হলে তিনি সুস্থ হয়ে কাজটা করতে দেবেন না। বাধা সৃষ্টি করবেন।

www.BanglaBook.org

ত্রিবেদী সাহেব উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'কি সব যা-তা অজুহাত দেওয়া শুরু করেছেন আপনি! আপনারা এ কলেজের সবাই কি পাগল হয়ে গেছেন ? কোন পাগল কুকুর কি এ কলেজের সব ছাত্র-শিক্ষক আর কর্মচারিকে কামড়ে জলাতঙ্ক রোগাগ্রস্ত করে ফেলেছে ? আপনারা সবাই পাগল। দয়া করে আপনি এখান থেকে চলে যান।'

'আমি এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে যাচ্ছি স্যার। মাত্র এক সপ্তাহের ছুটি। কথাটা আপনি মনে রাখবেন।'—বলে উঠে দাঁড়ায় দেবেন।

'এক সপ্তাহ কেন, আপনার মতো লোকের চেহারা এক বছর না দেখতে পারলে আমি আরো বেশি খুশি হবো। আমি আপনার ডিমোশনের ব্যবস্থা করবো। চেষ্টা করবো আপনার প্রিয় উর্দু বিভাগে আপনাকে বদলি করতে। আমি মুসলমানের পা-চাটা লোক দিয়ে আমার ডিপার্টমেন্টের ছেলেদের মাথা খারাপ করতে দিতে পারি না। আমি অধ্যক্ষের কাছে আপনার নামে অভিযোগ করবো। আর. এস. এস-কে জানাবো যে, আপনি একজন দেশদ্রোহী।'

'আপনার যা ইচ্ছে করতে পারেন স্যার। তবে আমাকে আমার কাজ থেকে কোন মতে বিরত রাখতে পারবেন না।'—বলে দেবেন ত্রিবেদীর অফিস ত্যাগ করলো।

দেবেন জানে, সরলাকে রাজি করানো কোন কঠিন ব্যাপার নয়। কারণ সরলা কোন দিন তার সাথে জোরে কথা বলেননি। তাঁর এই ব্যবহারের পেছনে হিন্দু নারীদের একটা প্রভাব আছে। তিনি বিরক্ত হবেন ঠিকই কিন্তু তার কাছে না। একাকী নিজের জায়গায় মানে রান্নাঘরে। সেখানে তিনি গজগজ করে বিরক্তি প্রকাশ করতে পারেন।

দেবেন তার কাজের কথাটা পরের দিন সকালে চা-নাস্তা খাবার সময় সরলাকে বললো। তাদের আগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সরলার সাথে তার শ্বশুরবাড়ি যাবার কথা ছিলো গ্রীষ্মের ছুটিতে কিন্তু ছুটির এক সপ্তাহ আগে যেহেতু তাকে বিশেষ কাজে দিল্লি যেতে হবে, তাই সে তার সাথে যেতে পারবে না। সে সরলাকে আরও বললো—সে যেন তার বাচ্চাকে নিয়ে এক সপ্তাহ আগেই তাঁর বাবার বাড়ি যায়। তাহলে সে তাকে গাড়িতে উঠিয়ে দিতে পারবে।

সরলা দেবেনের কথা শোনার পর অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারলো না। সে হাঁ করে দইয়ের পাত্র হাতে তার পাশে দাঁড়িয়ে রইলো। তার হাত একদিকে বেঁকে যাওয়ায় পাত্র থেকে ফোঁটা ফোঁটা দই টেবিলে পড়তে লাগলো।

'তোমার হাত থেকে দইয়ের পাত্রটা নামিয়ে রাখ।'—বললো দেবেন। 'দেখ কি অবস্থা করেছো টেবিলটার।'

www.BanglaBook.org

'এবার আমাকে বলে দাও, তোমার এই ব্যাপারটা আমি কবে আমার বাবা-মাকে বলবো ? তাঁরা তো জানেন যে, তুমি আমার সাথে যাচ্ছো। তাই ওঁদের কথাটা বুঝিয়ে বলতে হবে তো, তাই না ?'—জিজ্ঞেস করলেন সরলা।

'আমি তোমাকে যা যা বলেছি সেগুলোই তুমি তাঁদের বলবে। এটাই আসল ঘটনা। তাই আগে থেকে তেমন বুঝিয়ে বলার কোন দরকার হবে না।'—বললো দেবেন।

সরলা বললো—'তাঁরা জিজ্ঞেস করতে পারেন তুমি কোথায় আছো, কোন কাজে ব্যস্ত আছো।'

'আমি কিভাবে তাঁদের আমার কাজ সম্বন্ধে বোঝাবো বুঝতে পারছি না। তাঁরা অশিক্ষিত। আমার কাজ তাঁরা কিভাবে বুঝবেন ?'—বললো দেবেন। এখন তার এসব আলতু-ফালতু কথা ভেবে নষ্ট করার মতো সময় হাতে নেই। কাজটা শুরু করার আগে অনেক কিছু গোছগাছ করতে হবে তাকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নয়

কাজ শুরু করার আগে নানা ধরনের ঘটনা ঘটে যেতে শুরু করল। দেবেন সে সব ঘটনার মধ্যে পড়ে নাগরদোলায় দুলতে লাগলো। মাঝে মাঝে দিক হারিয়ে ফেলার যোগাড় হলো তার।

দিল্লিতে মুরাদের সাথে দেখা হতে কে তাকে বললো, 'শেষ পর্যন্ত সব ব্যবস্থা হয়ে গেলো। সব কিছু এখন ঠিকঠাক, কি বল ?'

তার কথার উত্তরে দেবেন দাঁতে দাঁত চেপে বললো—'না, আমি কোন কিছুই করিনি। এসব আমার সাধ্যের বাইরের কাজ।'

'তোমার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে তুমি জোড়া ছেলের বাবা হয়েছো অথবা তোমার পচা কবিতার বইটা প্রকাশিত হয়েছে।'—কথাটা বলে মুরাদ দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে।

দেবেন বলে, 'মুরাদ, তোমার কি কিছু হয়েছে ? এমন করে কথা বলছো কেন ? এই ঘরটা বেশ বড় আর খোলামেলা, কি বলো ? এটা নূর সাহেবের স্ত্রী আমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছেন।'

ভদ্রমহিলা কিছুক্ষণ আগে তাঁর বাড়ির দরজার পেছনে দেবেনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। দেবেন ঠেলা দিয়ে দরজা খুললে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'টাকা এনেছো ?' দেবেন তাঁর হাতে টাকাভরা খামটা ধরিয়ে দিয়ে বলে—'গুনে নিন। পুরো টাকা আছে ওটাতে।' তিনি গোনার তোয়াক্কা না করে খামটা ব্লাউজের ভেতর ঢুকিয়ে ফেলেন। তারপর আগুন দেখিয়ে বলেন, 'ওদিকের ওই গোলাপী বাড়িটাতে যাও। ওখানে দোতলায় একজন মহিলা তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন। সেখানে আমি সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। ওই মহিলা আমার পুরানো বন্ধু। সেখানে একটা শান্ত নির্জন ঘরে বসে তোমারা তোমাদের কাজ করতে পারবে। ওখানে গিয়ে তোমরা অপেক্ষা কর। আমি নূর সাহেবকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

নূর সাহেবের স্ত্রীর কাছ থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর দেখানো এই বাড়িটাতে তারা এসেছে। বাড়িটা আসলেই বেশ নির্জন আর শান্ত। কাজ করার উপযোগী।

www.BanglaBook.org

দেবেন বাইরে অপেক্ষারত চিকুকে ডেকে নিয়ে সব কিছু ব্যবস্থা করে রাখতে বললো। যাতে কবি এসে পড়লেই কাজ শুরু করা সম্ভব হয়। বাড়িটার জৌলুস আর ঝকঝকে তকতকে ভাব দেখে দেবেন ভাবে—এটা বোধহয় আগে হোটেল ছিলো। একবার তার মনে হয় হয়তো এই ঘরটার জন্য ভাড়া চেয়ে বসতে পারেন নূর সাহেবের স্ত্রী। সে একটু ঘাবড়ে যায়।

সে চিকুকে সাবধান করে দিয়ে বলে, 'সবকিছু ঠিকমতো চলতে হবে। আমাদের হাতে কিন্তু সময় মাত্র তিন দিন। একটুকুও সময় নষ্ট করা যাবে না।'

ফরাস বিছানো মেঝেতে বসতে বসতে মুরাদ জিজ্ঞেস করলো, 'আসলে কত দিন লাগতে পারে কাজটা শেষ হতে?'

দেবেন তার কথার জবাব দেবার প্রয়োজনীয়তাবোধ করে না। তবুও বলে, 'এসব কাজ ঘড়ি দেখে সময় বেঁধে করা সম্ভব নয়।'

মুরাদ বলে—'শহরের এসব জায়গায় বাড়ি-ঘরগুলো নিরাপদ নয়। তাই বার বার এখানে আসা ঠিক হবে না।'

'তোমার বাড়ির এলাকা তা হলে নিরাপদ। আমরা তাহলে সেখানে যাই না কেন?'—বললো দেবেন।

'এটা কি তাহলে তোমার কোয়ার্টার?'—বলে মুরাদ।

'না, আমার না। নূর সাহেবের। আমরা শুধু কাজ করার জন্য এটা কয়েকদিন ব্যবহার করবো।'

এবার মুরাদ বলে—'এখন তুমি আসল কথাটা বলেছো। আমি আসলে এখানে এসেছি তুমি কাজটা কিভাবে করছো, সেটা দেখতে। সেই সাথে একটা ধারণা নিতে—কাজটা কবে নাগাদ শেষ হতে পারে।'

'মুরাদ ভাই, তুমি সময়ের কথা কেন বলছো বুঝতে পারছি না। কবি কি ঘড়ি ধরে কবিতা লিখতে পারে? কবিতা হচ্ছে আবেগের ব্যাপার। কবিরা তাঁদের কবিতার মধ্য দিয়ে জাতির কাছে চিরকাল বেঁচে থাকেন। কাজেই তার কিছুই কবির আবেগের উপর নির্ভরশীল।'

'দেবেন ভাই, তুমি কি সাত সকালে মদ খেয়েছো নাকি? কি সব আজে-বাজে কথা বলে যাচ্ছো। কার সাথেই বা বলছো বুঝতে পারছো?'

মুরাদ বুঝতে পারে দেবেন যদি অপ্রাসঙ্গিক কোন কথা বলেও থাকে তবে সেটা মদের ঘোরেই যে বলতে হবে তা-না। তার আসল নেশা এখন কবি নূর।

নূর সাহেব কোল বালিশে ঠেস দিয়ে আসন করার ভঙ্গিতে ফরাসের উপর বসে প্রথম যে কথাটা দিয়ে শুরু করলেন সেটা খাওয়া আর পান করা নিয়ে। দেবেন

www.BanglaBook.org

চিকুকে টেপ চালিয়ে রেকর্ডিং করার ইঙ্গিত দিলো। নূর সাহেবের নিজের গলায় তাঁর কথা টেপে উঠতে লাগলো। তাঁর এই কথা আর কখনো মুছে যাবে না।

কবি ঘরে ঢুকেই প্রথমে বললেন, 'দেবেন সাহেব, বাজার থেকে বিরিয়ানি আনার জন্য লোক পাঠান। আমি দুপুরে বিরিয়ানি খাবো। জামা মসজিদ বাজারে একজন পেশোয়ারি লোক আছে যে আমার পছন্দের খাসির বিরিয়ানি তৈরি করে। এই বিরিয়ানিতে সে আসল জাফরান দেয় তাতে সুন্দর রংও হয় আর গন্ধও ছড়ায়। বিরিয়ানির জন্য সে যে চালটা ব্যবহার করে সেটা দেরাদুনের বাসমতি। ১৯৪৭-এর দেশ বিভাগের পর সে পেশোয়ার থেকে দিল্লি চলে এসেছে শুধু এই চালের জন্য। সেখানে দেরাদুনের চাল না পাওয়ায় তার বিরিয়ানি রাঁধতে কষ্ট হতো। লোকটা আমার ভালো পরিচিত। কাউকে পাঠিয়ে আমার নাম বললে সে ঠিকানা মতো খাবার পাঠিয়ে দেবে। আমার বাড়ি সে চেনে।'

কবি তাঁর অতীত স্মৃতি রোমন্থন করে বললেন—'আমি আমার যৌবনে প্রায়শই লোক পাঠিয়ে এই বিরিয়ানি আনাতাম। রাতের শেষে ভোরে নকিবের আযান শোনার আগে আমি বাড়ির বারান্দায় বেরিয়ে গলা ছেড়ে হাঁক দিতাম—'বিবিজি কাউকে পাঠিয়ে বিরিয়ানি আনার ব্যবস্থা করুন। এ সময় নকিব আর আমার মধ্যে প্রতিযোগিতা হতো। তিনি প্রথম মোমিনকে আল্লার ঘরে ডাকতে পারেন, না আমি বিরিয়ানির জন্য বিবিজিকে ডাকতে পারি। সকালে যখন সবাই ঘুম থেকে উঠে বিছানা গোছাতে ব্যস্ত তখন আমি মনের সুখে পরম তৃপ্তিতে বিরিয়ানি খেতাম। আর আল্লাহ্‌কে অন্তর দিয়ে স্মরণ করতাম। আমার এই স্মরণ করাটা নকিবের চেয়ে অনেকগুণ বেশি শক্তিশালী ছিলো।'

দেবেন চিকুকে ইশারা করে টেপ চালু করতে বলে। সে বুঝতে পারে কবি এবার যে কথাটা বলবেন সেটা তারই লেখা একটা কবিতা থেকে। বিষয়টি মদের উপর। কবিতার ছত্রটি এ রকম—'সুন্দর মদ অনেক সময় সরবরাহকারির জন্য অসুন্দর আর বিবর্ণ হয়ে যায়।'

নূর সাহেব কিন্তু আরও একধাপ এগিয়ে বলা শুরু করলেন, 'লোকে বলে হুইস্কি নাকি বিরিয়ানির সাথে সবচে' ভালো খাপ খায়। রফিক আমার মতো বিরিয়ানি খাবার সময় হুইস্কি খেতে পছন্দ করতো কিন্তু আমার ধারণা রামও বিরিয়ানির সাথে কোনভাবেই খারাপ নয়। দেবেন ভাই, আপনার বিরিয়ানি খেয়ে সেটা হজম করার জন্য অবশ্যই এক বোতল রাম খেতে হবে আমাকে। বিশেষ করে খান সাহেবের বিখ্যাত বিরিয়ানি, আপনি কি বলেন?' তাঁর কথা শেষ হবার পর তিনি তাঁর সাথে আসা যুবকটির দিকে তাকান। দেবেন সেই তাকানোর অর্থ বুঝতে পারে।

রাম আর বিরিয়ানি নিয়ে যখন কথাবার্তা চলতে থাকে তখন দেবেন চিন্তিত হয়ে পড়ে—এসব খাবার আর পানীয় আনার জন্য টাকা দেবে কে? ঘরের সবাই তার দিকে হাসি-হাসি মুখ নিয়ে তাকিয়ে থাকে।

www.BanglaBook.org

তার পকেটে এতো টাকা নেই যা দিয়ে সে এসব খাদ্য আর পানীয়ের ব্যবস্থা করতে পারে। ঠিক তখনই তার মুরাদের কথা মনে পড়ে। সে মুরাদকে টেলিফোনে বলে, 'মুরাদ, কলেজ থেকে যে টাকাটা দেওয়া হয়েছিলো তার সবটা আমি নূর সাহেবের স্ত্রীকে দিয়ে দিয়েছি। এখন আমার কাছে কোন টাকা নেই। নূর সাহেবকে আপ্যায়ন করাটা জরুরী হয়ে পড়েছে। তুমি কি আমাকে কিছু টাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারো?'

টেলিফোনের অন্য প্রান্তে মুরাদ এমন একটা শব্দ করলো যেটা শুনে সে রাগ করলো না মজা করলো বোঝার উপায় নেই।

টেলিফোনে কথা বলার সময় সে বেশ চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লো। সে একটা ফার্মেসি থেকে ফোন করছে। ফোন করার আগে সে দোকানদারকে বলেছে, সে একজন রোগির সাথে কথা বলবে এবং সেই রোগির জন্য একটা দামি ওষুধ কিনবে সেখান থেকে। কিন্তু তার কথার সাথে রোগির সাথে কথা বলার কোন মিল যেহেতু নেই, তাই তাকে আস্তে কথা বলতে হচ্ছে। আর দোকানদারও কান খাড়া করে সেটা শোনার চেষ্টা করছে। দেবেন মুরাদকে বলে—এই বিপদ থেকে তাকে উদ্ধার করা তার অবশ্যই কর্তব্য; কারণ এই কাজটি তার পত্রিকার স্বার্থেই করা হচ্ছে। তার এই কাজের জন্য নিশ্চয় টাকারও ব্যবস্থা করা আছে।

মুরাদ ফোনে কোন কিছু না বলে নূর সাহেবের বাড়িতে চলে এলো। তাকে দেখে দেবেন জিজ্ঞেস করলো—'এনেছো?' সে ঘাড় নেড়ে জানালো—এনেছে। বললো—'টাকা এনেছি ঠিকই কিন্তু এ টাকা তোমার পাওনা থেকে কাটা যাবে।'

কবি বৃদ্ধ বয়সে তৈলাক্ত খাবার আর কড়া পানীয় পান করার পর আর স্বাভাবিক হয়ে বসতে পারবেন না, সেটা সবাই বেশ বুঝতে পারে। দেবেন আর চিকু সেই ফাঁকে কিভাবে ইশারার মাধ্যমে কাজ করতে হবে সেটা দু'জন দু'জনকে শিখিয়ে দেয়।

নূর সাহেব নেশার ঘোরে বলতে থাকলেন—'লোকে বলে প্লেনে চড়ে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির থেকে দূরে গিয়ে মানুষ মুক্ত হয়ে যায়। আসলে তা নয়। বরং উল্টোটা হয়। প্লেন মানুষকে আকাশের উপর বন্দী করে রাখে।'

দেবেন চিকুর দিকে তাকিয়ে দেখে সে বসে বসে ঝিমাচ্ছে। কবির এই মূল্যবান কথাটা সে টেপ করেনি। দেবেনের ডাকে সে যখন সজাগ হয়েছে তখন সব শেষ। নূর সাহেব তাঁর একটা কবিতা থেকে কয়েক ছত্র আবৃত্তি করা শেষ করেছেন। চিকু সজাগ হয়েই টেপ করা শুরু করে।

কবি বলতে থাকেন, 'আপনাদের কারোরই এই পুরাতন কথাটা জানার কথা নয়। এক সময় দিল্লির আকাশ স্বচ্ছ পানির মতো পরিষ্কার ছিলো। এখনকার মতো মেঘের চাদরে ঢাকা নয়। তখন চাঁদ, সূর্য আর তারকারাজি আকাশের শূন্যতাকে দারুণভাবে অলঙ্কৃত করতো। নির্মল বাতাস মানুষের হৃদপিণ্ড আর ফুসফুস

www.BanglaBook.org

পরিষ্কার করে দিতো। আমার চোখে ভরে দিতো সীমাহীন উচ্ছ্বাস আর উদ্দীপনা। মাত্র দু'টাকা পকেটে থাকলেও নিজেকে দারুণ ধনী মনে হতো সেই সময়।' তিনি তারপর বর্তমানকে অভিশাপ দিতে শুরু করলেন। তাঁর ধারণা, এই বর্তমানটাই তাঁর পঞ্চাশ বছরের অতীতকে চুরি করে নিয়ে গেছে।

দেবেন বুঝতে পারে এখন কবি যা বলবেন সেগুলো তেমন কোন দরকারি কথা নয়। কিন্তু সে চিকুকে টেপ বন্ধ করতে বলতে গিয়ে দেখে সে আবার ঝিমোচ্ছে। দেবেন ভাবে, চলতে থাকুক টেপ। পরে সম্পাদনা করে প্রয়োজনীয় কথাগুলো রেখে বাকি সব বাদ দেওয়া যাবে।

নূর সাহেব দেবেনের দিকে তাকিয়ে বলেন—'কথা বলে কোন লাভ নেই। এখন যা বলছি সেগুলো হচ্ছে অনেকটা পায়রার পালক ছিঁড়ে তাকে উলঙ্গ করার মতো। কথা বলার জন্য মুড তৈরি করতে হয়। আর তার জন্য দরকার প্রচুর পরিমাণে রাম। যত রাম দিবেন ততো কথা বলা যাবে। দেবেন সাহেব, আপনাকে অনেক রামের ব্যবস্থা করতে হবে; কেননা আপনি অনেক কিছু জানতে চান।'

মুরাদ কবির গ্লাসে কিছুটা মদ ঢেলে দেয়। সে এই বোতল তার সাথে করে এনেছিলো। বোতল দেখার পর সবাই আরো মদ চাইতে লাগলো। সবার কাছ ঘুরে বোতলটা যখন চিকুর কাছে পৌঁছলো তখন দেখা গেলো সে গভীর ঘুমে মগ্ন। টেপ চলেই যাচ্ছে। আর নূর সাহেবের গালমন্দ আর অভিশাপ—সব কিছু টেপ হচ্ছে। দেবেন বিরক্ত হয়ে তার হাতের গ্লাস মাটিতে রেখে চিকুকে ধাক্কা দিয়ে জাগায়; বলে, 'তোমাকে কি এখানে আনা হয়েছে মদ খাওয়া আর ঘুমোবার জন্য ? কাজের সময়টুকু একটু জেগে থাকতে পারো না তুমি ?'

'এটা কি ধরনের কাজ, যা দিনে বার ঘণ্টা ধরে চলে ?' চিকু দু'হাতে চোখ কচলাতে কচলাতে বলে।

একজন বলে ওঠে, 'বেচারিকে এক গ্লাস মদ দিন। মদ খেলে ও কাজের স্পৃহা ফিরে পাবে।' লোকটা পুরো ব্যাপারটা একটা তামাসা মনে করেছে।

'না। তাকে আর মদ দেওয়া হবে না।'—বলে দেবেন তার পাশে বসে, যাতে সে ঠিকমতো তার কাজে মনোযোগ দিতে পারে।

শুধু চিকুকে দোষ দিয়ে কোন লাভ নেই। উপস্থিত সবাই দেবেনের অক্লান্ত পরিশ্রমের এই সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানটাকে মদ পানের আসরে পরিণত করতে বদ্ধ পরিকর। সবাই গ্লাস বাড়িয়ে মদ নিতে ব্যস্ত। এ পর্যন্ত কবির যেসব কথা টেপ করা হয়েছে সেগুলো শিক্ষিত লোকদের কাছে পরিবেশনযোগ্য নয়। তারপরও দেবেন ভাবে, কবি তার অতীত যৌবনের কথা বলছেন, তার শিক্ষা, ভ্রমণ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইত্যাদির কথা বলছেন। এগুলো তাঁর জীবনীর কাজের জন্য সংগ্রহ করা যায়। তাছাড়া গদ্য থেকে কবিতা জীবন থেকে কলা আলাদা করা সহজ ব্যাপার নয়। তাই এ পর্যন্ত যা টেপ করা হয়েছে সেটা রাখা যায়।

কবি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। দেবেন এবার নিঃশব্দতা ভেঙে জিজ্ঞেস করলো—'স্যার, আপনার অনেক আগের লেখা কোন কবিতার কয়েক লাইন কি আবৃত্তি করতে পারেন ?'

তার এই প্রশ্নটা কবির মনে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করলো, তিনি বললেন—'আপনি কি বলতে চান দেবেন সাহেব, পুরানো আমলের কবিতা এখন আমি আবৃত্তি করবো ? তারপর পাথরের সাথে সেই কবিতা গুঁড়ো করে মিশিয়ে আপনার জন্য একটা মিশ্রণ তৈরি করবো ? সেটা দিয়ে আপনার জন্য শরবত বানানো হবে। আর সেই তৈরি কবিতার শরবত আপনি আপনার অধ্যাপকদের খাওয়াবেন ?'

লজ্জায় দেবেনের মাথা নিচু হয়ে যায়। চিকু বেশ মজা পায়। কবির এই কথাগুলো টেপ হয়ে যায়।

নূর সাহেবের আসল অনেক কথা এখনও শোনা হয়নি। এই মুহূর্তে নেশার ঘোরে থাকলেও পরে তিনি যখন খুশি মনে থাকবেন তখন তাঁর জীবনের অনেক অর্থবহুল ঘটনা শোনা যাবে, ভাবে দেবেন। সকালের দিকে কবির মন উৎফুল্ল থাকে। তখন তিনি বেশ মজার মজার কথা আর কবিতা আবৃত্তি করে থাকেন। কিন্তু দেবেন বেশ আশ্চর্য হয়ে শোনে যখন তিনি বায়রন আর শেলির কবিতা থেকে আবৃত্তি করেন। সে সময় তাঁর গলার জোর বেড়ে যায়। আবৃত্তির মধ্যে একটা গতি সঞ্চারিত হয়। চিকু আশ্চর্য হয়ে চোখ কপালে তুলে তাকিয়ে থাকে।

যে পাখি কখনো ছিলো না
তার উৎফুল্ল আত্মা সম্ভাষণ জানায় আপনাকে।

কবি একদিন গোলাপ ফুলের সাথে সুন্দরী মহিলার তুলনা করে লেখা নিজের একটা কবিতা আবৃত্তি করতে করতে হঠাৎ থেমে গিয়ে দেবেনকে এ ধরনের কোন কবিতা জানা আছে কিনা, জিজ্ঞেস করলেন। দেবেন হঠাৎ তাঁর প্রশ্ন শুনে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে কবিতার জন্য চারপাশে হাতড়াতে শুরু করলো। পরে হাত উঠিয়ে বললো—'শুনুন, মনে পড়েছে। এই উপমার জন্য এরচে' ভালো কবিতা আর আছে বলে আমার জানা নেই। কথাটা বেশ নাটকীয়ভাবে বললো সে।

www.BanglaBook.org

'সাহসী যোদ্ধার পথভ্রষ্ট হয়ে
ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে
দুঃখের জ্বালা আর কি হতে পারে ?'

কবিতাটি আবৃত্তি করতে গিয়ে দেবেন দারুণভাবে আবিষ্ট হয়ে পড়ে। উত্তেজনায় তার গলা কাঁপতে থাকে। হঠাৎ তার মনে হয় কবি তাঁর জীবনের সাথে কবিতার মিল খুঁজতে পেরে না আবার মন খারাপ করে বসেন। তাহলে তার আসল উদ্দেশ্য আর সফল হবে না। কিন্তু কবি সেটা না করে তাঁর তিন নম্বর প্রিয় কবিতার কথা উল্লেখ করলেন। দেবেন আশ্বস্ত হলো। কাজের ছেলেটা কবির জন্য পানি আনলো।

দেবেন চিকুর দিকে তাকিয়ে দ্বিতীয় আর তৃতীয় কবিতাটা মুছে ফেলার জন্য বলতে গিয়ে দেখে চিকু ঘুমোচ্ছে। সে সময়মতো টেপ চালু না করায় কীট্‌সের অপ্রয়োজনীয় তিনটি কবিতা টেপ হয়েছে কিন্তু নূর সাহেবের আসল সেই কবিতাটা, যেটা সে আবৃত্তি করেছিলো সেটা টেপ করা হয়নি। দেবেনের মাথায় রক্ত চড়ে গেলো। সে অতি কষ্টে তার রাগ দমন করলো।

নীচতলায় হঠাৎ চেঁচামেচির শব্দ চিকুকে ভীষণ একটা ধমক খাওয়া থেকে বাঁচিয়ে দিলো। শব্দটা কবি আর দেবেন দু'জনকেই বেশ আলোড়িত করলো। নিচে বেশ কিছু মহিলা জোরে চেঁচিয়ে ঝগড়া করছিলেন। ঝগড়াটা এক সময় ধস্তাধস্তিতে রূপ নিলো। উপরের সবাই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বসে নিচের শব্দ শুনতে লাগলো।

নোংরা ভাষায় গালাগাল আর নোংরা কথা শোনা যাচ্ছে। তাই দেবেন দরজার দিকে এগিয়ে দরজাটা বন্ধ করতে গেলে সবাই তাকে বাধা দিয়ে বললো—'ওদিকে না যাওয়াটাই ভালো।' একজন লোক মুখভরা পান চিবোতে চিবোতে বললো, 'এ রকম চেঁচামেচি হট্টগোল এখানে লেগেই থাকে। তবে, সকালের দিকে এমনটা হয় না। মনে হয় কোন খদ্দের রাত পার হবার পরও কারো কাছে রয়ে গেছে। তাই ঝগড়া বেঁধেছে।'

দেবেন জিজ্ঞেস করলো—'আপনি এসব কিভাবে জানলেন ?' এ ধরনের অযাচিত লোকের কথাবার্তা বলা দেবেন মোটেই পছন্দ করে না। লোকটা আরো বিকৃতভাবে দেবেনের কথা তাকে ফিরিয়ে দিয়ে বললো, 'আপনি এসব কিভাবে জানলেন ?' তার এই নকল করার ভঙ্গি দেখে সবাই হেসে উঠলো।

সে রাতে রেকর্ডিং-এর কাজ শেষ হবার পর সবাই যার যার জিনিসপত্র গুছিয়ে রওয়ানা হবার সময় সেই লোকটা দেবেনের কাছে এসে ফিসফিস করে বললো—'নূর সাহেব এখানে কি নতুন আর একজন বেগম খোঁজার জন্য এসেছেন না-কি ? আপনি কি কিছু জানেন ?'

www.BanglaBook.org

দেবেন তার দিকে রুক্ষভাবে তাকালে লোকটা বললো—'জেনেও না জানার ভান করবেন না। নূর সাহেব তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীকে এই বেশ্যা বাড়ি থেকে তুলে বিয়ে করেছিলেন। আমি জানতে চাই, এবার কি তিনি তিন নম্বরের কথা চিন্তা করছেন কি-না ?'—বলেই লোকটা জোরে হো হো করে হাসতে লাগলো। দেবেন বিরক্ত হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলো।

চিকু তার মনটা অন্যদিকে নেবার জন্য জিজ্ঞেস করলো, 'আজকের টেপ করাটা কি আপনাকে বাজিয়ে শোনাবো ?

দেবেন বললো—'দরকার নেই। সব গুছিয়ে ফেলো।'

সব কাজ শেষ হবার পর দেবেন পুরো রুমটার দিকে তাকালো। তার মনটা খারাপ হয়ে গেলো, লোকটার কথা মনে পড়ায়। এটা তাহলে বেশ্যা পাড়া! কয়েকদিন পরের একটা ঘটনায় দেবেনের ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। সেদিন পাশের গলিতে একটা ট্রাক ঢুকতে গিয়ে আটকে গেছিলো। তখন বাইরে হৈচৈ শুনে নূর সাহেবকে ফেলে সবাই বারান্দায় ঝুঁকে ট্রাকের কারবার দেখছিলো। দেবেন তখন নিচে অনেক যুবতী মহিলাকে নোংরাভাবে ঢলাঢলি করতে দেখেছিলো। লোকটা তাহলে মিথ্যে বলেনি।

এই ফাঁকে নূর সাহেবের কাজের ছেলে এসে জানালো—নূর সাহেব একটু বিশ্রাম নিতে চান এবং তার জন্য কাবাব-পরোটা আনতে বলেছেন। দেবেন বাধ্য হয়ে কাবাব-পরোটার জন্য টাকা দেয়। চিকুর দিকে তাকাতে সে দেখে বোকা ছেলেটা নূর সাহেবের কাবাব আনতে বলাটাও সে টেপ করছে। সে বাধ্য হয়ে চেঁচিয়ে বলে—'টেপ বন্ধ কর। তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে যে, কবির নাস্তা আনতে বলার কথাটাও টেপ করছো ?'

বারান্দা থেকে সবাই ফিরে আসার পর নূর সাহেব দেবেনকে বললেন—'বুঝলেন দেবেন সাহেব, কবিরা শুধুমাত্র রুটি-মাংসের জন্য জীবন ধারণ করেন না। তাঁদের জীবনের উপজীব্য হচ্ছে কবিতা। সেটাই তাদের বাঁচিয়ে রাখে।'—বলেই তিনি তার প্রায় ভুলে যাওয়া একটা কবিতা থেকে আবৃত্তি করতে শুরু করলেন—অসাধারণ একটা কবিতা! কিন্তু ঠিক সেই সময় চিকু তাঁর মুখের সামনে থেকে মাইক্রোফোন সরিয়ে তার জিনিসপত্র গুছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। দেবেন তার উত্তেজনা চাপা দিতে না পেরে তার কাঁধ ধরে ঝাঁকিয়ে বললো—'কবির এই কবিতাটা কি তুমি টেপ করেছো না ?'

চিকু ভাবলেশহীনভাবে বললো—'আপনি কিছুক্ষণ আগে টেপ বন্ধ করতে বলায় পরপরই আমি সেটা বন্ধ করে দিয়েছি।'

www.BanglaBook.org

নূর সাহেবের এই কবিতার প্রসংশায় সবাই পঞ্চমুখ হয়ে হাততালি দিয়ে তাকে অভিনন্দন জানাতে লাগলো। তিনি বালিশে ঠেস দিয়ে বসে হাসিমুখে তাদের অভিনন্দন গ্রহণ করলেন।

সে রাতের অনুষ্ঠান শেষ হবার পর দেবেন চিকুকে কাছে ডেকে একটু বুদ্ধি খরচ করে কাজ করতে অনুরোধ করাতে সে দেবেনকে কড়াভাবে উত্তর দিলো, 'আগামী সপ্তাহে আমার বোনের বিয়ে। আমি তার একমাত্র ভাই। আমার বাবা-মা বিয়ের সব ঝামেলা আমার কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছেন। আমার পক্ষে এখন আর কাজ করা সম্ভব নয়। আপনি আমার দেনা-পাওনা মিটিয়ে দিন, আমি চলে যেতে চাই।'

'তুমি কাজ শেষ না করা পর্যন্ত কোন টাকা-পয়সা পাবে না।'—কড়া ভাষায় দেবেন তাকে জানালো। এই ছেলেটাকে যে টাকা দিতে হবে সে কথা কেউ তাকে বলেনি। সে ধরে নিয়েছিলো একটা রদ্দিমার্কা ব্যবহৃত টেপ রেকর্ডার বিক্রির সাথে সার্ভিস দেবার জন্য ছেলেটিকে দেওয়া হয়েছে সাথে।

চিকু বিরক্ত হয়ে জবাব দিলো—'আমাদের কথা ছিলো কাজটা তিন দিনে শেষ হবে। এখন দেখা যাচ্ছে প্রায় তিন সপ্তাহ হতে চলছে।'

'আমাদের কোনো চুক্তি হয়নি।'

'আমি আমার মামার সাথে কথা বলবো। মুরাদ সাহেবের কাছেও যাবো দরকার হলে।'

'তোমাকে ওসব কিছুই করতে হবে না। কোথাও যেতে হবে না। কাজ শেষ কর। আমি তোমাকে টাকা দিয়ে দেবো।' দেবেন তাকে ঠাণ্ডা করার জন্য এবার ঠাট্টাচ্ছলে বলে—'চিকু নামটা তোমার কেমন যেন বেখাপ্পা। তোমার বাবা-মা তোমার ভালো কোন নাম রাখতে পারেননি?'

রাস্তার পাশের ওষুধের দোকান থেকে মুরাদকে ফোন করে দেবেন চিকুর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানায়। মুরাদ কিন্তু দেবেনের কথায় কান না দিয়ে উল্টো বলে—'আমরা ছেলেটাকে বেশি হলে এক সপ্তাহ লাগার কথা বলি কিন্তু এখন তিন সপ্তাহ চলছে।'

মুরাদের মুখ থেকে তিন সপ্তাহের কথা শুনে দেবেন বুঝে ফেলে চিকুকে পারিশ্রমিক দিতেই হবে। সে বলে ওঠে, তিন সপ্তাহ!'

'কি ব্যাপার, তুমি কি গোনা ভুলে গেছো না-কি? সব কিছু ছাপিয়ে তোমার মাথায় এখন নূর সাহেবের সীমাহীন অমর কবিতা বাসা বেঁধেছে। তিন সপ্তাহ তো অবশ্যই হয়েছে সেই সাথে তার পারিশ্রমিকের টাকাও বেড়েছে। তোমরা তো আবার কবি মানুষ। এতো হিসাব টিসাব বোঝো না। কিন্তু আমি তোমাকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সাবধান করে দিয়ে বলছি, তোমার এই মহফিলের কাজ বন্ধ করে সব কিছু গুটিয়ে ফেলো। কবিকে বাড়িতে ফেরৎ পাঠাও। আর তোমার কাজ গুছিয়ে ফেলো। আমার জন্য লেখাটাও শেষ করে ফেলো। শাহে সাহেব আমার পত্রিকা ছাপানোর জন্য এ সপ্তাহটা বরাদ্দ করেছেন এবং এই কাজটা করার জন্য অন্য অনেক কাজ তিনি হাতে নেননি। তিনি আমাদের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। আসলে আমরা সবাই বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি।'

'মুরাদ, তোমার বোঝা উচিত আমি নিজেও দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। আমি সখ করে ব্যাপারটা টেনে বড় করছি না।'

'তাহলে আর দেরি না করে কাজটা শেষ করে ফেলো। আমি এ সপ্তাহের শেষে সাক্ষাৎকারটা চাই—বুঝতে পেরেছো?'

ফোনে আলাপ শেষ করে ওষুধের দোকান থেকে বের হবার পর দেবেনের মন দুঃখভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। এতোদিনের চেষ্টার ফল এখন সে পেতে শুরু করেছে। আজকের কবির কণ্ঠে গুরুগম্ভীর আবৃত্তি সেটা তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে। তার কানে সেই অসাধারণ আবৃত্তি গুঞ্জরিত হতে থাকে। এখনই সময় এসেছে কবির অতীতের সব কথা বলার—ভুলে যাওয়া কবিতা আবৃত্তি করার। তাঁর সময়কার কবি-সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব ভালো লাগা না লাগার কথা শোনায়। সে এতো দিন কবির যে মানসিক প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা করেছে, সেই প্রস্তুতি এখন বাস্তবে প্রকাশ পেয়েছে। আরও এক সপ্তাহ বা দু'সপ্তাহ সময় পেলে দেবেন কবির একেবারে ভেতরে প্রবেশ করে অনেক কিছু জানতে পারতো। অত্যন্ত উঁচু মাপের একজন কবির কবিতা আর জীবনী মিলিয়ে এমন একটা কাজ করতে পারতো যা শুধুমাত্র তার কলেজের জন্য নয়—জামিয়া মিলিয়া এমন কি আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যও দেশের বিশাল এক কবি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের দুয়ার খুলে দিতো। তাঁর কবিতা সারা দেশকে আলোড়িত করতে পারতো।

এখন পর্যন্ত যা তার হাতে আছে তা দিয়ে কলেজকে অনেক কিছু দেয়া যায়—ছোটখাট জীবনীগ্রন্থও লেখা যায়। দেবেন চিন্তা করে আকাশের নীল রং দিয়ে মোড়া নূর সাহেবের জীবনীগ্রন্থের মধ্য দিয়ে তাঁর পোষা পায়রা আকাশে উড়ে যাবে। বিশেষ করে সেই গ্রন্থে তার নিজের স্বাক্ষর থাকবে। কি সুন্দরই না হবে সেই বইখানি! চিকুর নির্বুদ্ধিতার জন্য তার দারুণ রাগ হয়। এ সব কিছুই সম্ভব হতো সে যদি ঠিকমত মন লাগিয়ে কাজটা করতে পারতো।

দেবেন পাশের স্টেশনারি দোকান থেকে খাতা কিনতে গিয়ে প্রথমে তিনটা খাতা দিতে বলে। পকেটে হাত দিয়ে দেখে যা টাকা আছে তা দিয়ে একটা খাতা কেনা যায়। তাই বাধ্য হয়ে সে একটা খাতা কিনে রওয়ানা হয়।

খাতা হাতে একমনে হাঁটতে হাঁটতে দেবেন অনেক কিছু চিন্তা করতে থাকে। সে ভাবে—দরিয়াগঞ্জে তার থাকার ব্যবস্থাটুকু না থাকলে তাকে বিপদে পড়তে

www.BanglaBook.org

হতো। তাকে হয়তো তার মামার বাড়িতে যেতে হতো। সেখানে হয়তো তাকে কেউ চিনতে পারতো না। এর জন্য দোষী সে নিজেই। সে সবার থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছে দীর্ঘদিন ধরে। তার ছোটবেলার কথা মনে পড়তে থাকে এবং সে পায়ে পায়ে তার ছোটবেলার বন্ধু রাজের বাড়ির দিকে এগিয়ে চলে।

রাজের জন্ম হয় একটা পা একটু ছোট নিয়ে। ছোটবেলায় স্কুলের ছেলেরা তার খুঁড়িয়ে হাঁটা নিয়ে তাকে ঠাট্টা করতো। মিরপুর চলে যাবার পর থেকে রাজের সাথে তার আর কোন যোগাযোগ নেই। তারও অনেকদিন পর কায়রো থেকে আসা একটা চিঠি দেবেনকে দারুণভাবে বিস্ময়াভিভূত করে। তার সেই শারীরিক প্রতিবন্ধী বন্ধু রাজ কায়রোর একটা স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি পেয়েছে। সে চিঠিটার কোন উত্তর দেয়নি।

রাজের বাড়ির প্রথম দিনকার কথা তার মনে পড়ে। সেদিন সে ওই বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে কড়া নাড়ে। দরজা খুলে যিনি সামনে দাঁড়ালেন তিনি রাজের ফুপু। দেবেন বুঝতে পারে না ফুপু কি তাকে চিনতে পেরেছেন কি-না। তিনি অবশ্য তাকে ভেতরে আসতে বলেন। বাড়িতে তখন বেশ কিছু ব্রাহ্মণ ভিক্ষুককে খাওয়ানো হচ্ছিলো। ফুপু দেবেনকেও খাবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। দেবেন ভাবে—ফুপু কি তাকে চিনতে পেরেছেন নাকি অন্য সব ভিক্ষুকের মতো মনে করে খেতে আহ্বান জানাচ্ছেন।

সে ভদ্রভাবে খেতে অস্বীকৃতি জানালে পরিবেশনকারী তাকে বললো—'খান, খান। আপনাদের খাওয়া দেখলে তিনি আনন্দ পান।' দেবেন বাধ্য হয়ে খায়। খাওয়া শেষ হলে ফুপু পান সুপারির ডালা নিয়ে সবাইকে বিরতণ করতে আসেন। দেবেন ফাঁক বুঝে তিনি তাকে চিনতে পেরেছেন কি-না এবং রাজ দেশে আছে কি-না জিজ্ঞেস করে। দুঃখের বিষয়, সব সময় তাঁর পরিবর্তে অতিথিরা উত্তর দেয় তার কথার।

এই অতিথিটি রাজদের পরিবারের সাথে বেশ ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। তাই সে পরিবারের পক্ষে দেবেনকে রাতের জন্য সেই বাড়িতে থাকতে অনুরোধ করে বলে—'আপনি দিল্লির বাইরে থেকে এসেছেন। আপনার থাকার জন্য একটা ঘর দরকার। আপনি বারান্দার ও দিকটায় ঘুমিয়ে পড়েন। কষ্ট করে হোটেল খোঁজার দরকার নেই। দিদি যেখানে আমাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে রেখেছেন সেখানে সংকোচের কোন কারণ নেই।'—কথাগুলো বলে সে ফুপুর দিকে তাকিয়ে বলে—'দিদিমণি, আমি কি ঠিক বলিনি?' ফুপু মুখে কিছু না বলে মাথা নাড়েন। দেবেন ভাবে, থাকা খাওয়ার এরচে' ভালো ব্যবস্থা দিল্লি শহরে আর কি থাকতে পারে। তিন দিন একটানা এখানে থাকার পর সে রাজের কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে একটা চিঠি লিখে পাঠাবে।

www.BanglaBook.org

সে যে এখানে তার থাকাটা কয়েকদিনের জন্য বাড়িয়ে দিলো সেদিকে কেউ নজর দিলো না। ফুপু হাসিমুখে তার খাবার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। চোখে চশমা পরা সেই অতিথি ভদ্রলোকটি আসলে রাজদের কোন আত্মীয় নন। সে একজন দর্জি। রাজ বাইরে যাবার পর সে এখানে আছে দিদিমণিকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করার জন্য।

সেই দর্জিটার সাথে একই বিছানায় ঘুমোতে দেবেনের সম্মানে কিছুটা বাধলেও কিছু বলার নেই তার। কেননা বাড়ির মালিক উঁচু-নিচু ভেদাভেদ ভুলে সবার জন্য সমান আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেছেন। আসলে দর্জির অবস্থাটা তুলনামূলকভাবে কিছুটা উপরেই ছিলো। তার কারণটা সে পরে জানতে পেরেছিলো।

বৃদ্ধা ফুপু যে শুধু ভিক্ষুকদের খাওয়া আর থাকার ব্যবস্থা করে সাহায্য করতেন তা-না, তাঁর বাড়িতে অনেক সাধু-সন্ত আর পূজারি ব্রাহ্মণ আসতেন। তাঁরা তাঁর পারিবারিক মন্দিরে পূজা করতেন। ফুপুর সকাল-সন্ধ্যে পূজার সময় এই দর্জি মিষ্টিকণ্ঠে অসাধারণ ভক্তি-গীতি পরিবেশন করত। এটা ছিলো ফুপুর উপরি পাওনা। তাই তিনি দর্জিকে অন্য সবার চাইতে একটু বেশি দাম দিতেন। ফুপু যখন পূজায় মগ্ন থাকতেন তখন দর্জি ঢোল বাজাত আর গান গাইতো। তার গানের কথাগুলো ছিলো এ রকম—

'আমার দেহ হলো মাটির প্রদীপ
আত্মা সলতে, রক্ত তেল।
এই প্রদীপের শিখায় আমি
পাই যেন পরমেশ্বরের মেল।'

দেবেন এই পূজোর অনুষ্ঠানে হঠাৎ কোনদিন হাজির থাকলে তেমন কিছু না করে সে এক কোণে বসে পূজোর আনুষ্ঠানিকতা দেখে আর দর্জির গান শোনে। পুজো শেষ হলে ফুপু তাদের জন্য খাবার তৈরি করতে বাড়ির ভেতর যান। সে সময় তার চেহারায় একটা গম্ভীর ভাব দেখা যায়। দর্জি তার হাতের ঢোল রেখে দেবেনের সাথে বসে সিগারেট ধরিয়ে তার দোকানের কাস্টমারদের নিয়ে গল্প করে।

বলে—'একদিন এক মহিলা একগাদা কাপড় এনে আমার দোকানে রেখে বলেন—আগামী রোববারে আমাকে একটা ব্লাউজ বানিয়ে দিতে হবে। আমার একটা বিয়ের অনুষ্ঠান আছে। আমি তাকে বলি—আমি একা, কিভাবে চার-পাঁচ দিনের মধ্যে এতোগুলো ব্লাউজ সেলাই করবো? আমাকে সাহায্য করারও কেউ

www.BanglaBook.org

নেই। তাছাড়া চোখেও আমি কম দেখি। এই কথাটা অবশ্য সত্যি না। কাজের চাপ বেশি হলে আমি কথাটা বলে কাজ নিতে অস্বীকৃতি জানাই। মহিলা আমার কোন কথাই শুনলেন না। ব্লাউজের বিভিন্ন কাট আর কাপড় আমাকে বোঝাতে লাগলেন এবং কাজটা নিতে আমাকে বাধ্য করলেন।' লোকটা কালো দাঁত বের করে হেসে বললো—'এভাবে কাজ পেতে থাকলে আমি দরিয়াগঞ্জ ছেড়ে টলস্টয় লেনে চলে যাব। সেখানে লেডিস কার্টারের খুব চাহিদা আছে আমি জানি। সেখানে দোকান দিলে কিছুদিনের মধ্যে জমিয়ে ফেলতে পারবো।'

দর্জিটার এসব আলতু-ফালতু কথায় দেবেনের সায় দিতে হয়। দিল্লি শহরে বিনে পয়সার থাকা-খাওয়ার এমন ব্যবস্থা জোগাড় করা মুখের কথা নয়। তার উপর এখানে তার ব্যক্তিগত ব্যাপারে কেউ কোন প্রশ্নও করে না। সে রোজ সকালে পায়ে হেঁটে তার কাজের জায়গায় পৌঁছতে পারে। এরচে' বেশি আর কি চায়। দেবেনের বিবেক তাকে মাঝে মাঝে খোঁচা দেয়। সে ভাবে—বৃদ্ধা এ মহিলার ভদ্রতার সুযোগ নিচ্ছে সে। একদিন সে এক ঝুড়ি ফল কিনে ফুপুর পায়ের কাছে রাখে। তিনি সেই ফলগুলো দেবীকে উৎসর্গ করে পরে গরিবদের মাঝে বিলি করে দেন। নিজে একটা ফলও খান না। এতে দেবেনের কষ্ট হয়। সে আর কোনদিন এমন কাজ করেনি।

একদিন বারান্দায় বসে বিশ্রাম নেবার সময় দেবেন নিজেকে ধিক্কার দেয়। সে তিন দিনের কথা বলে এখানে এসেছিলো এখন তিন সপ্তাহ হতে চলেছে। দর্জিও বোধ হয় এখন একটু একটু বিরক্ত হতে শুরু করেছে। কোনদিন না আবার সে তাকে এখান থেকে বের করে দেয় কে জানে। তাই বিরক্ত লাগলেও দর্জির অপ্রয়োজনীয় অনেক আলাপ সে মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকে। দর্জিও মনের কথা দেবেনের কাছে খুলে বলতে পেরে বেশ মজা পায়। প্রথম দিনের মতোই এখনো সে তার সাথে হৃদ্যতার সাথে ব্যবহার করে।

বারান্দায় শুয়ে বাইরের আকাশের তারা দেখা যায়। দেবেন তারা দেখে আর ছোটবেলার কথা ভাবে। আজ যেসব ছোট ছেলেরা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে সিগারেট খাচ্ছে আর বাবা-মাকে ফাঁকি দিয়ে ক্রিকেট খেলছে—ঠিক সেরকম সে আর রাজও করতো। একটা পা কিছুটা ছোট হলেও রাজ তার সাথে স্কুল ফাঁকি দিয়ে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে ক্রিকেট খেলতো। দেবেন ঝোপের আড়ালে খেলা করতো মুরাদের চোখের আড়াল হবার জন্য। সেই ছোটবেলা থেকেই দেবেন মানুষের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়িয়েছে। আজও সে তার কাছের লোকদের থেকে পালিয়ে বেড়ায়।

দেবেন দর্জিকে বলে—তার ঘুম পেয়েছে।—বলে পাশ ফিরে আগামীদিনে কিভাবে রেকর্ডিং করবে তার পরিকল্পনা করতে থাকে। ভাবে—কিভাবে সুষ্ঠু আর

www.BanglaBook.org

সুন্দর একটা যবনিকা তৈরি করা যায়। যেটা বেশ কিছুদিন মানুষের মনে থাকবে।

পরের দিন দেবেন খাতা হাতে কবিকে বলে—'আজ আপনি আবৃত্তি করবেন আমি সেটা লিখে নেবো।' কবির মুড ভালো না থাকায় তিনি বলেন—'আজ আমি কোন আবৃত্তি করতে পারবো না। রাতে ভালো ঘুম হয়নি। আজ বরং আমার তরুণ কবি বন্ধুরা তাদের লেখা কবিতা পাঠ করুক।' চিকু দেবেনকে বলে—'আপনি আমাকে ইশারা করলে আমি টেপ করবো নাকি সবার কবিতা টেপ করতে থাকবো?'

দেবেন এই বোকা ছেলের কথার উত্তর না দিয়ে কবির মানসিকতা আঁচ করার চেষ্টা করে। নূর সাহেব তার দিকে তাকিয়ে তার মনের ভাব বুঝতে পেরে বলেন—'আপনার মনেও দোদুল্যমানতা এসেছে দেখছি। ভাবছেন, কি করবেন। বন্ধু আমাদের, ভগ্নপ্রায় জীবনে কিবা আর দেবার মতো বাকি আছে? কিছুই করা যাবে না বন্ধু, কিছুই করা সম্ভব নয়—ব্যাপারটা আমি অনেক আগেই অনুধাবন করতে পেরেছি।'—কথাটা শেষ করে তিনি অসাধারণ একটা কবিতা আবৃত্তি করা শুরু করলেন—এই কবিতা দেবেন আগে কখনো শোনেনি। সে কেন। এই ঘরে যারা বসে আছে, নূর সাহেবের নিত্য সঙ্গী—তারাও কেউ এই কবিতা শোনেনি কখনও। কবিতা শেষ করে কবি মধুর হাসি দিয়ে দেবেনের দিকে তাকালেন। তারপর ধিরে ধিরে আবার কয়েক লাইন আবৃত্তি করতে শুরু করলেন। দেবেন খাতা বের করে সেটা লিখতে শুরু করলো। নূর সাহেব থেমে গিয়ে বললেন—'ওটা আমার হাতে দিন।'

কি লেখা হয়েছে সেটা দেখে তিনি এবার নিজে খাতায় লেখা শুরু করলেন। হাঁটুর উপর খাতা রেখে পেনসিল দিয়ে লিখতে লাগলেন তিনি। একবার উপস্থিত শ্রোতাদের দিকে তাকালেন। সবাই তাঁর এই লেখার উদ্যোগের প্রসংশা করতে লাগলো। দেবেন দেখলো এরাই কবির আসল শ্রোতা, যারা কবির আবৃত্তি শুনে অভ্যস্ত। আজ তারা তাঁর লেখার জন্যও প্রসংশা করছে। সে যদি কবির কবিতা খাতায় লিখে না নিতো তাহলে তিনি নিজ হাতে লিখতেন না। শ্রোতারা আজ টের পেয়েছে তাঁর আসল শিষ্য কে?

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই কবির হাত ব্যথা করতে শুরু হওয়ায় তিনি খাতা পেনসিল ছুঁড়ে ফেলে মদ খেতে চাইলেন। বললেন—'আমার লেখার দিন শেষ হয়ে গেছে।' শব্দ করে মদ মুখে নিয়ে বললেন—'আমার স্কুল জীবন শেষ।' বেশ কয়েক চুমুক মদ খেয়ে দু'হাঁটু হাতে আঁকড়ে ধরে বললেন—'গানের দিনও শেষ হয়ে গেছে।' তাঁর কথা জড়িয়ে আসলো।

www.BanglaBook.org

বেগুনি শার্ট পরা একজন তরুণ বলে উঠলো—'স্যার, আপনি এমন একজন গায়ক যাঁর গানের সাথে বাদ্যযন্ত্রের কোন প্রয়োজন হয় না। আপনার হাত না চললেও আপনি যন্ত্র বাজাতে পারেন।'

আর একজন বলে উঠলো—'এটাই হলো মহান একজন কবির অপূর্ব কীর্তি।'

কবি তাঁর শ্রোতাদের দিকে পরিষ্কার চোখে তাকাবার চেষ্টা করে আর এক গ্লাস মদ গলধঃকরণ করে বললেন—'আমার শরীরের রক্তও থেমে গেছে।'

সবাই হৈচৈ করে প্রতিবাদ জানালো। এর মধ্যে কে যেন বলে উঠলো—'মেয়ে মানুষ ডাকা হোক। নাচ-গান শুরু করা হোক তখন দেখা যাবে কার রক্ত থেমে গেছে।' দেবেন এই অসভ্য উক্তি শুনে মাথা তুলে দেখার চেষ্টা করলো লোকটাকে। নূর সাহেব কিন্তু মোটেই রাগ করলেন না। তিনি মাথা ঝাঁকিয়ে হাসতে লাগলেন।

'মেয়ে মানুষ আর নাচ আমাকে অনেক আগেই ছেড়ে চলে গেছে। এখন মদের গ্লাসও আমার হাত ফসকে পড়ে যেতে চাচ্ছে।'—বলে তিনি সজোরে গ্লাস চেপে ধরলেন। এতো শক্ত করে তিনি গ্লাস আঁকড়ে ধরলেন—দেবেন ভয় পেলো গ্লাস ভেঙে না তার আঙুলে কাঁচ বিঁধে যায়। আবার তিনি কাঁপা গলায় বললেন—'এবার বল বন্ধু, কি আর বাকি রইলো আমার জন্য।'

'স্যার, আপনার কবিতা, আপনার কথা। এসব রইলো। চিরকাল এসব থাকবে আমাদের সাথে। আমাদের অন্তরে।'—ফিস ফিস করে বললো দেবেন।

'আপনি ওগুলো রেখে দিন।' নূর সাহেব ফ্যাসফ্যাসে গলায় বললেন—'ওগুলো আপনি রাখুন আর আমাকে আমার জায়গায় যেতে দিন। মসজিদের পাশের গোরস্থানের ছ'ফুট মাটি আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে।' তিনি তাঁর কাজের ছেলেকে ডেকে উঠে দাঁড়ালেন আর টলায়মান পায়ে দরজার দিকে এগুতে লাগলেন।

কেউ তাঁকে বাধা দেবার চেষ্টা করলো না কিম্বা এগিয়ে গিয়ে ধরলো না। দেবেন দ্রুত তাঁর পাশে গিয়ে তাঁকে ধরে বললো—'স্যার, আমাদের কাজ শেষ হয়নি। আমাদের কাজ শুরু করতে দিন। আপনি যদি ক্লান্তিবোধ করেন তা হলে আমি না হয় আপনার জন্য চা-নাস্তা আনাই। খাওয়া-দাওয়া করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার পর আমরা রেকর্ডিং-এর কাজ শুরু করবো।'

'না, আমি আর কিছু শুরু করতে চাই না।'—বলে তিনি মাথা নাড়তে লাগলেন। দরজা পেরিয়ে তাঁর বাড়ির খিড়কি দরজার দিকে ইশারা করে বললেন—'আমার এই বয়সে আমি যা শুরু করতে পারি সেটা হচ্ছে লম্বা একটানা ঘুমের প্রস্তুতি। আমি সেটাই শুরু করতে যাচ্ছি। এখন আমি আমার বিছানায় গিয়ে এমনভাবে শোবো ঠিক যেভাবে শিশু তার মায়ের কোলে শুয়ে থাকে। আর অপেক্ষা করবো আমার অন্তিম শয্যার জন্য।

কবির বাড়ির খিড়কি দরজা খুলে গেলো। কাজের ছেলেটা তাঁকে ধরে বাড়িতে প্রবেশ করলো। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ হয়ে গেলো।

www.BanglaBook.org

দশ

পরের দিন সকালে দেবেন যখন সেই বাড়িতে এলো দেখলো সেখানে কেউ নেই। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যে ঘরটায় বসে রেকর্ডিং করতো সেটাতে ঢুকে দেখতে পেলো দেয়ালের পাশে একটা খালি সরাই পড়ে আছে। কিছু চড়ুই পাখি কিচির মিচির শব্দ করছে। এ ছাড়া ঘরটাতে আর কেউ নেই। তার পেছন পেছন চিকু রেকর্ডিং-এর সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে উপরে উঠছিলো। সে তাকে বাধা দিয়ে নিচে নামতে বললো। চিকু তার উপর কিছুটা বিরক্ত হলো। বললো—'কাজ শেষ হয়েছে আমাকে বললেই পারতেন তা হলে আজ আমি বাড়িতে যেতে পারতাম। বোনের বিয়ের কাজে সাহায্য করতে পারতাম বাবা-মাকে।'

বাড়ির মালিক মহিলা ওদের দেখে খুবই বিরক্ত হয়ে বললো—'নূর সাহেব এখান থেকে চলে গেছেন আর আসবেন না। তাছাড়া তোমরা কি ভেবেছো আমি সারা জীবনের জন্য আমার এ ঘরটা তোমাদের নামে লিখে দিয়েছি। এখুনি তোমরা এখান থেকে চলে যাবে। সুরাইয়া বেগম বলেছেন গতকালই কাজ যা হবার শেষ হয়ে গেছে। আর শোন, আমার ঘরের ভাড়ার টাকাটা ঠিক ঠিক মতো দিয়ে দিবে। আমি আজ-ই সুরাইয়া বেগমের কাছে বিলটা পাঠিয়ে দেবো। যদি বিলের টাকা নিয়ে টালবাহানা করেছো তাহলে মজা বুঝিয়ে ছাড়বো। অনেক পুলিশ অফিসার আছে আমার হাতে, মনে রেখো।'

দেবেন আর চিকু কোন কথা না বলে সোজা সেখান থেকে বের হয়ে আসে।

টেপটা কেমন হয়েছে সেটা শোনার ব্যাপারে মুকুল মোটেই উৎসাহী নয়। সে বললো—'তোমার কাজ তো শেষ হয়নি, সম্পাদনা বাকি আছে। তুমি বরং টেপটা মিরপুর নিয়ে সম্পাদনার কাজ শেষ করে এখানে নিয়ে এসো, দেবেন ভাই।'

সম্পাদনার কাজ আমি পরে করবো। আমাকে তাড়াতাড়ি মিরপুর যেতে হবে। পরীক্ষার খাতা দেখা বাকি আছে। তুমি অন্তত জাইন সাহেবের অফিসে এসো। ওখানে টেপ শোনা যাবে। তাছাড়া তোমার ম্যাগাজিনের জন্য কি কি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দরকার সেটাও তুমি আমাকে বোঝাতে পারবে।' সে জাইন সাহেবের দোকান থেকে ফোনে কথা বলছিলো মুরাদের সাথে।

প্যারালাল লাইন থেকে জাইন সাহেবও মুরাদের সুরে সুর মিলিয়ে বললেন—'আসলেই এখানে শোনার দরকার কি ? মেশিন বাড়িতে নিয়ে যান। আরামে বসে কাজ শেষ করতে পারবেন। এখানে টেপ বাজাবার দরকারটা কি ?'

দেবেন এবার বেশ বিরক্ত হয়ে ফোনেই চেঁচিয়ে বললো—'মুরাদ, তোমাকে অবশ্যই জাইন সাহেবের দোকানে আসতে হবে। টেপটা তোমার শোনা জরুরী। কাজটা কেমন হয়েছে সেটাও জানা দরকার।'

চিকু টেপের সংযোগ দিয়ে হঠাৎ হাত-পা ঝেড়ে পরিষ্কার করে বললো—'আমার কাজ শেষ। আমি বাড়ি যাই মামা। আপনি আমার হয়ে একটু টেপটা চালিয়ে ওঁদের শোনাবেন।'

দেবেন চিন্তা করলো—শান্ত পরিবেশে টেপটা শোনা দরকার; তাই সে মুরাদ আসার পর তাকে বললো—'তোমার বাড়িতে এসব নিয়ে গিয়ে শুনলে কেমন হয় ?' মুরাদ সরাসরি না করে দিলো।

জাইন সাহেবকে টেপ চালাতে বলায় তিনি টেপের সবগুলো নব টেপাটেপি শুরু করলেন কিন্তু কাজ হলো না। আসলে তিনি এ টেপ চালাতে পারেন না। পাশের দোকানের এক ইলেকট্রিক মেকানিক এসে টেপটা চালালো ঠিকই কিন্তু তার কোয়ালিটি খুবই খারাপ। কখনো জোরে, কখনো খুব আস্তে শব্দ হচ্ছে। কথা বোঝা যায় না। কিছু কবিতা পরিষ্কার আসলেও বেশির ভাগ সময়ই ঘড়-ঘড় শব্দ হচ্ছে টেপে। যাচ্ছেতাই রেকর্ডিং হয়েছে।

পুরো প্রকল্পটাই ডুবতে বসেছে। কাজের কাজ কিছুই হয়নি। যা টেপ করা দরকার তা না করে আলতু-ফালতু কথা টেপ করা হয়েছে। টেপের মানও একদম খারাপ। মুরাদ বিরক্ত হয়ে বলে—'বন্ধ কর এসব। অনেক সময় নষ্ট হয়েছে আমাদের। টেপ করার সাথে সাথে তোমার সেটা শুনে ঠিকমতো রেকর্ডিং করা উচিৎ ছিলো। তাহলে সাথে সাথে ঠিকমতো টেপ করতে পারতে। এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

মুরাদের কথাটা একদিক থেকে ঠিক। তবে দেবেনের করার মতো কিছু নেই এখন। সে বলে—'আমি যেভাবে পারি এটা থেকে কাটছাট করে তোমার পত্রিকার জন্য লেখা তৈরি করে ফেলবো। কিন্তু চিন্তা হচ্ছে কলেজকে নিয়ে—কলেজে আমি কি শোনাবো। এতোগুলো টাকা তারা এই কাজের জন্য ব্যয় করেছে।' তার গলা কাঁপতে থাকে।

www.BanglaBook.org

মুরাদ এবার জাইন সাহেবের দিকে বিরক্ত হয়ে তাকায়—জিজ্ঞেস করে, 'কি ধরনের মেশিন দিয়েছেন আপনি ? আপনার ভাগ্নেই বা কি ধরনের টেকনিসিয়ান ? সে রেকর্ডিং সম্বন্ধে মোটেই জানেনা। পুরো কাজটাই বরবাদ করে দিয়েছে।'

জাইন সাহেব বললেন—'আপনি কি বলছেন মুরাদ সাহেব! আমার ভাগ্নে চাঁদনিচক বাজারের মতো জায়গায় রেকর্ডিং স্টুডিওতে চাকরি করে। আশা রানীর গান রেকর্ড করেছে সে। আপনি শোনেননি সে গান ? কত পরিষ্কার শব্দ। রেকর্ডিং করতে হয় স্টুডিওতে। খোলা জায়গায় রেকর্ডিং করলে মান কত আর ভালো হবে বলুন ?'

মুরাদ তার সুরে সুর মিলিয়ে বলে—'কথাটা ঠিকই। কাজটা স্টুডিওতে হলে অনেক ভালো হতো—তুমি কি বলো দেবেন ?'

'কিন্তু মুরাদ! তোমার অন্তত নূর সাহেবকে চেনা উচিত। নূর সাহেবকে নিয়ে কাজ করতে হয়েছে আমাকে।' কথাটা বলে দেবেন ভাবে—এই টেপে কিছু অংশ ছাড়া যা টেপ করা হয়েছে তা দিয়ে নূর সাহেবের বিশালতা বোঝানো তো দূরের কথা শ্রোতাদের তাঁর সম্বন্ধে বিরূপ ধারণা হবার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ এর মধ্যে তাঁর বেশ কিছু কথা রয়েছে খাওয়া আর পান করা নিয়ে।

দেবেনের অসহায় অবস্থা দেখে মুরাদ বেশ মজা পায়; বলে—'এ টেপ দিয়ে কোন কাজ হবার কথা না। এটাকে দাঁড় করাতে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হবে। দেখো তুমি কিভাবে তোমার কলেজের বোর্ডকে জিনিসটা বোঝাবে। আমার তো মনে হয় ওরা তোমার টুঁটি চেপে ধরবে।'—বলে সে হাসতে থাকে। দেবেনের কাঁধ ধরে জোরে ঝাঁকি দিয়ে বলে—'আমার লেখাটা অন্তত পাঠাতে ভুলবেনা। সেই সাথে তাঁর কিছু কবিতাও পাঠিও, তাতেই আমার চলে যাবে। কলেজের চিন্তাটা তোমার।'

কলেজ লাইব্রেরির টাকার কথা মনে পড়ায় দেবেনের মাথায় বাজ ভেঙে পড়লো। পুরো টাকাটা জলে গেছে। এই রেকর্ডিং দিয়ে কোন লাভ হবে না কলেজ লাইব্রেরির। দেবেন রাগে জাইন সাহেবের দিকে মুখ ফিরিয়ে চেঁচিয়ে বলে—'আমি প্রথম দেখেই বলেছিলাম আমি পুরোনো মেশিন কিনবোনা। এ দিয়ে আমার কাজ চলবেনা, তবুও আপনি জোর করে এটা আমাকে গছিয়ে দিয়েছেন। এমন একজন লোক দিয়েছেন টেপ করার ব্যাপারে যার কোন অভিজ্ঞতাই নেই। এখন বলছেন স্টুডিওর কথা। স্টুডিও ছাড়া কি টেপ হয় না ? আসলে রদ্দি মার্কা টেপ, বাজে টেপ রেকর্ডার আর অর্বাচীন টেকনিসিয়ানের জন্য আমার প্রকল্পটা শেষ হয়েছে।' কথা বলার সময় তার গলা রাগে-দুঃখে ভেঙে যায়। কান্নার মতো শোনায়।

তার কথায় জাইনের মতো ধুরন্ধর ব্যবসায়িরও মন গলে যায়। তিনি চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে দেবেনের দু'কাঁধ ধরে বলেন—'দেবেন সাহেব, আপনি এতোটা

www.BanglaBook.org

ভেঙে পড়বেন না। আসলে আমরা আপনার গলা কেটে টাকা কামাই করার কথা চিন্তা করিনি। টেপের শব্দ থেকে অপ্রয়োজনীয় শব্দ বাদ দিয়ে ঠিকমতো শব্দ বের করা সম্ভব। পুরো ব্যাপারটা যে বাতিল বলে ভাবছেন আসলে তা নয়। আপনার চেনা জানা কোন টেকনিসিয়ান নেই যে কাজটা করতে পারে ?'

দেবেন হাসার চেষ্টা করে বলে, 'মিরপুরে ? সেখানে টেপ রেকর্ডার থেকে বাজে শব্দ বাদ দিয়ে রেকর্ডিং করার লোকের কথা চিন্তা করছেন ? সেখানে ভালো কোন রেডিও, ইলেকট্রিক ইস্ত্রি সারানোর মিস্ত্রিও পাওয়া যায় কি-না সন্দেহ।'

'তাহলে তো অসুবিধার কথা। এক কাজ করুন, আপনি এই ছেলেটিকে সাথে করে নিয়ে যান। এর নাম পিন্টু, আমার আর এক ভাগ্নে। আশা করি, পিন্টু আপনাকে সাহায্য করতে পারবে।'

দেবেন আর পিন্টু দু'জন দু'জনের দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকালো।

দেবেন বাধ্য হয়ে পিন্টুকে সাথে করে মিরপুর রওয়ানা হলো। মেশিনপত্র নিয়ে তারা দু'জন বাসে পাশাপাশি বসলো। সারা পথে কেউ কারো সাথে কোন কথা বললো না। মিরপুর ফিরে তার বাড়ির অবস্থা দেখে দেবেনের মাথায় আগুন জ্বলে উঠলো। সরলা একা বাপের বাড়ি যাবার জেদে সারা বাড়ি-ঘর অগোছালো রেখে গেছে। ময়লার ঝুড়িটা পর্যন্ত পরিষ্কার করে রেখে যায়নি। সারা ঘরে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে আছে।

দেবেন যতটুকু সম্ভব ঘর পরিষ্কার করে কলপাড়ে দাঁড়িয়ে গোসল সেরে বারান্দায় এসে গা মুছতে মুছতে পিন্টুকে বললো—'তুমি ইচ্ছা করলে গোসল সেরে নিতে পারো।' এই প্রথম সে তার সাথে কথা বললো। তারপর সে রান্না ঘরে গিয়ে একটু চা বানানোর চিন্তা করলো কিন্তু সরলা সেখানে কিছুই রেখে যায়নি। সব কিছু সরিয়ে রেখেছে; তাই বাজারে গিয়ে নাস্তা করা ছাড়া কোন উপায় রইলো না।

পরের দিন সে একটা চিঠি পেলো—তাতে লেখা আছে—

> রেকর্ডিং-এর পর থেকে আমার শারীরিক অবস্থা খুব খারাপ যাচ্ছে। ডাক্তার বলেছেন শুধুমাত্র বিশ্রামে থাকলে কাজ হবে না। চোখের ছানি অপারেশন করতে হবে। আমাকে একটা সরকারি হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করুন আর কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করে কিছু টাকার ব্যবস্থা করুন। আমার সব কাজ বন্ধ হয়ে আছে।
>
> নূর শাহজাহানাবাদি

দেবেন বিরক্ত হয়ে ভাবে—কলেজটা তার বাবার সম্পত্তি মনে করেছে সবাই। সে কলেজ বারান্দার এক মাথা থেকে অন্য মাথা পর্যন্ত হাঁটতে থাকে দারোয়ানের

www.BanglaBook.org

খোঁজে। কমনরুম থেকে পরীক্ষার খাতাগুলো নিতে হবে। রেজাল্ট বের হতে বেশি বাকি নেই। তাছাড়া টেপটার জন্যও খাটা-খাটুনি করতে হবে।

দারোয়ানকে দিয়ে কমনরুম খোলাবার পর দেবেন দারোয়ানকে পাঠায় সিদ্দিকি সাহেবকে ডেকে আনার জন্য। সে পিন্টুকে নিয়ে টেপের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। পিন্টু তার কেরামতি দেখাবার চেষ্টা করে কিন্তু আসলে দেবেন যা ভেবেছিলো তাই। সেও চিকুর মতোই ওস্তাদ, কোন কাজই জানেনা। সিদ্দিকি সাহেব সাহায্য করতে এসে দেখেন কোন কাজের কাজ-ই হচ্ছে না।

শেষে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে দেবেনের এক ছাত্র ধানো। সে কলেজে এসেছিলো পরীক্ষায় কত নম্বর পেয়েছে আগেভাগে দেবেনের কাছ থেকে জানার জন্য। টেপ নিয়ে তাদের বিপর্যয় দেখে সে বলে—'স্যার, আমি এটার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবো। তাছাড়া পরিষ্কার শব্দ বা সম্পাদনা করার জন্য আর একটা টেপ লাগবে। সেটা আমার কাছে আছে। আমি এখুনি নিয়ে আসছি।'—বলে সে বাড়ির দিকে রওয়ানা হলো। ফিরে এলো টেপসহ কয়েকজন বন্ধু নিয়ে। তারা কোন এক কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি সারাই করার একটা কোর্স করেছে বই পড়ে আর চিঠি পত্র আদান-প্রদানের মাধ্যমে।

অনেক চেষ্টা চরিত্রের পর টেপের বেশ কিছুটা সংস্কার সাধন করতে সমর্থ হলো তারা। পিন্টু আগেই তার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেছে দেখে দিল্লি রওয়ানা হয়ে গেছে।

টেপে এখন নূর সাহেবের কিছু আবৃত্তি ছাড়াও মিলটন আর শেলির উদ্ধৃতি দিয়ে আলোচনার অংশও পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। যা হোক, এখন কিছুটা হলেও উপস্থাপনযোগ্য করে তোলা হয়েছে টেপটা। সিদ্দিকি সাহেবকে এখন এটা শোনানো যায়। ধানো একটা রিক্সা নিয়ে সিদ্দিকি সাহেবের বাড়ির দিকে রওয়ানা হলো তাঁকে সাথে করে আনার জন্য। দেবেন বললো—'সিদ্দিকি সাহেবকে বোলো আমি কমনরুমে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছি। আমরা সবাই মিলে চা খাবো তিনি আসলে।'

সিদ্দিকি সাহেব সময়মতো এসে পড়লে সবাই মিলে টেপ শোনার জন্য আগ্রহ নিয়ে বসলো। পুরো টেপ শোনার পর ধানো জিজ্ঞেস করলো—'কেমন শুনলেন স্যার? আসলে টেপ করার সময় বড় বেশি শব্দ দূষণ থাকায় খুব ভালো একটা কাজ করা সম্ভব হয়নি। তা-না হলে অনেক ভালো রেজাল্ট পাওয়া যেতো।'

সিদ্দিকি সাহেব বললেন—'সুন্দর, বেশ।' তারপর তিনি দেবেনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—'এই কি পুরো রেকর্ডিং?'

নিজের ঠোঁট দাঁত দিয়ে কামড়ে দেবেন উত্তর দিলো—'সমস্ত কিছু বাদ-ছাদ দিয়ে এটুকুই দাঁড়িয়েছে।'

www.BanglaBook.org

সিদ্দিকি সাহেবের চেহারায় অসন্তোষের ছাপ দেখে সে বলে—'আমি অবশ্য এর উপর একটা লেখাও তৈরি করছি। একটা প্রতিবেদন হিসেবে উর্দু বিভাগ এটা ব্যবহার করতে পারে। ইচ্ছে করলে ছাপাও যেতে পারে।'

সিদ্দিকি সাহেব তাকে থামিয়ে বলেন—'দেবেন সাহেব, কর্তৃপক্ষ আপনাকে প্রতিবেদনের জন্য টাকা দেয়নি—দিয়েছে টেপের জন্য।' সিদ্দিকি সাহেবের গলা বেশ কঠিন শোনালো। দেবেন চুপ করে রইলো। সিদ্দিকি সাহেব বেশ গম্ভীরভাবে পায়চারি করতে থাকেন, বলেন—'কলেজ খোলার আগের দিনে বোর্ড-মিটিং হবে। সেই মিটিং-এ টেপ শুনতে চাইতে পারে বোর্ড। যদি সে রকম কিছু করে বসে তারা তখন কি হবে?'

ধানো তার বন্ধুদের নিয়ে দেবেনের পাশে আসে। তাদের মধ্যে যে ছেলেটা মোটা সে বলে—'স্যার, সবাই বলেছে কাল নাকি রেজাল্ট আউট হবে? স্যার আপনি তো হিন্দি খাতা দেখেছেন, আমাদের নম্বরটা কত বলে দেননা স্যার।' —বলে তারা নিজেদের মধ্যে হাসি-ঠাট্টা করতে থাকে।

'কালকেই তোমরা সেটা দেখতে পাবে।'—বলে দেবেন।

সবাই একসাথে বলে ওঠে—'আমাদের সবাইকে ফার্স্ট ডিভিশন মার্ক দেবেন স্যার।'

আর একজন বলে ওঠে—'মার্ক আমাদের বেশি দিতে হবে; কেননা আমরা আপনার টেপের ব্যাপারে সাহায্য করেছি।'

মোটা ছেলেটা বললো—'মিরপুরে আর কেউ সেটা করতে পারতো না। আমরাই এখানে কাজ জানা মেকানিক।' এই ছেলেটা আসলে কোন কাজ করেনি। বসে বসে শুধু সিগারেট খেয়েছে।

দেবেন জিজ্ঞেস করে—'তোমরা কিভাবে কাজ শিখেছো? কলেজে ফাঁকি দিয়েই তো তোমাদের কাজ শিখতে হয়েছে নাকি?'

সবাই এক সাথে বলতে থাকে, 'হিন্দি ক্লাস করে কি লাভ স্যার? তারচে' আমরা পেট চালানোর জন্য একটা হাতের কাজ শিখেছি—ভালো করিনি? হিন্দি শিখলে তো কোন চাকরিও পাওয়া যাবে না।'

'তাহলে তোমরা হিন্দি নিলে কেন?'

'ডিগ্রীর জন্য। আমাদের একটা ডিগ্রী অবশ্যই থাকা দরকার তাই।'—বলে উঠলো সবাই।

'কাল আমরা আমাদের নাম সবার উপরে দেখতে চাই স্যার। আমাদের অবশ্যই ফার্স্ট ক্লাস নাম্বার দেবেন।'

ছেলেগুলো এতই অভদ্র যে, একটু ভদ্রভাবেও নম্বর বাড়াতে অনুরোধ করলো না দেবেনকে। জোর দিয়ে নম্বর আদায় করতে চায় তারা। মোটা ছেলেটা আর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এক ধাপ এগিয়ে বারান্দা দিয়ে যাবার সময় বললো—'নম্বর কিভাবে পেতে হয় আমরা জানি। যদি ঠিকমতো নম্বর না দেয় তাহলে দেখে নেবো।'

ঘরে ফিরে দেবেন আর একটা চিঠি পেলো। তাতে লেখা আছে—

> আমার আগের চিঠির কোন জবাব পাইনি। আপনি কলেজ থেকে কোন সাহায্য দেওয়াতে পারলেন না। আমি হয়তো আর বেশিদিন বাঁচবো না। আমি মারা গেলে আমার স্ত্রী-পুত্র অসহায় হয়ে পড়বে। আমার অনুরোধ, আমি মারা যাবার পর আপনাদের কলেজ থেকে আমার ছেলের শিক্ষার ব্যাপারে অন্তত সাহায্য করবেন। আমার কবিতা আবৃত্তির এটা সবচে' ন্যূনতম চাহিদা আমার। দয়া করে দেখবেন।
>
> নূর শাহজাহানাবাদি

দেবেন সারারাত মাথায় তোয়ালে জড়িয়ে খাতা দেখতে লাগলো। রান্নাঘরে ঝি-ঝি পোকা সারারাত একটানা শব্দ করে গেলো। সরলা বাবার বাড়ি থেকে না ফেরায় তাকে একা কাটাতে হয়েছে রাতটা। সে ভাবে—টেপের ব্যাপারে ছেলেগুলোর সাহায্য না নিলে আজ তাকে তাদের আবদারের কথা শুনতে হতো না। কাউকে সে প্রয়োজনের বেশি সুযোগ দিতে পারবে না। কোন মতেই সম্ভব নয়।

সকালে খাতা বগলদাবা করে কলেজে ঢোকার সময় দেবেন দেখে, গেটের কাছে অনেক ছাত্র ভিড় করে আছে। সময়মতো গেট খোলা হলে ওরা ভেতরে ঢুকতে পারবে। এই ভিড়ের মধ্যে কে যেন বললো—'শর্মা সাহেব, কাজটা ঠিকমত করেছেন তো?'

দারোয়ান গেট খোলার সময় দেবেনকে জানালো—কমনরুমে মিটিং হচ্ছে।

মিটিং অনেক আগেই শুরু হয়েছে। দেবেন পেছন দিকের একটা চেয়ারে বসে আলোচনা শুনতে থাকে। আদি অকৃত্রিম আলোচনা—দিন দিন অবস্থার অবনতি ঘটছে। কিভাবে ছাত্রদের উপস্থিতি বাড়ানো যায় তার চেষ্টা করা উচিত ইত্যাদি-ইত্যাদি।

দেবেন তার হাতের মার্কশিটটা পিওনের হাতে দেয় দেয়ালে টাঙানোর জন্য। একবার ভাবে কাপবোর্ডের পাশে গিয়ে টেপটা দেখে। তারপর কি ভেবে আর সেদিকে না গিয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকে কি করা যায়। তার সহকর্মী জয়দেব তাকে ক্যান্টিনে চা খাবার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। এই লোকটাকে তার পছন্দ না হলেও সে তার সাথে ক্যান্টিনে চা খেতে যায়।

www.BanglaBook.org

জয়দেব জানেন না যে, দেবেন তাঁকে পছন্দ করে না। তিনি দাঁত বের করে হেসে তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনার কি শরীর খারাপ দেবেন ভাই ?'—বলে দেবেনকে একটা সিগারেট এগিয়ে দেন।

দেবেন সিগারেট নিতে নিতে বলে—'না। আমি ভালোই আছি।'

'আপনি আগবেড়ে কাজটা নিতে গেলেন কেন ? এতে আপনার কি লাভ হবে ? আপনি কি প্রমোশন পাবেন ?'

দেবেন হেসে উত্তর দেয়, 'প্রমোশন তো দূরের কথা—আমার চাকরি থাকে কি-না সেটাই ভাবছি।'

'ও কথা কেন বলছেন ? চাকরি যাবে কেন ? আপনি অতি ভদ্র লোক। পরিশ্রমী আর ভাল শিক্ষক। কাজেই ওসব চিন্তার কোন কারণ নেই।

'কিন্তু আমার পরিশ্রমের কোন দাম থাকলো না। সবটাই বিফলে গেলো।'

'না-না ভাই, ও কথা বলবেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে।'—বলে জয়দেব তার হাতে একটা পোস্টকার্ড ধরিয়ে দেয়। দেবেন দেখে সেটা মিকি মাউসের ছবি আঁকা একটা পোস্ট কার্ড। সে জিজ্ঞেস করে, 'কি এটা ?'

'আমেরিকা থেকে পাঠানো একটা পোস্ট কার্ড। বিজয় সুদ নামের একজন লোকের কথা আপনার মনে আছে ? দু'বছর আগে তিনি এই কলেজে শিক্ষকতা করতেন। তারপর তিনি ইন্ডিয়ানায় গিয়ে সেখানের এক কলেজে চাকরি পেয়েছেন। এখন প্রচুর মাইনা, বাড়ি-গাড়ির অধিকারী—' —বলে জয়দেব চিঠিটা তাকে পড়তে বললো।

দেবেন হাত ইশারায় না করে বললো—'তিনি কি বিষয়ে সেখানে শিক্ষকতা করেন ?'

'বায়োকেমিস্ট্রি—ওটাই তাঁর বিষয় ছিলো। তিনি ইন্ডিয়ানায় ফেলোশিপ নিতে গেছিলেন। তারা তাকে চাকরির অফার দেওয়ায় তিনি চাকরিতে যোগ দেন। আমরাও নোংরা মিরপুর ছেড়ে তাঁর মতো আমেরিকা চলে যেতে পারি। সেখানে ভালো চাকরি পেতে পারি, তাই না ?'—বলেন জয়দেব।

'সেখানে গিয়ে আপনি ছাত্রদের কি পড়াবেন—হিন্দি ?' দেবেন তার কথায় বাধা দিয়ে বলে—'ওসব চিন্তা করা আমাদের সাজে না।'

আসলে জয়দেব দেবেনের মনটা ভালো করার জন্য কথাটা তুলেছিলেন কিন্তু তিনি হেরে গেছেন। দুঃখভারাক্রান্ত মনে বললেন—'আমরা ভুল বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করেছি। আমাদের সাইন্টিফিক কোন বিষয় নিয়ে পড়া উচিত ছিলো যেটার কদর আছে আমেরিকায়। যেমন—ফিজিক্স, মাইক্রোবায়োলোজি, কেমিস্ট্রি, কম্পিউটার টেকনোলজি ইত্যাদি।'

দেবেন তাঁর দিকে তাকিয়ে বলে—'আমাদের আসলেই কোন ভবিষ্যৎ নেই। শুধু আছে অতীত।'

www.BanglaBook.org

জয়দেব বলেন, 'অতীত-ফতীত আমার ভালো লাগে না মোটেও। এই আমরাই আছি খালি দেশের অতীত নিয়ে গর্ব করি। সংস্কৃত, হিন্দি অনেক পুরানো ভাষা ইত্যাদি বলে নিজেকে প্রবোধ দিয়ে থাকি—আসলে আমাদের ভবিষ্যৎটা কি ?'

দেবেন ক্যান্টিন থেকে বের হলে ওই ছেলেগুলো তার পথ আগলে তার সাথে দুর্ব্যবহার করে। সে কোন কথায় কান না দিয়ে বাড়ির দিকে রওয়ানা হয়।

কলেজ থেকে বাড়ি ফিরে বারান্দায় সে দু'টো খাম পড়ে থাকতে দেখে। সেগুলোর একটা সরলার হাতের লেখা। অন্যটা খুলে দেখে সেটা একটা বিল—নূর সাহেবের সাথে কাজ করার সময়কার সেই রুমের বিল—পাঁচ শ' টাকা।

সাথে একটা চিরকুটে নূর সাহেব লিখেছেন—

> 'সুফিয়া বেগমের অনুরোধে আমি আপনাকে বিলটা পাঠালাম। নিয়ম অনুযায়ী রুমে ঢোকার আগেই ভাড়া মিটিয়ে ঢুকতে হতো কিন্তু আপনার সাথে ভদ্রতা করে তারা সেটা করেননি। এখন অনুগ্রহ করে বিলের টাকাটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন।'

সরলা বাবার বাড়ি থেকে ফেরেননি। কলেজও বন্ধ আছে। দেবেন দিল্লি যাবার কথা চিন্তা করে।

'এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি দশ পয়সা।'—ফেরিওয়ালারা হাকতে থাকে। বাস স্টেশনে প্রচণ্ড গরম। দেবেন দশ পয়সা দিয়ে এক গ্লাস পানি খেয়ে ভাবে—এই এক গ্লাস পানি কি দিল্লি পর্যন্ত তার তৃষ্ণা মেটাতে পারবে ?

গত পনেরদিন যাবৎ দিল্লিতে প্রচণ্ড গরম পড়েছে। চচ্চড়ে রোদ। আকাশের দিকে তাকানো যায় না। মনে হয় রোদের তাপে মগজ গলে যাবে। এই প্রখর রোদ মাথায় নিয়ে দেবেন মুরাদের অফিসে এসে হাজির হয়। মুরাদ তখন তার প্রিন্টার শাহে সাহেবের সাথে বসে কথা বলছিলো। দেবেনকে দেখে বলে উঠলো—

'কি ব্যাপার প্রখর রোদে কি তুমি পাগল হয়ে এখানে এসেছো ?'

শাহে সাহেব তাকে এক গ্লাস পানি এগিয়ে বললেন—'আগে পানিটুকু খেয়ে নিন।'

দেবেন তাঁর হাত থেকে পানি নিয়ে ঢকঢক করে খেয়ে ফেললো। একটা বাচ্চা ছেলে বেশ কিছু নিউজপ্রিন্ট হাতে করে এনে টেবিলে রেখে গেলো।

www.BanglaBook.org

'সংকলন এখনো বের করতে পারিনি। তোমার লেখাটা এতো দেরিতে পাঠিয়েছো যে, সব কাজ আগামী পনের তারিখ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে।'—জোরে চেঁচিয়ে বললো মুরাদ।

দেবেন পানি খাবার পর গ্লাসটা টেবিলে রেখে মুখ মুছে মুরাদের দিকে বিলটা বাড়িয়ে দিলো।

'এটা আবার কি ?'—বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞেস করলো মুরাদ।

'আরেকটা বিল—'

মুরাদ উন্মাদের মতো চেঁচিয়ে বলে—'আমার উপর আর কোন কিছু চাপাবার চেষ্টা করবেনা। আমি আমার মায়ের কাছ থেকে পাওয়া সব টাকা তোমার ওই পূজনীয় কবির পেছনে খরচ করেছি—আর নয়।'

দেবেন আরও জোরে চেঁচিয়ে বলে—'কিন্তু মুরাদ, তুমিই আমাকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলে।'

'সেটা ঠিক—কিন্তু তার জন্য তোমার কোন আর্থিক ক্ষতি হয়নি—যেটুকু হয়েছে সেটা আমার। আমি দিনের পর দিন ওই ঘরভরা লোকের খাবারের জোগাড় করেছি, মদের জোগাড় করেছি। আমি আমার মায়ের ভালোবাসার সুযোগ গ্রহণ করে তাঁর কাছ থেকে টাকা এনে খরচ করেছি। এখন আর সেটা সম্ভব নয়। তোমার এ বিল নিয়ে তুমি মিরপুর ফিরে গিয়ে ব্যাংকে দেখিয়ে টাকার ব্যবস্থা কর।'

শাহে সাহেব মুরাদ আর দেবেনের মাঝে দাঁড়িয়ে দু'জনকে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

দেবেন বললো—'আমি তোমার কাছে টাকা চাইতে আসিনি। তুমি আমার বিলের টাকা থেকে অগ্রিম দিলে টাকাটা আমি শোধ করতে পারি।'

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে ? ওই দু'তিন শিট কাগজের জন্য আমি তোমাকে পাঁচ শ' টাকা দেব ?'—বললো মুরাদ।

দেবেন শান্ত গলায় বললো, 'আমি কোনদিন বিলের ব্যাপারে তোমার সাথে কোন কথা বলিনি। এই কাজটা আমি নিয়েছিলাম; কারণ কাজটার ব্যাপারে আমার আগ্রহ ছিলো, তাই।'

'কথাটা ঠিকই। এটা একটা সম্মানের কাজ। তুমি নূর সাহেবের মতো মহাপুরুষের সাথে কথা বলার সুযোগ পেয়েছো—সুন্দর সময় কাটিয়েছো। কাজেই টাকাটা তোমাকেই ব্যবস্থা করতে হবে।'

শাহে সাহেব এবার দেবেনের প্রতি কিছুটা দয়াপরবশ হয়ে বললেন—'যাঁরা লেখা দেয় তাঁদের তো টাকা পাওয়া উচিত।' দেবেন তাঁর মুখ থেকে কথাটা কেড়ে নিয়ে বলে ওঠে, 'আসলেই তো আমি লেখা দিয়েছি, টাকা কেন পাবোনা ?'

www.BanglaBook.org

'উনি ঠিকই বলছেন, মুরাদ সাহেব। ওঁকে আপনার টাকা দেওয়া উচিত।' —বললেন শাহে সাহেব।

'ঠিক আছে, টাকা আমি দিবো কিন্তু লেখা ছাপা হবার পর। অন্য সব লেখকের সাথে যে ব্যবহার করি ওর সাথেও একই ব্যবহার করা হবে। তবে ও যেন না ভাবে—যে টাকা সে দাবি করছে আমি সেটা তাকে দেবো। ওর পাওনার তুলনায় দশগুণ বেশি টাকা চাচ্ছে ও।'

দেবেন টেবিলে মাথা রেখে বসে রইলো। মুখে তার কোন ভাষা নেই।

ঘরের সবাই কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। বোঝা গেলো তারা তাকে চলে যেতে বলছে। ছোট ছেলেটি আর এক গ্লাস পানি এনে টেবিলে রাখলো তার জন্য। বললো—'যা গরম পড়েছে, এই গরমে কারো বাড়ি থেকে বের হওয়াই উচিত নয়।'

গ্লাসের পানি শেষ করে দেবেন উঠে দাঁড়ালো। এখন চলে যাওয়া ছাড়া কিছু করার নেই। সে আগেই জানতো মুরাদ তাকে সাহায্য করবে না। এখন সে এ ব্যাপারে নিশ্চিত। যা করার তার নিজের সামর্থ দিয়েই করতে হবে।

সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় মুরাদ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো—'শোন দেবেন, আমি জানি তুমি ভীষণ বিপদে আছো কিন্তু এই বিপদটা তোমার ভালো মানুষীর জন্য হয়েছে। সবাই তোমাকে বোকা বানিয়েছে—ঠকিয়েছে। এখন এমন একটা অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, তুমি বিল পরিশোধ করতে অক্ষম।'

দেবেন তার কথার উত্তর না দিয়ে নেমে যেতে থাকে। মুরাদ বলে—'শোন দেবেন, তোমার কাছে তৈরি করা যে টেপটা আছে সেটা যদি আমার কাছে শর্তহীন ভাবে দিয়ে দাও তাহলে আমি HMV বা পলিডোরের সাথে কথা বলে দেখতে পারি। তারা এটা নিতে রাজি হলে তোমার সব খরচ উঠে যাবে। তারপরও তুমি কবিকে কিছু দিতে পারবে। কিন্তু মনে রেখো, আমাকে স্বত্ব বিক্রি করে দিতে হবে।' দেবেনের কলারে টোকা মেরে চোখ নাচিয়ে মুরাদ তাকে বোঝালো—এটা একটা শ্রেষ্ঠ সম্ভাবনা।

দেবেন মুরাদের হাত তার কলার থেকে সরিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বললো—'আমি সেটা করতে পারবো না। টেপটা এখন কলেজের সম্পত্তি। কলেজ এই কাজটা করার জন্য প্রচুর টাকা খরচ করেছে।'

'তাই যদি হয়ে থাকে তবে তোমার কলেজকেই বলো বিলটা শোধ করতে।'

দেবেন সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌছানোর পর সে শুনতে পেলো মুরাদ চেঁচিয়ে বলছে, 'আমি তোমাকে শেষ একটা সাহায্য করতে চেয়েছি—শেষ সাহায্য। পূর্ণ স্বত্ব।'

দেবেন তার কথা কানে না নিয়ে সোজা বের হবার পথ দিয়ে হাঁটতে শুরু করলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিল্লিতে আজ তাপমাত্রা একশ দশ ডিগ্রী। দেবেন পায়ে পায়ে হেঁটে চাঁদনি চকের পাশে পৌছায়। কবির বাড়ির পাশের সেই হাসপাতালের সবুজ দেয়াল তার চোখে পড়ে। এখান থেকে নূর সাহেবের বাড়ি কয়েক মিনিটের পথ। সে যদি এখন সেখানে যায় দেখতে পাবে নূর সাহেব দিবানিদ্রায় মগ্ন। ঠিক প্রথম যেদিন সে যেভাবে গিয়ে তার ঘুমের ব্যঘাত ঘটিয়েছিলো—সেভাবেই ঘুমোচ্ছেন তিনি এখন। আজ আর তার সেখানে যাবার ইচ্ছে নেই। সে বিক্ষিপ্তভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে আজ। জামা মসজিদ, দরিয়াগঞ্জ, রাজের ফুপু—কারও কাছে আজ তার যাবার দরকার নেই। সে এমনিই ঘুরে বেড়াচ্ছে। আজ আর কারও কাছে তার কোন দরকার নেই।

সে একটা ছোট পার্কের ভেতর প্রবেশ করে গাছের ছায়ার নিচে একটা বেঞ্চে বসে। দারুণ পরিশ্রান্ত সে। হঠাৎ তার সহকর্মী জয়দেবের কথা মনে পড়ে। সে ভাবে—শিল্প, সাহিত্য, কবিতা যদি মানুষের মনের গভীরের প্রশ্নের জবাব দিতে না পারে, যদি তারা মানুষের আত্মাকে পরিশোধিত পূণ্যময় করতে না পারে; তবে কি গণিত আর জ্যামিতি সেটা করতে পারবে ? কখনই না—বিজ্ঞানের কোন বিষয় মানুষের আত্মার খোরাক হতে পারে না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এগারো

পরের দিন দিল্লি থেকে ফিরে দেবেন দেখতে পায় তার বাড়ির সদর দরজা খোলা। সরলা বাবার বাড়ি থেকে ফিরেছে। সারা বাড়ি ভর্তি হয়ে আছে ধূলো ময়লায়—ঝাঁটা দিয়ে সব আপ্রাণ পরিষ্কার করে চলেছে সরলা। শাড়ির আঁচল দিয়ে ঢেকে রেখেছে নাক-মুখ, যাতে ধূলো-ময়লা প্রবেশ করতে না পারে।

দেবেন ঘরে ঢুকতে সে চোখ থেকে কাপড়টা কিছুটা নামিয়ে তাকে দেখলো। দরজা থেকে কিছুটা সরে তাকে ঢোকার জায়গা করে দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'এতোদিন তুমি দিল্লিতেই কাটিয়েছো ?'

দেবেন চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। সারারাত বাসে ঘুমহীন রাত কাটানোর কারণে সে কিছুটা দুর্বল আর ক্লান্ত হওয়ায় সরলার তিরস্কারটা তার গায়ে লাগলো কিন্তু সে কোন কথা না বলে জিজ্ঞেস করলো—'তুমি আজ আসবে সেটা আমাকে জানালেনা কেন ? আমি স্টেশনে তোমাদের নিতে আসতে পারতাম।'

টেবিলে পড়ে থাকা একটা চিঠির দিকে দেখিয়ে সরলা বললো—'আমি লিখেছিলাম। তোমার সেটা খুলে পড়ার সময় হয়নি।'—বলেই সে নিজের মনে ঝাঁটা দিতে লাগলো।

দেবেন একই জায়গায় দাঁড়িয়ে সরলার ঝাঁটা দেবার ভঙ্গি দেখতে লাগলো। আসলে সে নিজেকে ধিক্কার দিতে থাকলো। ব্যাপারটা খুবই লজ্জার। ভাবতে লাগলো, কিভাবে তার এই অন্যায়ের জন্য সরলার কাছে ক্ষমা চাওয়া যায়। সে কি তাকে কাছে টেনে আদর করে ক্ষমা চাইবে নাকি হাত জোড় করে বলবে, আমার ভুল হয়েছে ক্ষমা করে দাও।

একই জায়গায় পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলো সে। কিভাবে সরলাকে বলবে কি বিপদের মধ্যে সে দিনাতিপাত করছে। কেন সে সরলার চিঠিটা পড়ার সময় পায়নি। এসব কথা কি সরলা বিশ্বাস করবে ? যদি না করে তবে এসব বলেই বা কি লাভ হবে। সে তার এসব চিন্তাকে পাশ কাটিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'মানু কোথায় ? তাকে দেখতে পাচ্ছিনা কেন ?'

www.BanglaBook.org

'সে তার নতুন জামা-কাপড়-জুতো দেখাবার জন্য পাশের বাড়িতে গেছে। আমার আব্বা তাকে নতুন জামা-কাপড়-জুতো কিনে দিয়েছেন।'

মানুকে কিছু কিনে দেয়াও আসলে তারই গালে চড় মারার মতো। তার মনে পড়েনা কবে সে মানুর জন্য কিছু কিনে তার হাতে দিয়েছে। এখন তো কিছু কিনে দেওয়া আরও সম্ভব নয়; কেননা সে একদম শেষ হয়ে গেছে।

দেবেন বেতের চেয়ারে বসে সদর দরজার দিকে এক পলক তাকিয়ে মানুর জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। সরলা তাকে জিজ্ঞেস করে, 'কি ব্যাপার, খুব ক্লান্ত লাগছে নাকি। এক কাপ চা করে দেব ?' আসলে সরলা তার নিজের বাড়িতে ফিরে আসতে পেরে খুব খুশি। ঝাড়মোছ করে নিজের পরিবেশ আগের মতো করতে ব্যস্ত।

মাথা ঝাঁকিয়ে দেবেন সম্মত জানায়। মুখে কিছু বলে না। সরলা এবার বারান্দার শেষ ময়লাটুকু উঠানে ফেলতে থাকে। এরপর তাকে উঠান পরিষ্কার করতে হবে। সে দেবেনকে জিজ্ঞেস করে, 'বাড়ি-ঘর এতো নোংরা রাখতে পারলে কিভাবে ? একজন মেথর এনে ঘর-বাড়ি পরিষ্কার করিয়ে নিলেও তো পারতে।'

সে সরলাকে কিছু বলতে যাচ্ছিলো কিন্তু টেবিলে পড়ে থাকা নতুন একটা চিঠির দিকে চোখ পড়তে সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। ভাবে—এ হাতের লেখাটা তো নূর সাহেবের নয়—তা হলে কে লিখতে পারে এ চিঠি ? সে খাম খুলে চিঠিটা বের করে পড়তে আরম্ভ করে—

> নূর সাহেবের রেকর্ডিংটা আমাকে গোপন করে করা হয়েছে। কথাটা কিন্তু আমার কাছে গোপন থাকেনি—নূর সাহেব আমাকে বলে দিয়েছেন। তাঁর কথা টেপ করার উপযোগিতা কতটুকু তা আমি বুঝতে পারবো না—সেটা আপনি চিন্তা করলেন কি ভাবে ? সুফিয়া বেগম বয়েসে বড় হবার জন্য তিনি ব্যাপারটার গুরুত্ব বেশি বুঝবেন—সেটাই বা ভাবলেন কি করে ? আসলে আপনি আমাকে অন্যায়ভাবে অবহেলা আর আপমান করেছেন।

মহিলার লেখা সাবলীল ভাষা দেবেনকে মুগ্ধ করলো।

> আমি জানি, যেসব মানুষেরা নূর সাহেবকে ঘিরে থাকে আপনি তাদের কাছে আমার কথা শুনে থাকবেন এবং বিশ্বাস করে থাকবেন। আমি কিন্তু বেশ্যা নই। আপনি যদি নূর সাহেবকে ভালোভাবে চিনে থাকেন তাহলে বুঝতে পারবেন তাঁর মতো উঁচু মাপের একটা লোক শুধুমাত্র রূপের মোহে কাউকে জীবন-সঙ্গীনী করতে পারেন না। তিনি আমার মধ্যে আরও কিছু দেখতে পেয়েছিলেন যার জন্য তিনি আমাকে জীবন-

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সঙ্গীনী হিসেবে বিবেচনা করেছেন। আমার কথাবার্তা, আমার কবিতা, আমার হাস্যরস তাঁকে মুগ্ধ করেছিলো।

নূর সাহেবের কবিতার পাশাপাশি আমার লেখা কয়েকটি কবিতা পড়ে দেখবার জন্য পাঠালাম। আশা করি, পড়ে বিচার করবেন এগুলোর গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু। আমি অবশ্যই নিজেকে নূর সাহেবের সমকক্ষ মনে করছি না। তবে আমি বিশ্বাস করি, অন্য সবাই আমাকে যা মনে করে আমি অবশ্যই সেটা নই।

আমার প্রতি আপনার ঘৃণা আর অশ্রদ্ধা আমি আগেও লক্ষ্য করেছি। বিশেষভাবে সেদিন—যেদিন আপনি কবিকে নিয়ে আমার মাহফিল ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন। আসলে আপনারা এসব করতে পেরেছেন আমি একজন নারী তাই। এই পৃথিবীতে একজন নারীকে খুব সহজে অবহেলা অপমান করা যায়। সাধারণ লোকেরা এটা খুব সহজেই পারে। দুঃখ লাগে আপনাদের মতো বিবেকবান বিদ্যান লোকদের এই কাজটি একইভাবে করতে দেখে। যা হোক এই অবিবেচক পৃথিবীতে আমি আমার সাধ্যমতো যতোটুকু পেরেছি সৃষ্টি করেছি। আমার সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে আমি জানি।

আমার কবিতা মনোযোগ সহকারে পাঠ করলে আশা করি আমার সম্বন্ধে আপনার ধারণা পাল্টাবে। অবশ্য সাহস করে সেগুলো আপনাকে পড়তে হবে।

দেবেনের কোন সাহস নেই। সে তার ক্ষুদ্র সামর্থ নিয়ে বিশাল একটা কাজ হাতে নিয়েছিলো। সে কাজটাতে সে অকৃতকার্য হয়েছে। সে এখন অকূল সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছে। সব কিছু ভুলে থাকতে চায় সে। এখন তার একমাত্র চাওয়া হচ্ছে—দয়া আর বিপদ থেকে উদ্ধার। সে ইমতিয়াজ বেগমের লেখা চিঠিখানি কুটি কুটি করে ছিঁড়ে মাটিতে ছড়িয়ে দেয়।

সরলা ঝাঁটা হাতে বারান্দায় এসে ছড়িয়ে থাকা ছেঁড়া কাগজ দেখে রাগে গজগজ করে বলে—'এইমাত্র আমি ঝাঁটা দিয়ে বারান্দা পরিষ্কার করে গেলাম, তুমি ছেঁড়া কাগজ দিয়ে আবার সেটা নোংরা করে ফেললে।'

সকাল সকাল রেজিস্ট্রার অফিসে গিয়ে প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের সাথে দেখা করার অনুমতি নিতে হবে। তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে—তাঁকে বোঝাতে হবে যে, বোর্ড মিটিং-এ এই টেপ শোনানো যাবে না। এটা সেখানে উপস্থাপনের উপযুক্ত নয়।

www.BanglaBook.org

মানু সদর দরজায় দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলে—'বাবা আমাকে একটা তরমুজ কিনে দাও।' সে দু'হাত বাড়িয়ে ছেলেকে কাছে ডাকে। সেই ফাঁকে পিওন তাকে একটা চিঠি দিয়ে যায়। সে এক খেয়ালে চিঠিটা পকেটে রেখে দেয়।

রেজিস্ট্রার অফিসের পিওন দেবেনকে বলে—'সাহেব প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের সাথে মিটিং-এ বসেছেন। তাঁর সাথে দেখা করতে চাইলে অপেক্ষা করতে হবে।' দেবেন ভাবে—নূর সাহেবের বিলটা কিভাবে রেজিস্ট্রারের কাছে পেশ করা যায়। একটা ব্যবস্থা না করলেই নয়। তিনি একটার পর একটা চিঠি লিখেই যাবেন।

ব্যাপারটার সুরাহা একমাত্র সিদ্দিকি সাহেব করতে পারেন; কারণ রেজিস্ট্রার সাহেব তাঁর উপর বেশ ভরসা করেন। দেবেন সোজা সিদ্দিকি সাহেবের বাড়ির দিকে রওয়ানা হয়। বাড়ির কাছে পৌঁছে সে লোহার গেটের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সিদ্দিকি সাহেবকে দেখতে পায়। তাঁর সেই পুরাতন বাড়িটা আর সেখানে নেই। ভেঙে ধুলোর সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে।

দেবেনকে দেখে সিদ্দিকি সাহেব বলে উঠলেন, 'আসুন দেবেন ভাই, দেখুন আমার পৈতৃক ভিটা মাটির সাথে মিশে গেছে।'

দেবেন আশ্চর্য হয়ে বলে—'আমি জানতাম না। তাছাড়া আপনি কিছুই তো বলেননি।'

'আমি আসলে বেশ কিছুদিন যাবৎ ব্যস্ত ছিলাম তাই কলেজে যেতে পারিনি। দিল্লির এক ডেভেলাপার হঠাৎ করে আমার কাছে একটা আবেদন নিয়ে এলো বাড়িটাকে কাজে লাগাবার। তার আবেদন আমার খুব পছন্দ হলো। তাছাড়া আমার টাকারও খুব দরকার তাই রাজি হয়ে গেলাম। এখন এখানে ফ্ল্যাট বাড়ি হবে, অফিস, মার্কেট আর সিনেমা হল হবে। জায়গাটা জমজমাট হয়ে উঠবে। বিশাল জায়গা খালি পড়ে থাকায় চেয়ে ব্যবহার হওয়াটা ভালো নয় কি?'

সিদ্দিকি সাহেব বেশ ব্যস্ত আছেন বোঝার পরও দেবেন তার কথাটা পাড়তে বাধ্য হয়—বলে, 'সিদ্দিকি সাহেব, আপনি কি কাল কলেজের মিটিং-এ যাবেন?'

'না-না। আমি এখন এসব কাজে মন দিতে পারবো না। বিশাল একটা কাজে হাত দিতে হয়েছে আমাকে। বাড়ির কাজে হাত দেয়া চাট্টিখানি কথা নয়।'

দেবেন কাচুমাচু করে বলে, 'আপনি যদি অন্ততপক্ষে রেজিস্ট্রার সাহেবকে টেপটার ব্যাপারে বুঝিয়ে বলতেন যে, কাজটা যতই ধারাপ হোক বা ছোট হোক এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং নির্ভরযোগ্য। তাহলে হয়তো আমার বিলটা পাওয়া সম্ভব হতো।'

'টেপের কথা আর বলবেন না বন্ধু। এটার কোন মূল্য নেই। ওদের এ টেপ শোনাবারও কোন দরকার নেই।'

'টেপটা খারাপ হয়েছে আমি স্বীকার করছি কিন্তু এটার যে কোন দাম নেই তা-না। উর্দু কবিতার অঙ্গনে এর অবশ্যই গুরুত্ব আছে। আমার মনে হয় খরচের চেয়ে

www.BanglaBook.org

বেশিই দাম হবে এটার।'—বলে দেবেন রুম ভাড়ার বিলটা তাঁর দিকে এগিয়ে বলে, 'আমরা যেখানে রেকর্ডিং-এর কাজ করেছিলাম সেই রুমের বিল এটা।'

'আরো বিল! মাথা খারাপ। আমি এই বিল কোনমতে তাঁদের কাছে পেশ করতে পারবো না। আমি মনে করি এটা পেশ করা উচিতও নয়।'

দেবেন কাঁদো কাঁদো গলায় বলে, 'সিদ্দিকি সাহেব, এই কাজটায় আমি কোন গাফিলতি করিনি। বরং আমার সাধ্যাতীত পরিশ্রম করেছি। কিন্তু আমাকে সবাই মিলে বোকা বানিয়েছে। টেপ রেকর্ডার বিক্রেতা, মুরাদ, নূর-সাহেব, তাঁর স্ত্রীরা সবাই।'

'আপনি তাদের ঠকাতে দিলেন কেন, দেবেন ভাই? দেখুন, আমি কত কষ্ট করে কাজের তদারক করছি। সারাদিন রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রতিটি কাজ দেখছি।'

'আপনি আমার অবস্থাটা বুঝতে পারছেন না, সিদ্দিকি সাহেব। আমি চেষ্টার কোন ত্রুটি করিনি কিন্তু আমাকে মিথ্যে বলে ঠকানো হয়েছে। আমার সরলতার সুযেগ নেওয়া হয়েছে। আমি চাই আমার ব্যাপারটা বিবেচনা করা হোক।'

বাড়ি ফেরার পথে রিকসায় বসে দেবেন আজকের চিঠিটা খুলে পড়তে বসে। আগের চিঠিগুলো নূর সাহেব ইংরেজিতে লিখলেও এটা উর্দুতে লিখেছেন—

> আমার পায়রাগুলো একে একে মারা যাচ্ছে। কি যেন অজানা এক রোগে আক্রান্ত হয়েছে তারা। তাদের দম বন্ধ হয়ে আসে আর মারা যায়। ডাক্তারের কাছে পাঠানো হয়েছিলো; ডাক্তার বলেছেন—কোন ওষুধ নেই এই রোগের। আমি এখন বসে বসে ওদের মৃত্যু দেখছি। কবিতা লেখা চিরকালের জন্য বন্ধ করে দিয়েছি। এখন অপেক্ষা ওদের সাথে যাওয়ার।
>
> আমি জানি, যা কিছু ঘটছে সে সবই আমার পাপী বিবেকের শাস্তি। এই শাস্তি থেকে বাঁচার একমাত্র পথ পবিত্র কাবা ঘরে গিয়ে হজ্ব পালন করা। আপনি যদি আমার জন্য এই ব্যবস্থাটুকু করে দিতেন তা হলে যারপর নাই উপকৃত হতাম।

হঠাৎ রিকসা ঝাঁকি খায়। দেবেন শুনতে পায় কে যেন বলছে, 'কলেজের পিছনে আজ দেখা করুন দেখবেন আমরা কি করি।' ওই ছেলেদের কেউ কথাটা বলে।

মিটিং-এর আগের দিন রাতে দেবেন মোটেই ঘুমোতে পারে না। বাড়িটাকে তার জেলখানার মতো মনে হয়। দম বন্ধ হয়ে আসতে চায় তার। সে খাটিয়া নিয়ে

www.BanglaBook.org

উঠোনে শুতে যায়। খালি পায়ে শব্দ না করে। যাতে সরলা আর তার ছেলে জেগে না ওঠে। সিগারেট ধরিয়ে টানতে থাকে। ঘরে সরলাও জেগে ওঠে। তালপাতার পাখা দিয়ে বাচ্চাকে বাতাস করে।

অনেক রাতে সে আবার ঘরের ভেতর গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে। কিছুটা চোখ লেগে আসলেও ভোরবেলা বাড়ির পেছন দিক থেকে গানের সুরে ভেসে আসাতে তার ঘুম ভেঙে যায়। সে বিছানা থেকে নেমে বাড়ির পেছনে গিয়ে দেখে—সাদা কাপড় পরা বেশ কয়েকজন মহিলা হাতে প্রদীপ নিয়ে গান করতে করতে পূজার উদ্দেশ্যে মন্দিরে যাচ্ছেন—গাইছেন—

'পুরনারী তোমরা এসো আমাদের সাথে—

'কি ব্যাপার ?' সরলা তার পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, 'সারারাত তুমি ঘুমাওনি কেন ?'

'এই মহিলাদের গানে আমার ঘুম ভেঙে গেছে। আর ঘুম আসবে না। আমি একটু বাইরে থেকে হেঁটে আসি।'—বলে সরলাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে দেবেন বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়।

ভোরের স্নিগ্ধ শীতল বাতাসে সে ধীর গতিতে পথ চলতে থাকে আর ভাবে—আজ তার ভবিষ্যতের আশা-ভরসা ভেঙে চুরমার হয়ে যাবার দিন। বোর্ড-মিটিং আজ তার বিরুদ্ধে চরম সিদ্ধান্ত নিতে পারে। তার চাকরি চলে যেতে পারে। চাকরি চলে গেলে সে সরলা আর মানুকে নিয়ে পথে নামবে। তারপরও তার শাস্তির শেষ নেই। নূর সাহেবের সেই বাড়িভাড়ার বিল তাকে শোধ করতেই হবে এবং তার জন্য বিক্রি করতে হবে সরলার গহনা।

কলেজের পেছনের ঝোপের দিকে তাকিয়ে সে ভাবে—তার ছাত্ররা হয়তো হাতে ছোরা নিয়ে সেখানে অপেক্ষা করছে তাকে হত্যা করার জন্য। মানুর হাসি-খুশি চেহারা তার চোখে ভাসে আর ভাসে নূর সাহেবের লেখা চিঠি।

দেবেন ভাবে—আর যা কিছু ঘটুক না কেন সে একটা কাজের কাজ করেছে। নূর সাহেবের কবিতা সে খুব সুন্দরভাবে টেপবন্দী করে যত্নের সাথে রাখতে পেরেছে। তার ভালোবাসার, শ্রদ্ধার কবি নূর সাহেবকে দেশের মানুষ সহজে আর ভুলে যেতে পারবে না।

সে কল্পনার চোখ দিয়ে দেখতে পায় নূর সাহেব মারা গেছেন। তাঁকে কবর দেয়া হচ্ছে। তাঁর স্ত্রীরা সাদা শাড়ি পড়ে কাঁদছেন। সব কিছু শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু না—শেষ হয়নি; কেননা তার কাছে এসে পৌঁছেছে বিশাল একটা বিল—তাঁর দাফন-কাফনের বিল, বিধবা স্ত্রীদের ভরণ-পোষণের বিল, বাচ্চাকে লালন-পালন করার বিল।

দেবেনের দম বন্ধ হয়ে আসে। সে খালের পাড়ে দাঁড়িয়ে দম নিতে চেষ্টা করে। পানির দিকে চোখ পড়াতে দেখে সেখানে ঘূর্ণিস্রোতের সৃষ্টি হচ্ছে। তার মনে হয়

www.BanglaBook.org

সেই ঘূর্ণিস্রোত তাকে পানির গভীরে তলিয়ে দিচ্ছে। আকাশ লাল রং ধারণ করে। সেই রং মাঠে নেমে আসে। ঠাণ্ডা বাতাস বইতে থাকে। ধান ক্ষেতের ভেতর দিয়ে সেই বাতাস বয়ে যাওয়াতে মনে হয় পুরো ক্ষেতটা হাসি মুখে তার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ছে। তার কানে নূর সাহেবের কবিতার আবৃত্তি বাজতে থাকে। সে নূর সাহেবের কবিতার একমাত্র আমানতকারি, ধারক, বাহক। সেই সাথে তাঁর আত্মার আর নীতিরও। এ এক দারুণ অর্জন। সে কোনভাবেই সেটা হাতছাড়া করতে রাজি নয়।

দেবেনের এখন বাড়ি ফেরার সময়। কিছুক্ষণ পরেই সূর্য তার প্রখর তাপ নিয়ে উদিত হবে। নানান ঘাত-প্রতিঘাতের দিন শুরু হবে তারপরই। দেবেনকে এই দিন অতিক্রম করতে হবে। চলার পথে থেমে থাকলে চলবে না। থামবে সে তখনই যখন তার পায়ে কাঁটা ফুটবে—তাও শুধু পা থেকে সেটা টেনে বের করার জন্য।

❑

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG